☑ বিসিএস ☑ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ☑ ব্যাংক ☑ পিএসসি

☑ শিক্ষক নিবন্ধন ☑ প্রাথমিক শিক্ষক ☑ সহ যে কোন প্রতিযোগিতার জন্য

বাংলা-বিদ্যার

সিস্টেম

রচনা ও সম্পাদনায়

গোপাল রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১৯১৪৮৩১৯৪২

সহযোগিতায়

- মিথিলা (৩৩তম বিসিএস-শিক্ষা) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- মহসিন - এম এ (বাংলা) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সাইফুল - এম এ (বাংলা) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- রিংকু - এম এ (বাংলা) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- জিয়া - এম এ (বাংলা) - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

-:সিস্টেম পাবলিকেশন্স:-

PDF MADE BY

MAHBUB OR RASHID

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

-:সূচিপত্র :-

বিষয়	পৃষ্ঠা
কয়েকটি সতর্কতা	০৩
স্পেশাল সিস্টেমে লেখক পরিচিতি	০৩-১৩
বিভিন্ন সাহিত্যিকদের গ্রন্থের নাম মনে রাখার সিস্টেম	১৩-১৫
লেখক পরিচিতি স্পেশাল-২	১৫-২২
এক নজরে কিছু স্পেশাল তথ্য	২২-২৩
বাংলা সাহিত্য ও বিভিন্ন সংগঠন	২৩-২৪
বাংলা ভাষা ও লিপি-১	২৪
বাংলা ভাষার বংশগত শ্রেণিকরণ	২৪
বাংলা ভাষা স্পেশাল	২৪
ব্যাকরণ (উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ); ব্যাকরণ স্পেশাল	২৪-২৫
ধ্বনিতত্ত্ব (ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ, যুক্তবর্ণ)	২৫-২৬
ধ্বনির পরিবর্তন	২৬-২৭
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	২৮
সন্ধি	২৮-৩০
পুরুষ-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ	৩০
দ্বিরুক্ত শব্দ	৩০-৩১
সংখ্যাবাচক শব্দ	৩১
বচন	৩১-৩২
পদাশ্রিত নির্দেশক	৩২
সমাস	৩২-৩৪
উপসর্গ	৩৪-৩৫
ধাতু	৩৫-৩৬
প্রকৃতি- প্রত্যয়	৩৬
শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ (শব্দ মনে রাখার কৌশল)	৩৬-৩৯
পদ ও পদের শ্রেণিবিভাগ	৩৯-৪২
ক্রিয়ার ভাব	৪২-৪৩
অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার	৪৩
যৌগিক ক্রিয়া	৪৩-৪৪
বাংলা অনুজ্ঞা	৪৪
ক্রিয়ার কাল (বিভিন্ন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ)	৪৪
কারক	৪৪-৪৬
সম্বন্ধপদ	৪৬
সম্বোধন পদ	৪৭
অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	৪৭
বাক্য প্রকরণ (বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, রূপান্তর)	৪৭-৪৯
বাচ্য	৪৯
উক্তি	৪৯-৫০
যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন	৫০
সমার্থক বা প্রতিশব্দ	৫০-৫১
সমোচ্চারিত শব্দ স্পেশাল	৫১-৫২
বিপরীত শব্দ স্পেশাল	৫২
বানান (স্পেশাল শর্টকার্ট)	৫২-৫৩
প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	৫৩
শুদ্ধিকরণ স্পেশাল	৫৩
এক কথায় প্রকাশ	৫৪-৫৫
বাগধারা স্পেশাল	৫৫-৫৭
পারিভাষিক শব্দ স্পেশাল	৫৭
বিগত বছরের কয়েকটি বঙ্গানুবাদ	৫৭-৫৮
বাংলা ভাষা ও লিপি-২	৫৮-৫৯
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (যুগ বিভাগ)	৫৯
প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ স্পেশাল)	৫৯-৬০
মধ্যযুগ (অন্ধকার যুগ, অন্ধকার যুগ স্পেশাল)	৬০
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্পেশাল	৬০
বৈষ্ণব পদাবলী স্পেশাল	৬০
মর্সিয়া সাহিত্য	৬০
অনুবাদ সাহিত্য (কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থ)	৬০-৬১
চৈতন্য যুগ (জীবনী সাহিত্য)	৬১
নাথ সাহিত্য	৬১
মঙ্গল কাব্য (মঙ্গল কাব্য স্পেশাল)	৬১-৬২
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান/মুসলিম সাহিত্য	৬২
দোভাষী পুঁথি সাহিত্য ও কবিগান	৬২
লোক সাহিত্য (কয়েকটি বিখ্যাত পালা)	৬২-৬৩
যুগসন্ধিক্ষণ	৬৩
আধুনিক যুগ: বাংলা গদ্য, নাটক, প্রহসন, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, মহাকাব্য)	৬৩-৬৮
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা	৬৯
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী	৬৯
বিখ্যাত চরিত্র	৬৯-৭০
কয়েকটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	৭০
আলোচিত পঙ্‌ক্তি ও তার স্রষ্টা	৭০-৭২
কয়েকটি বিখ্যাত সম্পাদনা	৭২
বাংলা সাহিত্যে প্রথম	৭২
সাহিত্যকর্ম রচনায় প্রথম	৭২-৭৩
সাহিত্যকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৭৩-৭৪
কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়	৭৪
কয়েকটি বিখ্যাত উৎসর্গিত গ্রন্থ	৭৪
নামের সাদৃশ্য	৭৪-৭৫
কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যু ও জন্মস্থান	৭৫
ছন্দ, অলঙ্কার	৭৫
বিখ্যাত পত্রিকা ও সম্পাদকের নাম	৭৫-৭৬
সাহিত্যিকদের উপাধি/ছদ্মনাম	৭৬-৭৭
বিবিধ	৭৭
বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্ন ব্যাংক (৩৪-২৪)	৭৮-৮০

www.facebook.com/tanbir.cox

কয়েকটি সতর্কতা.....

❖ ভিখারীকে <u>ভিক্ষা</u> দাও। - কর্মকারক। কিন্তু-
<u>ভিখারীকে</u> ভিক্ষা দাও। - সম্প্রদান কারক।

***ব্যাখ্যা:** স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে যাকে দান করা হয়, সেই ব্যক্তি সম্প্রদান কারক কিন্তু যা কিছু দান করা হয় তা কর্ম কারক।*

❖ ছাদ থেকে <u>পানি</u> পড়ে - কর্মকারক কিন্তু-
<u>ছাদ থেকে</u> পানি পড়ে - অপাদান কারক

ব্যাখ্যা: যা থেকে কোন কিছু চ্যুত, জাত, গৃহীত, দূরীভূত, আরম্ভ, ভীত ইত্যাদি হয় তা অপাদান কারক কিন্তু যা চ্যুত, জাত, গৃহীত, দূরীভূত ইত্যাদি হয় তা কর্ম কারক। আবার যেখানে সঞ্চিত হয়/থাকে তাকে অধিকরণ কারক বলে।
<u>ছাদে</u> পানি পড়ে। (অধিকরণ)

❖ টাকায় <u>টাকা</u> হয়। - কর্মকারক। কিন্তু-
<u>টাকায়</u> টাকা হয়। - অপাদান কারক।

ব্যাখ্যা: যা থেকে উৎপন্ন তা সম্প্রদান কারক কিন্তু যা উৎপন্ন তা কর্ম কারক।

❖ **পুকুরে <u>মাছ</u> আছে। - কর্মকারক। কিন্তু-**
<u>পুকুরে</u> মাছ আছে। - অধিকরণকারক।

ব্যাখ্যা: যে স্থানে/সময়ে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সে স্থান/সময় অধিকরণকারক কিন্তু সে স্থানে/সময়ে যা সম্পাদিত হয় তা কর্ম কারক।

☛ বিস্তারিত কারক অংশে ☚

❖ তেমাথা= তিন মাথার সমাহার।- দ্বিগু সমাস। কিন্তু-
চৌচালা= চার চাল বিশিষ্ট যা।- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।
তেমনি- তেপায়া, পাঁচহাতি, দশগাজি, দশভূজা, সেতার।

☛ বিস্তারিত সমাস অংশে ☚

❖ ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে- **ধ্বনি**। কিন্তু-
ভাষার মূল উপকরণ হচ্ছে- বাক্য।

❖ **যৌগিক স্বরবর্ণ** - ২ টি। কিন্তু-
যৌগিক স্বরধ্বনি- ২৫ টি।

❖ **পক্ব > পক্ক** - সমীভবন। কিন্তু-
পাকা > পাক্কা - দ্বিত্ব ব্যঞ্জন।

❖ চোর চোর - শব্দের দ্বিরুক্তি। কিন্তু-
তোমার তো দেখছি <u>চোর চোর</u> ভাব।- পদের দ্বিরুক্তি।

❖ **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন- চর্যাপদ। কিন্তু-**
❖ **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- ছড়া।**
❖ **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ- কাব্য।**

❖ দেনা পাওনা (উপন্যাস): শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
❖ দেনা পাওনা (ছোটগল্প): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.facebook.com/tanbir.cox

-:স্পেশাল সিস্টেমে লেখক পরিচিতি:-

বঙ্কিমচন্দ্র স্পেশাল

☑ বাংলা উপন্যাসের জনক- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
☑ **'সাহিত্য সম্রাট'** কার উপাধি- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
☑ বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম- **কমলাকান্ত**।
☑ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান- পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে।
☑ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত পত্রিকার নাম- **বঙ্গদর্শন** (১৮৭২)।
☑ বঙ্কিমচন্দ্র পেশায় ছিলেন- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
☑ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম উপন্যাস- **Rajmohons Wife**।
☑ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস- **দুর্গেশনন্দিনী** (১৮৬৫)।
☑ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস- **কপালকুণ্ডলা** (১৮৬৬)।
☑ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- **ললিতা তথা মানষ** (১৮৫৬)।

❑ **বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত মোট বাংলা উপন্যাস- ১৪ টি:**

উপন্যাসের নাম	প্রকাশ	উপন্যাসের নাম	প্রকাশ
দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫	সীতারাম	১৮৭৫
কপালকুণ্ডলা	১৮৬৬	দেবী-চৌধুরানী	১৮৭৭
মৃণালিনী	১৮৬৯	রজনী	১৮৭৭
বিষবৃক্ষ	১৮৭৩	কৃষ্ণকান্তের উইল	১৮৭৮
ইন্দিরা	১৮৭৩	রাজসিংহ	১৮৮২
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭৪	আনন্দমঠ	১৮৮৪
চন্দ্রশেখর	১৮৭৫	রাধারাণী	১৮৮৬

❀ ***<u>বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাম মনে রাখার কৌশল:</u>***
ঢাকার **<u>ইন্দিরা</u>** রোডে **<u>আনন্দমঠে</u>** প্রত্যেক **<u>রজনী</u>**-তে **<u>যুগলাঙ্গুরীয়</u>** অনুষ্ঠান হয়। যে অনুষ্ঠানে **<u>রাধারাণী</u>** ও **<u>সীতারামের</u>** প্রেমলীলা দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে ইডেন কলেজ থেকে দুইজন সুন্দরী তরুণী **<u>কপালকুণ্ডলা</u>** ও **<u>মৃণালিনী</u>** বেড়াতে আসে আবার ঢা.বি থেকে আসে দুইজন সুদর্শন তরুণ **<u>রাজসিংহ</u>** এবং **<u>চন্দ্রশেখর</u>**। তারা উভয়ই একে অপরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ তৈরি করে। কিন্তু এই সম্বন্ধের মধ্যে **<u>বিষবৃক্ষের</u>** চারা রোপণ করে দেয় **<u>দুর্গেশনন্দিনী</u>**।এই বিষবৃক্ষের চারা কিছুতেই তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে এই বিষবৃক্ষের চারা তুলে ফেলার জন্য একটি উইল করা হয় যার নাম **<u>'কৃষ্ণকান্তের উইল'</u>**। আর এই উইলটি তৈরি করেন **<u>দেবী-চৌধুরানী</u>**।

❑ **প্রবন্ধ গ্রন্থ:** লোকরহস্য, কমলাকান্তের-দপ্তর, কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ সমালোচনা, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, সাম্য।

<u>বিবিধ বঙ্কিমচন্দ্র:</u>
☑ আনন্দমঠ- বঙ্কিমচন্দ্রের **মহাকাব্যিক** উপন্যাস।
☑ **বঙ্কিমের ত্রয়ী উপন্যাস**- আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানী-সীতারাম
☑ **বন্দে মাতরম্‌**- আনন্দমঠ (দেবী দুর্গার নাম নিয়ে কল্পিত পড়া; মাকে বন্দনা করা)।

☑ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'- কপালকুণ্ডলা (এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক ডায়ালগ)।

☑ 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন' উক্তিটি- কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের।

☑ 'বণ্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' উক্তিটি- বঙ্কিমের ছোট ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

☑ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা- রাজা রামমোহন রায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পেশাল

☑ জন্ম- ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে) ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ।

☑ মৃত্যু- ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, বাংলা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ।

☑ ২০১১ সালে পালিত হয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম (১৫০তম) জন্ম বার্ষিকী। (১৫-তে ১৫৪তম)।

☑ 'সার্ধশত' শব্দের বিশ্লেষণ হচ্ছে- স + অর্ধ + শত (সন্ধির নিয়মে); সার্ধ- দেড়।

☐ **রচিত মোট উপন্যাস– ১৩ টি (সার্থক- ১২ টি):**
বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩- প্রথম), রাজর্ষি (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪), করুণা (১৯৬১)।

❋ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাম মনে রাখার কৌশল:
রাজর্ষি তার দুই বোন-কে নিয়ে প্রায়ই বৌ ঠাকুরাণীর হাট-এ বেড়াতে যেত। গোরা ছিল রাজর্ষির বন্ধু। গোরা রাজর্ষির ঐ দুই বোনের সাথে ঘরে বাইরে যোগাযোগ রক্ষা করত। এই নিয়ে সমাজের লোক চতুর্দিকে রঙ্গ (চতুরঙ্গ) করতে থাকে। একদিন গোরার তীরে এসে নৌকা ডুবে যায় (নৌকাডুবি) কারণ গোরা ঐ দুই বোনের এক বোনকে শেষের কবিতা কিনে উপহার দিয়েছিল। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ঐ দুই বোন একে অপরের চোখের বালি হয়ে যায়। অবশেষে গোরা মালঞ্চ ও করুণা-কে নিয়ে নতুন অধ্যায় (চার অধ্যায়) শুরু করে।

▦ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস স্পেশাল–

☑ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম কি?- 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)।

☑ রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কোনটি?-'চোখের বালি'(১৯০৩)।

☑ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস কয়টি? ৩টি (গোরা, ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায়)।

☑ করুণা– রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম উপন্যাস (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৬১ সালে)।

☑ রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যধর্মী এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়- গোরা।

☑ হিন্দিতে অনূদিত প্রথম উপন্যাস- রাজর্ষি।

▦ রবীন্দ্রনাথের রচিত মোট বাংলা কাব্যগ্রন্থ– ৫৬ টি:
কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), চৈতালী (১৯১২), বলাকা (১৯১৫), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষ লেখা (১৯৪১)।

❋ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম মনে রাখার কৌশল:
মানসী, চিত্রা, ক্ষণিকা, শ্যামলী এই চার বান্ধবী সন্ধ্যা বেলায় (সন্ধ্যা সঙ্গীত) চৈতালী হাওয়ায় সোনার তরী-তে ঘুরে বেড়াত। তাদের অন্য বান্ধবীরা পূরবী, কল্পনা, কণিকা, সেঁজুতি প্রভাত বেলায় (প্রভাত সঙ্গীত) খেয়া-য় চড়ে ঘুরে বেড়াত। মানসী তখন গীতাঞ্জলি পড়ত আর কল্পনা তখন পানি থেকে পত্রপুট তুলত। সেঁজুতি তার জন্মদিনে নৌকা ভ্রমণের আয়োজন করে সঙ্গে তার নবজাতক শিশু-টিকেও নেয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে গীতাঞ্জলি। এই কাব্যের শেষে লেখা (শেষ লেখা) আছে বলাকা, বনফুল আর কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্রনাথ শেষ বেলায় রোগশয্যা-য় উপনিত হন। সেখান থেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করেন নি। এই তার কবি কাহিনী।

▦ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ স্পেশাল–

☑ প্রথম প্রকাশিত কাব্য–'বনফুল' (১৮৭৬) [১৫ বছর বয়সে লিখিত]

☑ 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়– ১৮৮০ সালে। (লিখিত ১ম কাব্যগ্রন্থ)

☑ প্রথম কাব্যগ্রন্থাকার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–'কবি কাহিনী' (১৮৭৮)।

☑ রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কবিতা– 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

☑ শেষ কাব্যগ্রন্থ–'শেষ লেখা' (মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ নিজে করে যেতে পারেন নি।

☑ রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান– ১৯১৩ সালে (১ম এশীয় হিসেবে)।

☑ নোবেল পুরস্কার পান–'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজী অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য।

☑ 'Song Offerings' (ইংরেজি গ্রন্থ) –এর ভূমিকা লেখেন এবং সম্পাদনা করেন- ইংরেজ কবি W.B. Yeats.

☑ Song Offerings প্রকাশিত হয়– ১৯১২ সালে লন্ডনে।

☑ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে – ১৫৭ টি কবিতা ও গান আছে।

☑ রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি T. S Eliot-এর Journey of the Magei- এর অনুবাদ।

☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত কবিতা– 'হিন্দু মেলার উপহার' (১৮৭৫)।

☑ আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথ নাম দেন– বিজয়া ('পূরবী' কাব্যটি তাকেই উৎসর্গ করেন)।

www.facebook.com/tanbir.cox

❁ রচিত মোট নাটক- ২৯ টি:

তাসের দেশ (১৩৪০ বাং), রক্তকবরী (১৯২৪), মুকুট (১৩১৫), মুক্তধারা (১৯২২), বসন্ত (১৩২১), চিরকুমার সভা (১৩০৮), রথযাত্রা (১৩০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬), শারদোৎসব (১৩১৫)।

❁ রচিত মোট কাব্যনাট্য- ১৯ টি:

মায়ার খেলা (১৮৮৮), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিসর্জন (১৮৯২), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা, মালিনী।

❁ **প্রহসন**: বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), হাস্য কৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষ রক্ষা (১৯২৮)।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাম মনে রাখার কৌশল:

আমাদের সমাজের কিছু যুবক প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা চিরকাল কুমার থাকার এবং মেয়েদেরকে বিরক্ত করবে। সুতরাং তারা **ডাকঘর**-এ গিয়ে মেয়েদের প্রেমপত্র দিত এবং তাসের ঘরে **(তাসের দেশ)** বসে জুয়া খেলায় মত্ত থাকত। তাদের শখ ছিল **মুক্তধারা**-য় গোসল করা, গভীর রাতে **বাসরী** বাজানো এবং মেয়েদের **রক্তকরবী** ফুল উপহার দেওয়া। কিন্তু **গোড়ায় গলদ** থাকার কারণে একদিন তাদের সাথে **চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, তপতী** ও **ফাল্গুনী**র সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা হতে **পরিত্রাণের** জন্য তারা **রাজা চণ্ডালিকা**-র দরবারে একটি সভা আহবান করা হয় যার নাম **চিরকুমার সভা**। কিন্তু **শারদোৎসবে**-র **বিসর্জন**-এর সময় **বৈকুণ্ঠের খাতা** খুলে দেখা গেল সভাটি **অচলায়তন**-এ পরিণত হয়েছিল।

❑ রবীন্দ্রনাথের নাটক স্পেশাল-

- ◈ রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক কোনটি- **বাল্মীকি প্রতিভা** (১৮৮১)।
- ◈ রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন কি?- **'বসন্ত'** গীতিনাট্যটি।
- ◈ 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক **২টি** অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
- ◈ **'তাসের দেশ'** নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে।
- ◈ **'কালের যাত্রা'** গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন কাকে?- শরৎচন্দ্রকে।
- ◈ 'রক্তকরবী'; 'ডাকঘর' কোন ধরনের নাটক- সাংকেতিক নাটক।
- ◈ 'তাসের দেশ' কোন ধরনের নাটক- রূপক নাটক।
- ◈ **'বসন্ত'** কোন ধরনের নাটক- গীতিনাট্য।
- ◈ **'শ্যামা'** ও **'চণ্ডালিকা'** কোন ধরনের নাটক- নৃত্যনাট্য।
- ◈ **'চিরকুমার সভা'** কোন ধরনের নাটক- কৌতুক নাটক।
- ◈ **রবীন্দ্রনাথ** নিজের লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেছেন।

❑ রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ:

সাহিত্য (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), **শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩)**, ছন্দ (১৯৩৬), **কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১), পঞ্চভূত (১৮৯৭)**।

❁ *রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম মনে রাখার কৌশল:*

রবীন্দ্রনাথ **সাহিত্য** জীবনে **মানুষের ধর্ম** ও **সভ্যতার সঙ্কট** নিয়ে **বিচিত্র প্রবন্ধ** রচনা করেছেন। **পঞ্চভূত** ও **কালান্তর** এদের মধ্য অন্যতম।

▣ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ স্পেশাল:

☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ কোনটি?- **'পঞ্চভূত'** (১৮৯৭)।

☑ **"মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"**- একথা বলেছেন কোন প্রবন্ধে?-'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

⊙ **ছোটগল্প গ্রন্থ:** গল্পগুচ্ছ (চারখণ্ড), গল্পসল্প, তিন সঙ্গী।

⊙ **ভ্রমণ কাহিনী:** রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), য়ুরোপবাসীর পত্র (১৮৮১), জাপান যাত্রী (১৯৩১), পারস্যে (১৯১৯)।

⊙ **জীবন চরিত:** জীবনস্মৃতি (১৯১২), আমার ছেলেবেলা (১৯৪০), চরিত্রপূজা (১৯০৭), বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব।

⊙ **সম্পাদিত পত্রিকা:** সাধনা (১৮৯৪), ভারতী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী।

⊙ **গানের সংকলন:** গীতবিতান।

বিবিধ রবীন্দ্রনাথ:

☑ 'ছিন্নপত্রের' অধিকাংশ চিঠি লেখা- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।

☑ **'আমার সোনার বাংলা'** গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়- **'বঙ্গদর্শন'** পত্রিকায় (১৯০৫) সালে।

☑ কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির বাজানো হয় কত পংক্তি- ৪টি পঙ্ক্তি।

☑ 'আমার সোনার বাংলা' গানটির ইংরেজি অনুবাদকের নাম কি?- সৈয়দ আলী আহসান।

☑ বি.বি.সি'র জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান- দ্বিতীয়
(নজরুল-৩য়, রোকেয়া-৬ষ্ঠ, বিদ্যাসাগর-৮ম)।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন- ২ বার (১৮৯৮, ১৯২৬)।

☑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রচনা করেন- **'বাসন্তিকা'** গীতি কবিতাটি (**এই কথাটি মনে রেখ**-১ম পঙ্ক্তি)।

☑ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক **'নাইটহুড'** বা 'স্যার' উপাধি লাভ করেন- **১৯১৫** সালে (ত্যাগ- **১৯১৯** সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে)।

☑ রবীন্দ্রনাথের **ছদ্মনাম- ভানুসিংহ ঠাকুর**, দিকশূন্য ভট্টাচার্য্য, অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াশী।

☑ ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর লেখা গ্রন্থের নাম- **শব্দতত্ত্ব**

:রবীন্দ্রনাথের প্রথম:

প্রথম কবিতা	হিন্দু মেলার উপহার (১৮৭৫)
প্রথম প্রকাশিত কাব্য	বনফুল (১৮৭৬)
প্রথম গ্রন্থাকারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	কবি-কাহিনী (১৮৭৮)
প্রথম লিখিত কিন্তু ২য় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	বনফুল (১৮৮০)
প্রথম উপন্যাস	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)
প্রথম নাটক	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)
প্রথম গল্প	ভিখারিণী (১৮৭৪)
প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ	পঞ্চভূত (১৮৯৭)
প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা	সাধনা (১৮৯৪)

☑ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'- কপালকুণ্ডলা (এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক ডায়ালগ)।

☑ **'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন'** উক্তিটি- কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের।

☑ **'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'** উক্তিটি- বঙ্কিমের ছোট ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

☑ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা- রাজা রামমোহন রায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পেশাল

☑ জন্ম- ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে) ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ।

☑ মৃত্যু- ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, বাংলা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ।

☑ ২০১১ সালে পালিত হয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম (১৫০তম) জন্ম বার্ষিকী। (১৫-তে ১৫৪তম)।

☑ **'সার্ধশত'** শব্দের বিশ্লেষণ হচ্ছে- স + অর্ধ + শত (সন্ধির নিয়মে); সার্ধ- দেড়।

☐ <u>রচিত মোট উপন্যাস</u>– ১৩ টি (সার্থক- ১২ টি):

বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩- **প্রথম**), রাজর্ষি (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪), করুণা (১৯৬১)।

❁ *<u>রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাম মনে রাখার কৌশল:</u>*

<u>রাজর্ষি</u> তার <u>দুই বোন</u>-কে নিয়ে প্রায়ই <u>বৌ ঠাকুরানীর হাট</u>-এ বেড়াতে যেত। <u>গোরা</u> ছিল রাজর্ষির বন্ধু। গোরা রাজর্ষির ঐ দুই বোনের সাথে <u>ঘরে বাইরে</u> <u>যোগাযোগ</u> রক্ষা করত। এই নিয়ে সমাজের লোক চতুর্দিকে রঙ্গ <u>(চতুরঙ্গ)</u> করতে থাকে। একদিন গোরার তীরে এসে নৌকা ডুবে যায় <u>(নৌকাডুবি)</u> কারণ গোরা ঐ দুই বোনের এক বোনকে <u>শেষের কবিতা</u> কিনে উপহার দিয়েছিল। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ঐ দুই বোন একে অপরের <u>চোখের বালি</u> হয়ে যায়। অবশেষে গোরা <u>মালঞ্চ</u> ও <u>করুণা</u>-কে নিয়ে নতুন অধ্যায় <u>(চার অধ্যায়)</u> শুরু করে।

<u>রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস স্পেশাল–</u>

☑ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম কি?- **'বৌ ঠাকুরানীর হাট'** (১৮৮৩)।

☑ রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কোনটি?-**'চোখের বালি'**(১৯০৩)।

☑ রবীন্দ্রনাথের **রাজনৈতিক উপন্যাস** কয়টি? ৩টি (গোরা, ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায়)।

☑ **করুণা**– রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম উপন্যাস (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৬১ সালে)।

☑ রবীন্দ্রনাথের **মহাকাব্যধর্মী** এবং **শ্রেষ্ঠ** উপন্যাস বলা হয়– গোরা।

☑ হিন্দিতে অনূদিত প্রথম উপন্যাস- রাজর্ষি।

<u>রবীন্দ্রনাথের রচিত মোট বাংলা কাব্যগ্রন্থ– ৫৬ টি:</u>

কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), চৈতালী (১৯১২), বলাকা (১৯১৫), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষ লেখা (১৯৪১)।

❁ *<u>রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম মনে রাখার কৌশল:</u>*

<u>মানসী</u>, <u>চিত্রা</u>, <u>ক্ষণিকা</u>, <u>শ্যামলী</u> এই চার বান্ধবী সন্ধ্যা বেলায় <u>(সন্ধ্যা সঙ্গীত)</u> <u>চৈতালী</u> হাওয়ায় <u>সোনার তরী</u>-তে ঘুরে বেড়াত। তাদের অন্য বান্ধবীরা <u>পূরবী</u>, <u>কল্পনা</u>, <u>কণিকা</u>, <u>সেঁজুতি</u> প্রভাত বেলায় <u>(প্রভাত সঙ্গীত)</u> <u>খেয়া</u>-য় চড়ে ঘুরে বেড়াত। মানসী তখন <u>গীতাঞ্জলি</u> পড়ত আর কল্পনা তখন পানি থেকে <u>পত্রপুট</u> তুলত। সেঁজুতি তার <u>জন্মদিনে</u> নৌকা ভ্রমণের আয়োজন করে সঙ্গে তার <u>নবজাতক শিশু</u>-টিকেও নেয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে গীতাঞ্জলি। এই কাব্যের শেষে লেখা <u>(শেষ লেখা)</u> আছে <u>বলাকা</u>, <u>বনফুল</u> আর <u>কড়ি ও কোমল</u>। রবীন্দ্রনাথ শেষ বেলায় <u>রোগশয্যা</u>-য় উপনিত হন। সেখান থেকে তিনি আর <u>আরোগ্য</u> লাভ করেন নি। এই তার <u>কবি কাহিনী</u>।

<u>রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ স্পেশাল–</u>

☑ প্রথম প্রকাশিত কাব্য–**'বনফুল'** (১৮৭৬) [১৫ বছর বয়সে লিখিত]

☑ **'বনফুল'** কাব্যগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়– ১৮৮০ সালে। (লিখিত ১ম কাব্যগ্রন্থ)

☑ প্রথম কাব্যগ্রন্থাকার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–**'কবি কাহিনী'** (১৮৭৮)।

☑ রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কবিতা– **'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'**।

☑ শেষ কাব্যগ্রন্থ–**'শেষ লেখা'** (মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ নিজে করে যেতে পারেন নি।

☑ রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান– ১৯১৩ সালে (১ম এশীয় হিসেবে)।

☑ নোবেল পুরস্কার পান–'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজী অনুবাদ **'Song Offerings'**-এর জন্য।

☑ 'Song Offerings' (ইংরেজি গ্রন্থ) –এর ভূমিকা লেখেন এবং সম্পাদনা করেন- ইংরেজ কবি W.B. Yeats.

☑ **Song Offerings** প্রকাশিত হয়– ১৯১২ সালে লন্ডনে।

☑ **'গীতাঞ্জলি'** কাব্যগ্রন্থে – ১৫৭ টি কবিতা ও গান আছে।

☑ রবীন্দ্রনাথের **'তীর্থযাত্রী'** কবিতাটি T. S Eliot-এর Journey of the Magei- এর অনুবাদ।

☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত কবিতা– 'হিন্দু মেলার উপহার' (১৮৭৫)।

☑ আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথ নাম দেন– বিজয়া ('পূরবী' কাব্যটি তাকেই উৎসর্গ করেন)।

❁ রচিত মোট নাটক– ২৯ টি:
তাসের দেশ (১৩৪০ বাং), রক্তকবরী (১৯২৪), মুকুট (১৩১৫), মুক্তধারা (১৯২২), বসন্ত (১৩২১), চিরকুমার সভা (১৩০৮), রথযাত্রা (১৩০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬), শারদোৎসব (১৩১৫)।

❁ রচিত মোট কাব্যনাট্য– ১৯ টি:
মায়ার খেলা (১৮৮৮), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিসর্জন (১৮৯২), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা, মালিনী।

❁ প্রহসন: বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), হাস্য কৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষ রক্ষা (১৯২৮)।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাম মনে রাখার কৌশল:
আমাদের সমাজের কিছু যুবক প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা চিরকাল কুমার থাকার এবং মেয়েদেরকে বিরক্ত করবে। সুতরাং তারা ডাকঘর-এ গিয়ে মেয়েদের প্রেমপত্র দিত এবং তাসের ঘরে (তাসের দেশ) বসে জুয়া খেলায় মত্ত থাকত। তাদের শখ ছিল মুক্তধারা-য় গোসল করা, গভীর রাতে বাঁসরী বাজানো এবং মেয়েদের রক্তকরবী ফুল উপহার দেওয়া। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকার কারণে একদিন তাদের সাথে চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, তপতী ও ফাল্গুনীর সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা হতে পরিত্রাণের জন্য তারা রাজা চণ্ডালিকা-র দরবারে একটি সভা আহবান করা হয় যার নাম চিরকুমার সভা। কিন্তু শারদোৎসবে-র বিসর্জন-এর সময় বৈকুণ্ঠের খাতা খুলে দেখা গেল সভাটি অচলায়তন-এ পরিণত হয়েছিল।

❑ রবীন্দ্রনাথের নাটক স্পেশাল–
- ◈ রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক কোনটি- **বাল্মীকি প্রতিভা** (১৮৮১)।
- ◈ রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন কি?- '**বসন্ত**' গীতিনাট্যটি।
- ◈ 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক ২টি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
- ◈ 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে।
- ◈ 'কালের যাত্রা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন কাকে?- শরৎচন্দ্রকে।
- ◈ 'রক্তকরবী'; 'ডাকঘর' কোন ধরনের নাটক- সাংকেতিক নাটক।
- ◈ 'তাসের দেশ' কোন ধরনের নাটক- রূপক নাটক।
- ◈ 'বসন্ত' কোন ধরনের নাটক- গীতিনাট্য।
- ◈ 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' কোন ধরনের নাটক- নৃত্যনাট্য।
- ◈ 'চিরকুমার সভা' কোন ধরনের নাটক- কৌতুক নাটক।
- ◈ রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেছেন।

❑ রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ:
সাহিত্য (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১), পঞ্চভূত (১৮৯৭)।

❁ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম মনে রাখার কৌশল:
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জীবনে মানুষের ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্কট নিয়ে বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পঞ্চভূত ও কালান্তর এদের মধ্য অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ স্পেশাল:
- ☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ কোনটি?- '**পঞ্চভূত**' (১৮৯৭)।
- ☑ "**মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ**"- একথা বলেছেন কোন প্রবন্ধে?-'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

⊙ ছোটগল্প গ্রন্থ: গল্পগুচ্ছ (চারখণ্ড), গল্পসল্প, তিন সঙ্গী।
⊙ ভ্রমণ কাহিনী: রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), য়ুরোপবাসীর পত্র (১৮৮১), জাপান যাত্রী (১৯৩১), পারস্যে (১৯১৯)।
⊙ জীবন চরিত: জীবনস্মৃতি (১৯১২), আমার ছেলেবেলা (১৯৪০), চরিত্রপূজা (১৯০৭), বিদ্যাসাগর চরিত, বুদ্ধদেব।
⊙ সম্পাদিত পত্রিকা: সাধনা (১৮৯৪), ভারতী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী।
⊙ গানের সংকলন: গীতবিতান।

বিবিধ রবীন্দ্রনাথ:
- ☑ 'ছিন্নপত্রের' অধিকাংশ চিঠি লেখা- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।
- ☑ '**আমার সোনার বাংলা**' গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়- '**বঙ্গদর্শন**' পত্রিকায় (১৯০৫) সালে।
- ☑ কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির বাজানো হয় কত পংক্তি- ৪টি পঙক্তি।
- ☑ 'আমার সোনার বাংলা' গানটির ইংরেজি অনুবাদকের নাম কি?– সৈয়দ আলী আহসান।
- ☑ বি.বি.সি'র জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান- দ্বিতীয় (নজরুল-৩য়, রোকেয়া-৬ষ্ঠ, বিদ্যাসাগর-৮ম)।
- ☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন- ২ বার (১৮৯৮, ১৯২৬)।
- ☑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রচনা করেন- '**বাসন্তিকা**' গীতি কবিতাটি (**এই কথাটি মনে রেখ-১ম পঙক্তি**)।
- ☑ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক '**নাইটহুড**' বা 'স্যার' উপাধি লাভ করেন- ১৯১৫ সালে (ত্যাগ- ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে)।
- ☑ রবীন্দ্রনাথের **ছদ্মনাম- ভানুসিংহ ঠাকুর**, দিকশূন্য ভট্টাচার্য্য, অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াশী।
- ☑ ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর লেখা গ্রন্থের নাম- **শব্দতত্ত্ব**।

:রবীন্দ্রনাথের প্রথম:

প্রথম কবিতা	হিন্দু মেলার উপহার (১৮৭৫)
প্রথম প্রকাশিত কাব্য	বনফুল (১৮৭৬)
প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	কবি-কাহিনী (১৮৭৮)
প্রথম লিখিত কিন্তু ২য় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	বনফুল (১৮৮০)
প্রথম উপন্যাস	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)
প্রথম নাটক	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)
প্রথম গল্প	ভিখারিণী (১৮৭৪)
প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ	পঞ্চভূত (১৮৯৭)
প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা	সাধনা (১৮৯৪)

☑ 'বিশ্বকবি' বিশেষণটি প্রথম ব্যবহার করেন- ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

☑ রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয় করেন- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরেরর **'এমন কর্ম আর করব না'** নাটকে।

☑ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম **ইতালিয়** ভাষায় অনুবাদ করেন- **ফাদার মারিনো রিগান**।

☑ চেস্টারটনের গল্প শুনে ব্রজবুলি ঢঙে রচিত রবীন্দ্রকাব্য- **ভানুসিংহের পদাবলী**।

☑ ফরাসি দার্শনিক **বার্গসের তত্ত্বপ্রয়োগে রচিত** রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ- **বলাকা**।

☑ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উল্লেখ আছে- ১০৮টি গাছ ও ফুলের নাম।

-:রবীন্দ্রনাথ রচিত সাহিত্যকর্ম সংখ্যা:-

ধরন	সংখ্যা	ধরন	সংখ্যা
কাব্যগ্রন্থ	৫৬টি	ভ্রমণ কাহিনী	৯টি
উপন্যাস	১২টি	চিঠিপত্রের বই	১৩টি
ছোটগল্প	১১৯টি	গানের সংখ্যা	২২৩২টি
নাটক	২৯টি	গীতি পুস্তক	৪টি
কাব্যনাট্য	১৯টি	অঙ্কিত চিত্রাবলী	২০০০টি(প্রায়)

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি দেওয়া হয়–১৯৩৬ সালে।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি দেওয়া হয়–১৯৪০ সালে।

☑ রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে **'শান্তি নিকেতন'** নামক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন– ১৯০১ সালে।

☑ রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন– ১৯৩০ সালে।

☑ শান্তি নিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি হয়ে যায়– ২৫ মার্চ ২০০৪।

নজরুল স্পেশাল

☑ জন্ম-	**১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে (পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমারের চুরুলিয়া গ্রামে); ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ।**
☑ মৃত্যু-	**১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২শে ভাদ্র।**

☑ **২০১৫ সালে ১১৬ তম জন্ম বার্ষিকী।**

☑ ডাকনাম/ বাল্যনাম– দুখু মিয়া।

☑ ছদ্মনাম– ধূমকেতু, ব্যাঙাচি।

☑ নজরুল প্রথম বাংলাদেশে আসে– ১৯২৬ সালে।

☑ **নজরুলকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়–১৯৭২ সালে (একুশে পদক ও নাগরিকত্ব লাভ-১৯৭৬ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি ও জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ-১৯৭৪; জগত্তারিনী স্বর্ণপদক লাভ- ১৯৪৫)।**

☑ কারাবরণ করেন–**'মায়া ভুখা হু'** প্রবন্ধ ও **'আনন্দময়ীর আগমনে'** কবিতা লিখে।

নজরুলের কাব্যগ্রন্থ:

অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পূবের হাওয়া, সাম্যবাদী, চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা, ঝিঙেফুল (১৯২৬), ফণিমনসা, সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), জিঞ্জির (১৯২৮), সন্ধ্যা, চক্রবাক (১৯৩০), নতুন চাঁদ(১৯৪৫), সঞ্চয়ন (১৯৫৫), মরুভাস্কর(১৯৫৭), শেষ সওগাত(১৯৫৮), ঝড়।

নজরুলের কাব্যগ্রন্থের নাম মনে রাখার কৌশল ঃ

সিন্ধু এবং চিত্ত (**সিন্ধু হিন্দোল, চিত্তনামা**) এই দুই বন্ধু ছিল **সর্বহারা**। কারণ শিখার প্রলয়ে (**প্রলয় শিখা**) তাদের হৃদয়ের **জিঞ্জির** পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সেই থেকে তারা **ছায়ানট**-এ বসে **পুবের হাওয়া**-য় বীণা ও বাঁশির (**অগ্নিবীণা, বিশের বাঁশি**) সাহায্যে তারা (**সঙ্গীত, সন্ধ্যার**) আয়োজন করে। ঐ অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় (**চক্রবাক**)। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কিছু তরুণী শিল্পীদের গান ভালো লাগার কারণে তাদের **ঝিঙেফুল**, **দোলনচাঁপা**, **ফণীমনসা** এবং **নতুন চাঁদ** উপহার (**সওগাত**) দেয়। অবশেষে **ভাঙার গান**-র মাধ্যমে তাদের গানের আসর শেষ হয়।

নজরুলের নাটকঃ আলেয়া (১৯৩১), পুতুলের বিয়ে, ঝিলিমিলি (১৯৩০), মধুমালা (১৯৫১)।

মনে রাখার কৌশল:

আলেয়া ও **মধুমালা পুতুলের বিয়ে**-তে **ঝিলিমিলি** রঙের শাড়ি পরে গেল।

নজরুলের উপন্যাস: বাঁধন হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)।

মনে রাখার কৌশল: **বাঁধন হারা** নজরুল নার্গিসের **কুহেলিকা**-য় পড়ে **মৃত্যুক্ষুধা**-য় ছটফট করত।

নজরুলের গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলী মালা (১৯৩১)।

মনে রাখার কৌশল:

নার্গিসের **ব্যথার দান শিউলিমালা রিক্তের বেদন**-এর সাথে নজরুলের হাতে তুলে দিয়েছিল।

নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ: যুগবাণী (১৯২২), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), ধূমকেতু (১৯২৭)।

মনে রাখার কৌশল: **রুদ্রমঙ্গল** নামে এক **রাজবন্দীর জবানবন্দী 'ধূমকেতু'** পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা **দুর্দিনের যাত্রী**-দের কাছে **যুগবাণী**-তে পরিণত হয়।

নজরুলের গান ও স্বরলিপি: বুলবুল, চন্দ্রবিন্দু, চোখের চাতক, বনগীতি, গানের মালা, গুলবাগিচা, গীতি শতদল, নজরুল স্বরলিপি, নজরুল গীতিকা, সুরচাকী, সুর মুকুল, সুরলিপি।

❁ *মনে রাখার কৌশল:* বুলবুল গুলবাগিচা-র কণ্ঠে 'নজরুল গীতিকা'র 'গীতিশতদল' অংশের স্বরলিপি-সুরলিপি-সুরমুকুল শুনে এবং তার চন্দ্রবিন্দু-র মতো চোখের চাতকীতে (চাতক) সুর চাকী-র মতো অম্লান হয়ে গেল। তাই বুলবুলও তাকে বনগীতি-র গানের মালা উপহার দেয়।

নজরুলের সম্পাদিত পত্রিকা: ধূমকেতু (১৯২২), লাঙল (১৯২৫), গণবাণী, নবযুগ।

❁ *মনে রাখার কৌশল:* 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের গণবাণী লাঙল-এর ফালের মতো ধারালো এবং ধূমকেতু-র মতো ধাবমান।

নজরুলের নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ (৬টি):-বিষের বাঁশী (১ম)> ভাঙার গান> প্রলয় শিখা> চন্দ্রবিন্দু> যুগবাণী> রুদ্রমঙ্গল।

❁ *মনে রাখার কৌশল:*

রুদ্রমঙ্গল বিষের বাঁশী বাজিয়ে ভাঙার গান গেয়ে শিখার প্রলয়কে (প্রলয় শিখা) তুচ্ছ চন্দ্রবিন্দু-তে পরিণত করে। অতঃপর শিখাধর্মী নারীদের থেকে দূরে থাকার জন্য সে বাণী (যুগবাণী) দেয়।

নজরুলের প্রথম

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত লেখা-	বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী (১৩২৬)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা-	মুক্তি (১৩২৬)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-	অগ্নিবীণা (১৯২২)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গল্পগ্রন্থ-	ব্যথার দান (১৯২২)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প-	হেনা
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ-	যুগবাণী (১৯২২)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ-	তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা (১৩২৬)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস-	বাঁধন হারা (১৯২৭)
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত নাটক-	ঝিলিমিলি (১৯৩০)

বিবিধ নজরুল

☑ 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার নাম- **প্রলয়োল্লাস**।

☑ **'বিদ্রোহী'** (১৯২১) কবিতাটি অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং ১৩২৮ সালে 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

☑ কারাবরণ করেন- **'মায়া ভুখা হু'** প্রবন্ধ ও **'আনন্দময়ীর আগমনে'** কবিতা লিখে।

☑ **স্ত্রীর নাম- প্রমীলা দেবী**-নজরুলের দেওয়া ('আশালতা সেনগুপ্ত'-প্রকৃত নাম। ডাক নাম- দুলি)।

☑ কারাগারে বসে লেখা- নজরুলের একমাত্র গ্রন্থ **'রাজবন্দীর জবানবন্দী'** প্রবন্ধ।

☑ **'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেন-** বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী)।

☑ আমাদের দেশে রণ সঙ্গীত (চল্ চল্ চল্)- এর রচয়িতা নজরুল ইসলাম এটি **'সন্ধ্যা'** কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত; প্রথম প্রকাশিত হয় 'শিখা' পত্রিকায় (১৯২৮)। এবং লাইন সংখ্যা- ২১।

☑ নজরুলের অভিনীত একমাত্র চলচ্চিত্র- **ধ্রুব** (নারদের ভূমিকায়)।

☑ নজরুলের কাব্য সংকলন- **সঞ্চিতা** (রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ)।

☑ রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংকলন- **'সঞ্চয়িতা'**।

☑ রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন- **'বসন্ত'** গীতিনাট্যটি।

☑ নজরুল চিরনিদ্রায় শায়িত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে।

শরৎচন্দ্র স্পেশাল

☑ শরৎচন্দ্রের উপাধি- **অপরাজেয় কথাশিল্পী**।

☑ ছদ্মনাম- **অনিলা দেবী**, ন্যাড়া, শ্রীকান্ত।

☑ শরৎচন্দ্র 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে রচনা করেছেন- 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধগ্রন্থটি।

☑ **পুরস্কার:** (১) কুন্তলীন- ১৯০৩ ('মন্দির' গল্পের জন্য)
(২) জগত্তারিনী স্বর্ণপদক- ১৯২৩
(৩) ডি.লিট (ঢা.বি থেকে)- ১৯৩৬

☑ **"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়"** -উক্তিটি শ্রীকান্ত উপন্যাসের।

☑ **শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস- 'পথের দাবী'- ১৯২৬** তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

☑ আত্মজৈবনিক উপন্যাস- **শ্রীকান্ত** (৪ খণ্ড)।

☑ শরৎচন্দ্র অসমাপ্ত রেখে মারা যান- 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি।

☑ শরৎচন্দ্র মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ করেন- ২৪ বছর বয়সে।

☑ শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস- **'বড়দিদি'** ১৯০৭।

☑ শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা- **'মন্দির'** (ছোটগল্প)।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসঃ

বড়দিদি (১৯০৭), পল্লী সমাজ (১৯১৬), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), দেনাপাওনা (১৯২৩), গৃহদাহ (১৯২০), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পরিনীতা, মেজদিদি (১৯১৫), কাশীনাথ (১৯১৭), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১)।

❁ *মনে রাখার কৌশল:*

শ্রীকান্ত ও দেবদাস এক পল্লী সমাজের পণ্ডিত মশাই ছিলেন। শ্রীকান্তের ছাত্রের নাম ছিল চন্দ্রনাথ এবং দেবদাসের ছাত্রের নাম বিপ্রদাস। শ্রীকান্ত চন্দ্রনাথের বড়দিদিকে বিয়ে করে আর বিপ্রদাসের বোন দত্তা পরিণীতা হয় দেবদাসের। দত্তা ছিল বামুনের মেয়ে। শ্রীকান্তের সংসারে চন্দ্রনাথের বড় দিদি সুখী বউ হিসেবে বিরাজ করে (বিরাজ বৌ)। কিন্তু দত্তার দাম্পত্য জীবন শুভ (শুভদা) হয় নি। কারণ দেবদাস চরিত্রহীন হওয়ায় তাদের সংসারে গৃহদাহ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে দেবদাস দত্তার সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাকে নিস্কৃতি দেয়। দত্তা তখন

অসহায়ভাবে পথে বেরিয়ে পড়ে। সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে শেষ দাবি (**পথের দাবি**) ও **শেষ প্রশ্ন** রেখে যায়।

১) এই কি **পুরুষের পরিচয়?**
২) এই কি সমাজের **নব-বিধান?**

শরৎচন্দ্রের গল্প:
মন্দির, বিলাসী, মহেশ, একাদশী, অনুরাধা, বিন্দুর ছেলে, ছবি, মেজদিদি, কাশীনাথ, স্বামী।

❁ ***মনে রাখার কৌশল:***
বিলাসীর মেঝদিদি বিন্দু (বিন্দুর ছেলে) ও অনুরাধা ছিল এক একাদশী সতী। তাই **হরীলক্ষী** সমাজের দুষ্ট **কাশিনাথ**-এর হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য **মন্দির**-এ পূজা করত। আর ঐ মন্দিরে ঝুলানো ছিল দেবতা **মহেশ**-এর **ছবি**।

প্রমথ চৌধুরী স্পেশাল

- বাংলা গদ্য সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক– প্রমথ চৌধুরী।
- চলিত রীতির প্রমথ গদ্যরচনা– বীরবলের হালখাতা।
- প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম– **বীরবল**।
- প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত পত্রিকা– সবুজপত্র-১৯১৪ এবং বিশ্বভারতী।
- প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ ছোটগল্পে লেখকের নাম– নীললোহিত।
- বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তক হিসেবে খ্যাত– প্রমথ চৌধুরী।
- 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালিই পড়ে'–প্রমথ চৌধুরীর উক্তি।
- **"সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত", "ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়"**– প্রমথ চৌধুরীর উক্তি।
- প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ বাংলার প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা **'ইন্দিরা দেবী'**।
- প্রমথ চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'** লাভ করেন– ১৯৩৮ সালে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগ্রন্থ:
তেল নুন লাকড়ী (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা (১৯২৬), নানা চর্চা (১৯৩২)।

❁ ***মনে রাখার কৌশল:***
বীরবলের দোকানে প্রতিবছর হালখাতা (**বীরবলের হালখাতা**) উৎযাপন হতো। এই সময় বীরবল **তেল-নুন-লাকড়ি** দিয়ে **নানা কথা** তৈরি করত যার **নানা চর্চা**ও হতো। কিন্তু যে বার রায়ত (**রায়তের কথা**) তার সঙ্গীদের নিয়ে এই হালখাতায় হামলা করে তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ:
চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), গল্প সংগ্রহ (১৯৪১), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত, ঘোষালের ত্রিকথা, অনুকথা সপ্তক।

www.facebook.com/tanbir.cox

❁ ***মনে রাখার কৌশল:***
একবার ঘোষাল বাবু তার বাড়িতে তার ইয়ারী (**চার ইয়ারী কথা**) **নীললোহিত** বাবুকে আহূত (**আহুতি**) করেন: ত্রিকথা (**ঘোষালের ত্রিকথা**) ও **অনুকথা সপ্তক** অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে নীললোহিত বাবু সব কথাকেই **গল্প সংগ্রহ**-এর অন্তর্ভূক্ত করেন।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ: সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।

❁ ***মনে রাখার কৌশল:*** প্রমথ চৌধুরীর **'সনেট পঞ্চাশৎ'** কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্য-জগতে **পদচারণ** ঘটে।

বেগম রোকেয়া স্পেশাল

- বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত– বেগম রোকেয়া।
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন-১৯১৬ তে
- বেগম রোকেয়ার রচিত প্রথম গ্রন্থ– মতিচূর (২ খণ্ডের প্রবন্ধগ্রন্থ- ১৯০৪, ১৯২২)।
- বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ– অবরোধবাসিনী (১৯৩১)।
- বেগম রোকেয়ার রচিত উপন্যাসের নাম– পদ্মরাগ (১৯২৪)।
- রোকেয়া দিবস– ৯ ডিসেম্বর।
- বেগম রোকেয়ার লেখা প্রকাশিত হত– **'মিসেস আর. এস হোসেন'** নামে।
- বেগম রোকেয়া কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন– ১৯২১ সালে।

বেগম রোকেয়ার রচিত গ্রন্থ:
সুলতানার স্বপ্ন, Sultana's Dream, ডিলিসিয়া হত্যা, অবরোধবাসিনী, মতিচূর, পদ্মরাগ।

❁ ***মনে রাখার কৌশল:*** সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream) ডিলিসিয়াকে হত্যা করে অবরোধবাসিনী হওয়া এবং মতিচূরের পদ্মরাগকে লাভ করা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্পেশাল

- বাংলা ছোটগল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ– **'লালসালু'** (১৯৪৮)-উপন্যাস।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম– **'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'**।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ– **'নয়নচারা'** (১৯৫১)।
- 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের নাম– **'Tree Without Roots'** (১৯৬৭)।
- 'লালসালু' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদের নাম– **'ল্য অরবরে সামস মায়েমেঁ'** (১৯৬১)।
- 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদকের নাম– অ্যান মেরি (ওয়ালীউল্লাহর স্ত্রী)।

✠ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন– ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর প্যারিসে (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত গ্রন্থ:

নাটক: বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গ ভঙ্গ (১৯৬৫), সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।

উপন্যাস: লাল সালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো।

গল্পগ্রন্থ: নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর (১৯৬৫), দুই তীর ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ (১৯৬৫)।

✽ ***মনে রাখার কৌশল:*** সুড়ঙ্গ-এ তরঙ্গভঙ্গ-র পর এক বহিপীর এক চাঁদের অমাবস্যা-য় লালসালু গায়ে দিয়ে কাঁদো নদী কাঁদো-র দুই তীর-এ দুইটি নয়ন চারা রোপন করেন।

বি:দ্র: প্রথম ৩টি নাটক, পরের ৩টি উপন্যাস এবং পরের ২টি গল্পগ্রন্থ।

জহির রায়হান স্পেশাল

✠ জহির রায়হানের প্রকৃত নাম– মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

✠ জহির রায়হানের রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম– 'সূর্যগ্রহণ'-১৯৫৪ (গল্পগ্রন্থ)।

✠ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস– 'আরেক ফাল্গুন' (১৩৭৫)।

✠ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার– জহির রায়হান।

✠ জহির রায়হান পরিচালিত প্রথম ছবি– 'কখনো আসে নি' (১৯৬১)।

✠ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম প্রামাণ্যচিত্র– 'Stop Genocide'।

✠ জহির রায়হান নিখোঁজ হন– ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি (ধারণা করা হয় তিনি শহীদ হয়েছেন)।

✠ জহির রায়হানকে খুঁজতে এসে শহীদ হন– শহীদুল্লাহ কায়সার ('সংশপ্তক' উপন্যাসের লেখক)।

✠ জহির রায়হান সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

উপন্যাস: তৃষ্ণা (১৩৬২), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কত দিন (১৩৭৭), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।

✽ ***মনে রাখার কৌশল:*** ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তুমি এক ফাল্গুনে (আরেক ফাল্গুন) বলেছিলে তোমার জন্য বরফ গলা নদী-র ধারে বসে অপেক্ষা করতে। আমি হাজার বছর ধরে কয়েকটি মৃত্যু পার করে দিয়ে এই নদীর ধারে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়। তবু আমার তৃষ্ণা মেটে নি। ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য আর কতো দিন অপেক্ষা করতে হবে?

প্রামাণ্যচিত্র: স্টপ জেনোসাইড, লেট দেয়ার বি লাইট।

গল্পগ্রন্থ: সূর্যগ্রহণ, জহির রায়হান রচনাবলী।

চলচ্চিত্র: কখনো আসে নি (১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সঙ্গম (১৯৬৪-প্রথম বাংলা রঙিন চলচ্চিত্র), বাহানা(১৯৬৫), বেহুলা(১৯৬৬), আনোয়ারা(১৯৬৭), জীবন থেকে নেওয়া (১৯৭০)।

-:হুমায়ূন আহমেদ স্পেশাল:-

☛ জন্ম: ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।

☛ মৃত্যু: ১৯ জুলাই ২০১৩ যুক্তরাষ্ট্রে।

☛ ছদ্মনাম: মমতাজ আহমেদ শিখু (এই নামে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় লিখতেন)।

☛ প্রথম উপন্যাস: শঙ্খনীল কারাগার।

☛ প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: নন্দিত নরকে।

☛ আত্মজৈবনিক উপন্যাস: বলপয়েন্ট।

☛ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: জোছনা ও জননীর গল্প।

☛ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র: আগুনের পরশমণি।

☛ রাজনৈতিক উপন্যাস: দেয়াল।

☛ সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র: বাকের ভাই (কোথাও কেউ নেই)।

☛ লজিক ও এন্টি লজিক চরিত্র: মিসির আলী ও হিমু।

■ **রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস:** নন্দিত নরকে, নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, দূরে কোথাও, এইসব দিনরাত্রি, নিশিকাব্য, দুই দুয়ারী, আগুনের পরশমণি, দারুচিনি দ্বীপ, অচিনপুর, শ্যামল ছায়া, শ্রাবণ মেঘের দিন, শঙ্খনীল কারাগার, নির্বাসন, জোছনা ও জননীর গল্প।

■ ***হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসের নামমনে রাখার সিস্টেম:*** শ্রাবণ মেঘের (শ্রাবণ মেঘের দিন) শ্যামল ছায়া-য় অচিনপুর-এর দারুচিনি দ্বীপ-এ জননী (জোছনা ও জননীর গল্প) কে নিয়ে দিনরাত্রি (এইসব দিনরাত্রি) নিশিকাব্য পড়ে সময় কেটে যাচ্ছিল। দুয়ারেই (দুই দুয়ারী) ছিল পরশমণি (আগুনের পরশমণি)। দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু প্রিয়তমা (প্রিয়তমেষু) অপরাজিতার (নীল অপরাজিতা) ষড়যন্ত্রে আজ নন্দিত নরকে-র শঙ্খনীল কারাগার-এ নির্বাসিত (নির্বাসন) জীবন কাটাতে হচ্ছে।

■ **রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক:** কোথাও কেউ নেই, বহুব্রীহি, অয়োময়।

■ **পরিচালিত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র:** আগুনের পরশমণি, দুই দুয়ারী, শ্রাবণ মেঘের দিন, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, আমার আছে জল।

■ **পুরস্কার:** লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), একুশে পদক (১৯৯৪), শেলটেক পুরস্কার (২০০৭)।

আবুজাফর শামসুদ্দীন স্পেশাল

✡ আবুজাফর শামসুদ্দীনের জন্ম ১৯১৯ সালে ঢাকা জেলার কালিগঞ্জে। তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন এবং সাংবাদিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

✡ আবুজাফর শামসুদ্দীনের আলোচিত উপন্যাস– 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩)।

www.facebook.com/tanbir.cox

✡ ত্রয়ী উপন্যাস– 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান'> 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'> 'সংকর সংকীর্তন'>।

✡ আবুজাফর শামসুদ্দীনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– আত্মস্মৃতি।

উপন্যাস: পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), প্রপঞ্চ (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫)।

গল্পগ্রন্থ: জীবন, আবুজাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠগল্প, শেষ রাত্রির তারা, একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, ল্যাংড়ি, নির্বাচিত গল্প।

✽ ***মনে রাখার কৌশল:***

পরিত্যক্ত স্বামী-কে **মুক্তি** দিয়ে ভেবেছিলাম **পদ্মা মেঘনা যমুনা**-য়-বসে **ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান** লিখব কিন্তু স্বামীর সঙ্গে **প্রপঞ্চ**-ই আমার এই **সংকর সংকীর্তন**-এর সামনে **দেওয়াল** হয়ে দাড়ায়।

অবশেষে **শেষ রাত্রির তারা**-য় বসে **'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা'** জীবন বিষয়ক গল্পটি লিখি।

(শেষ দুটি গল্পগ্রন্থ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্পেশাল

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম–২৫ জানু ১৮২৪ যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামে।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত– আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলা নাটক, বাংলা ট্র্যাজেডি নাটক, বাংলা প্রহসন, বাংলা মহাকাব্য, বাংলা সনেটের জনক (সনেটের জনক ইতালীয় কবি পেত্রার্ক)। তিনিই প্রথম বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন– 'পদ্মবতী' নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'- প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণাঙ্গ কাব্য।

♦ অমিত্রাক্ষর ছন্দ থাকে না– অন্ত্যমিল।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত দক্ষ ছিলেন– বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, পারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু (১৩/১৪ টি) ভাষায়।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্ট-ধর্ম গ্রহণ করে **'মাইকেল'** উপাধি লাভ করেন– ১৮৪৩ সালে।

♦ বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেট কবিতা লিখেছেন– **১০২ টি।**

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-তে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে যে সুকাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার সংখ্যা– ৬ টি (কবিকঙ্কনের **'চণ্ডীমঙ্গল'**, ভারতচন্দ্রের **'অন্নদা-মঙ্গল'**, কাশীরাম দাসের **'মহাভারত'**, কৃত্তিবাসের **'রামায়ণ'** কালিদাসের **'মেঘদূত'**, এবং জয়দেবের **'গীতগোবিন্দ'**)।

♦ **১১ জন নারীর ১১টি পত্রের সমন্বয়ে রচিত** 'বীরঙ্গনা কাব্য' **(১৮৬২) মূলত একটি– পত্রকাব্য।**

♦ ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)– গীতিকাব্য।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অসমাপ্ত নাটক– **মায়াকানন।**

♦ ওভিদের 'হেরোইদাইদ্স' কাব্যের অনুসরণে রচিত কাব্য– 'বীরঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)।

♦ মূল কাহিনী 'রামায়ণ'-এর থেকে নেওয়া আর মিল্টনের **'প্যারাডাইস লস্ট'** কাব্য দ্বারা প্রভাবিত। 'রামায়ণ'-এর নায়ক 'রাম' কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর নায়ক 'রাবণ'।

♦ রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?- উক্তিটি **'মেঘনাদবধ কাব্য'**-এর।

♦ মাইকেল মধুসূদন দত্ত হোমারের 'ইলিয়ড'-এর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– **'হেক্টর বধ'** (অসমাপ্ত অবস্থাতেই ১৮৭১ সালে প্রকাশিত)।

♦ সুলতানা রাজিয়ার বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে রচনা করেন ইংরেজি গ্রন্থ– **'Rizia'** (অসমাপ্ত)।

♦ মধুসূদন আর একটি মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন– কারবালার কাহিনী নিয়ে।

♦ মধুসূদন দত্ত কাব্য ও সাহিত্য সাধনা-কাল– **১২ বছর।**

♦ মধুসূদন দত্ত বিলেত/ ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন– ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে।

♦ মধুসূদন দত্ত বহিষ্কৃত হয়েছিলেন– হিন্দু কলেজ থেকে (যার বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ)।

♦ মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন– **১৮৭৩ সালের ২৯ জুন কলকাতার আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে।**

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম রচনা/ কাব্য–	Captive Lady (১৮৪৯)
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম বাংলা কাব্য–	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)
মধুসূদন দত্তের প্রথম/ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য–	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
মধুসূদন দত্তের প্রথম/ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক–	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
মধুসূদন দত্তের প্রথম/ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি–	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম/ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন–	একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)
মধুসূদন দত্তের প্রথম/ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতা–	কবি মাতৃভাষা/ বঙ্গভাষা

কাব্য:

তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১-মহাকাব্য), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১-গীতিকাব্য), বীরাঙ্গনা (১৮৬২-পত্রকাব্য), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।

নাটক:

শর্মিষ্ঠা (১৯৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন।

প্রহসন:

একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)

ইংরেজি গ্রন্থ:

Captive Lady (1849), Vission of the Past (1848), Rizia.

✽ মনে রাখার কৌশল:

শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী –এই তিন বান্ধবী মায়াকানন-এ ঘুরে বেড়াত। চতুর্দশী তিলোত্তমা (চতুর্দশপদী কবিতাবলী, তিলোত্তমাসম্ভব) এই সব রমণীদের সকলে ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা বলে ডাকত। আর সমাজের বুড়োরা শালিকের (বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ) ন্যায় এই মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করত। যা দেখে পণ্ডিতেরা বলতে লাগলেন একেই কি বলে সভ্যতা?

নোট: ১-৪ পর্যন্ত নাটক; ৫- ৮ পর্যন্ত কাব্য এবং ৯, ১০ প্রহসন।

জসীমউদ্দীন স্পেশাল

⌘ জসীমউদ্দীনের জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯০৩ ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে (পৈত্রিক নিবাস গোবিন্দপুরে)। মৃত্যু: ১৩ মার্চ ১৯৭৬ ঢাকায় (ফরিদপুরের আম্বিকাপুরে সমাহিত)।

⌘ আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও আধুনিক ছিলেন– জসীমউদ্দীন।

⌘ জসীমউদ্দীনের উপাধি: পল্লীকবি (ছদ্মনাম: তুজম্বর আলী)।

⌘ ছাত্র অবস্থাতেই প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়– 'কবর' কবিতাটি।

⌘ জসীমউদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'রাখালী' (১৯২৭)।

⌘ জসীমউদ্দীনের সবচেয়ে বড় কবি খ্যাতি– 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্য (১৯২৯)।

⌘ 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম– 'Field of the Embroidery Quilt' অনুবাদকের নাম E.M Millford.

⌘ জসীমউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন– ১৯৩৮ সালে।

কাব্যগ্রন্থ:

রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু (১৯৩৮), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫১), সকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২), মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬), কাফনের মিছিল (১৯৮৮)।

✽ মনে রাখার কৌশল: ১

সখিনা নামে এক পরম রূপবতী ও সুচয়নী কন্যা ছিল সে নকশী কাঁথা (নকশী কাঁথার মাঠ) তৈরি করতে পারতো। তার বাড়ি ছিল সোজন বাদিয়ার ঘাট-এ। হাসু তাকে খুব ভালবাসত। সে প্রতিদিন রঙিলা নায়ের মাঝি সেজে সখিনাদের ঘাটে আসত। এদিকে রাখালও (রাখালী) তাকে ভীষণ ভালবাসত। সে প্রতিদিন সখিনাদের ধানক্ষেত-র পাশে বালুচর-এ বসে এক পয়সার বাঁশি বাজাত। তার বাঁশির করুণ সুরে মাটিরও কান্না (মাটির কান্না) পেত।

✽ মনে রাখার কৌশল: ২

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে সন্তান হারিয়ে মা যে জননী তাই সে কান্দে (মা যে জননী কান্দে) এবং সন্তানের মঙ্গল কামনায় আলো জ্বালিয়ে রাখে (মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো)। অন্যদিকে এই ভয়াবহতার প্রতিবাদে বের হয় কাফনের মিছিল।

নাটক:

পদ্মাপার (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), স্মৃতিরপট, বাঁশের বাঁশী, গ্রামের মায়া।

✽ মনে রাখার কৌশল:

পদ্মাপার-এর বেদের মেয়ে মধুমালা নাম। সে গ্রামের মায়া-য় গলে গিয়ে স্মৃতির পট উন্মোচন করার জন্য বাঁশের বাঁশি বাজাতো।

ভ্রমণ কাহিনী:

চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশে (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)।

✽ মনে রাখার কৌশল: মুসাফির চলে (চলে মুসাফির) হলদে পরীর দেশে, যে দেশে মানুষ বড়।

উপন্যাস: বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।

আত্মকথা: যাদের দেখেছি (১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬১), জীবন কথা (১৯৬৪)।

সুফিয়া কামাল স্পেশাল

❖ অকাল-বিরহিণী কবি সুফিয়া কমালের জন্ম: ২০ জুন ১৯১১ বরিশাল শায়েস্তাবাদ গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। মৃত্যু: ২০ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ঢাকায়।

❖ সুফিয়া কমালের উপাধি– জননী সাহসিকা।

❖ সুফিয়া কমালকে বলা হয়– নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ।

❖ প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকাল মৃত্যু ঘটে– ১৯৩২ সালে।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০), মোর যাদুদের সমাধী পরে (১৯৭২)।

গল্পগ্রন্থ: কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)।

শিশুতোষ গ্রন্থ: ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।

স্মৃতিকথামূলক ডায়েরী: একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯)।

মনে রাখার কৌশল:

উদ্বাস্তু পৃথিবী-তে অতিবাস্তবিক স্বামীকে হারানোর পর সুফিয়া কামাল সাঁঝের সময় (সাঁঝের মায়া) মায়া কাজল মেখে মন ও জীবন সঁপে দিয়ে স্বামীর সমাধীর (মোর যাদুদের সমাধী পরে) মৃত্তিকার ঘ্রাণ আহরণ করেন।—এই গল্পটিই সে একাত্তরের ডায়েরী-তে ইতল বিতল ভাবে লিখেছিল যা তাঁকে কেয়ার কাঁটার মতো বিঁধত।

নোট: ইতল বিতল ও কেয়ার কাঁটার (গল্পগ্রন্থ) এবং একাত্তরের ডায়েরী (ডায়েরী)।

ফররুখ আহমদ স্পেশাল

❖ ফররুখ আহমদ ছিলেন– চল্লিশের দশকের ইসলামি-ভাবাদর্শের পাকিস্তানপন্থি কবি। তিনি ছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের অন্ধ-সমর্থক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কিন্তু রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে।

❖ জন্ম: ১৯১৮ সালে ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।
মৃত্যু: ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায়।

❖ ফররুখ আহমদকে বলা হয়– মুসলিম রেনেসাঁসের/ নবজাগরণের কবি।

❖ ফররুখ আহমদ দীর্ঘ দিন ঢাকা বেতারের 'স্টাফ রাইটার' ছিলেন।

❖ ফররুখ আহমদের প্রথম এবং অমর কবি-খ্যাতি– 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)।

❖ ফররুখ আহমদের সনেট সংকলন– মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২)।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১-কাব্যনাট্য), হাতেমতায়ী (১৯৬৬), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২-সনেট সংকলন)।

মনে রাখার কৌশল:

সাত সাগরের মাঝি সিরাজাম মুনীরা-কে লাভ করার জন্য মুহূর্তের মধ্যে (মুহূর্তের কবিতা) হাতেম তায়ী হয়ে ওঠে।

শিশুগ্রন্থ: পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা।

অপ্রকাশিত গ্রন্থ: পাখির ছড়া, ফুলের ছড়া, চিড়িয়াখানা, রং মশাল।

সুকান্ত ভট্টাচার্য স্পেশাল

❖ 'কিশোর কবি' সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম: ১৯২৬ সালে (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩) কলকাতার কালিঘাটে মাতুলালয়ে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়। মৃত্যু: ১৯৪৭ (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪) সালে যক্ষা রোগে মাত্র ২১ বছর (২০ বছর ৯ মাস) বয়সে।

❖ সুকান্ত ভট্টাচার্য– মার্কসবাদী কবি।

❖ পঞ্চাশের মন্বন্তরকে উপজীব্য করে এবং ফ্যাসিবিরোধী শিল্পীসংঘের পক্ষে যে সাহিত্য সংকলনটি সম্পাদনা করেন সেটি হচ্ছে– 'আকাল' (১৯৪৩)।

❖ সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭) মৃত্যুর তিন মাস পরে প্রকাশিত।

❖ 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাস যোগ্য করে যাব আমি', 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যেন গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'- উক্তি দুটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯)।

মনে রাখার কৌশল:

দেশে হরতাল-এর পূর্বাভাস-এ এক কিশোর কবির চোখে ঘুম নেই। হরতাল শুরু হলে সে মিঠেকড়া-য় অভিযান শুরু করে এবং পুলিশের গুলিতে সে জীবন থেকে সে ছাড়পত্র লাভ করে।

সম্পাদনা: 'আকাল' (১৯৪৩)।

অমিয় চক্রবর্তী স্পেশাল

❖ অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম: ১০ এপ্রিল ১৯০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। মৃত্যু: ১৯৮৬।

❖ অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন– রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাহিত্য সচিব।

❖ অমিয় চক্রবর্তী আমেরিকাতে কাটিয়েছেন– ৩ দশক।

❖ অমিয় চক্রবর্তী পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন– অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

❖ অমিয় চক্রবর্তীর দুই মহাদেশ পরিব্যপ্ত কাব্যগ্রন্থ– 'পারাবার'।

❖ অমিয় চক্রবর্তীকে বলা হয়– পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব।

❖ পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত– অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

❖ অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম– 'খসড়া' (১৯৩৮)।

❖ অমিয় চক্রবর্তী ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি ভূষিত হন– ১৯৭০ সালে।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: খসড়া (১৩৪৫), এক মুঠো (১৩৪৬), মাটির দেয়াল (১৩৪৯), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৩৫০), পারাপার (১৩৬০), পালাবদল (১৩৬২), ঘরে ফেরার দিন (১৩৬৮), হারানো অর্কিড (১৩৭৩), পুষ্পিত ইমেজ (১৩৭৪)।

মনে রাখার কৌশল:

এক যুগল প্রেমিক অভিজ্ঞান বসন্ত লাভের জন্য এক বসন্তের পুষ্পিত ইমেজ-এ অমরাবতী-তে পালাবদল করে। সেখানে তাদের হারানো অর্কিড ফিরে পায় এবং দূরবাণী থেকে মুক্ত হয়। অনিঃশেষে অভিজ্ঞান বসন্ত লাভের পর ঘরে ফেরার দিন-এ তাদের আরাধ্য মাটির দেওয়াল-এর খসড়া-য় এক মুঠো ঘৃণা নিক্ষেপ করে আসে।

সৈয়দ আলী আহসান স্পেশাল

✿ সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম: ২৬ মার্চ ১৯২২ মাগুরা জেলার আলোকদিয়া (মতান্তরে যশোর জেলার কাদিয়া নামক স্থান); মৃত্যু: ২৫ জুলাই ২০০২।

✿ 'আমার সোনার বাংলা' গানটির ইংরেজি অনুবাদকের নাম কি?– সৈয়দ আলী আহসান।

✿ সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'অনেক আকাশ' (১৯৫৯)।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫), উচ্চারণ (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের স্বপ্ন, সমুদ্রেই যাব।

মনে রাখার কৌশল:

এক বসন্তের সন্ধ্যায় (**একক সন্ধ্যায় বসন্ত**) এক প্রেমিক তার প্রিয়ার হাতে হাত রেখে আকাশে অনেক (**অনেক আকাশ**) তাঁরা দেখে **সহসা সচকিত** হয়ে বলল **আমার প্রতিদিনের স্বপ্ন** তোমাকে নিয়ে **সমুদ্রেই যাব**।

প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আব্দুল হাই-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে), নজরুল ইসলাম, কবি মধুসূদন, রবীন্দ্র-কাব্যবিচারের ভূমিকা, কবিতার কথা, কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের কথা, সতত স্বাগত, পদ্মাবতী, মধুমালতী।

অনুবাদ গ্রন্থ: হুইটম্যানের কবিতা, ইডিপাস।

আত্মজীবনী: আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)।

শিশুতোষ: কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

শামসুর রাহমান স্পেশাল

✦ জন্ম: ২৪ অক্টোবর ১৯২৯ পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে (মাতুলালয়ে), পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ২০০৬ ঢাকায়।

✦ আধুনিক নাগরিক কবি– শামসুর রাহমান। (প্রথম নাগরিক কবি– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর)।

✦ শামসুর রাহমানের ছদ্মনাম– মজলুম আদিব (ডাকনাম-বাচ্চু)।

✦ শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর পরে (১৯৬০)।

রচিতগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ: প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর পরে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূম (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), এক ধরনের অহঙ্কার (১৯৭৫), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), ইকারুসের আকাশ (১৯৮২), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ(১৯৮২),ধ্বংসের কিনারে বসে।

মনে রাখার কৌশল:

নিজবাসভূমে রৌদ্র করোটিতে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রথম গান (**প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে**) গেয়ে **বন্দী শিবির থেকে** দুঃসময়-এর মুখোমুখি (**দুঃসময়ের মুখোমুখি**) দাঁড়িয়ে আমার দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে নি বলেই (**প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে**) আজ আমি অনাহারি, তবু **বিধ্বস্ত নীলিমা**-র নিচে দাঁড়িয়ে ঘাতক কাঁটা (**ফিরিয়ে দাও ঘাতক কাঁটা**) ফিরিয়ে দিয়ে **হরিণের হাড়**-এ **এক কৌটা কেমন অনল** লাগিয়ে এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নে (**বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে**) বিভোর হয়েছি এবং এটা আমার **এক ধরনের অহংকার**।

উপন্যাস: অক্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)।

আত্মস্মৃতি: স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।

সম্পাদনা: হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৩৯২), দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে-১৯৮৮)।

-: সাহিত্যিকদের গ্রন্থের নাম মনে রাখার সিস্টেম :-

-: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস :-

পদ্মা নদীর মাঝি তার **জননী**-র **ইতি কথা** (**ইতি কথার পরের কথা+পুতুল নাচের ইতিকথা**) শুনে **শহর তলী** থেকে **সোনার চেয়ে দামী** উপহার **'দিবা রাত্রির কাব্য'** কিনে দিলেন।

-: মুনীর চৌধুরীর নাটক :-

একটি মানুষ **পলাশী ব্যারাক**-এর **রক্তাক্ত প্রান্তর** থেকে লেখা **নষ্ট ছেলে**-র **চিঠি রূপার কৌটা**-য় ভরে মুনীর চৌধুরীর কাছে পাঠালো কিন্তু মুনীর চৌধুরী এখন **কবর**-এ।

-: আহসান হাবিবের কাব্যগ্রন্থ :-

সারারাত **আশার বসতি** গড়ে **রাত্রিশেষ**-এ **সারাদুপুর** একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিল এক হরিণী কন্যা (**ছায়াহরিণ**)। তার ছিল **দুই হাতে দুই আদিম পাথর** ও একটি **প্রেমের কবিতা**। আরও ছিল **একটি দর্পণ**। হঠাৎ সেটি পড়ে ভেঙে যায়। সেই **বিদীর্ণ দর্পণে মুখ** রেখে সে দেখল আকাশে মেঘ করেছে এবং মেঘ তাকে আতছানি দিয়ে বলছে চৈত্রে যাব (**মেঘ বলে চৈত্রে যাব**)।

-: শওকত ওসমানের উপন্যাস :-

ক্রীতদাসের হাসি শোনার জন্য রাজা (**রাজা উপাখ্যান**) **বনি আদম** **'চৌরসন্ধি'** করে তার **দুই সৈনিক** দিয়ে ক্রীতদাসকে বন্ধী করে নিয়ে আসে। হাসিশোনা উপলক্ষ্যে রাজা **সমাগম** করে ক্রীতদাসের কাছে আসে কিন্তু ক্রীতদাস হাসতে ব্যর্থ হয়। তখন রাজা রেগে যেয়ে তাকে **প্রস্তর ফলক** দিয়ে তাকে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। **রাজ সাক্ষী 'জলাংগী' জননী**-র কাছে রাজার

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। জননী রাজাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। জাহান্নামে নেকড়ে অরণ্য ও পতঙ্গ পিঞ্জর-এর আক্রমণ উভশৃঙ্গ-এ পরিণত হলে তাকে জাহান্নাম হইতেও তাকে বিদায় নিতে হয় (জাহান্নাম হইতে বিদায়)।

-: আখতারুজ্জামান ইলিয়াজের গল্পগ্রন্থ :-

খোঁয়ারি অন্যঘরে অন্যস্বর-এ এবং দুধেভাতে উৎপাত করে এজন্য তাকে দোজখের ওম ভোগ করতে হয়। তারপরও সে চিলেকোঠায় (চিলেকোঠার সেপাই) বসে খোয়াবনামা লেখার স্বপ্ন দেখে।

নোট: চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা গ্রন্থ দুটি উপন্যাস।

-: আবু ইসহাকের উপন্যাস :-

হারেম পদ্মার পলিদ্বীপ-এ সূর্য-দীঘল বাড়ী-তে জাল দিয়ে মহাপতঙ্গ ধরে।

নোট: হারেম ও মহাপতঙ্গ গল্পগ্রন্থ।

-: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহের কাব্যগ্রন্থ :-

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাত নরী হার গরায় দিয়ে সহিষ্ণু প্রতিক্ষা-য় ছিলেন তার সকল কথা দিয়ে প্রেমের কবিতা লিখবেন বলে কিন্তু ভাবনা কখনও রং কখনও সুর হয়ে আসছিল তাই তিনি আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি।

-: আবুজাফর শামসুদ্দীনে উপন্যাস :-

পরিত্যক্ত স্বামী-কে মুক্তি দিয়ে ভেবেছিলাম পদ্মা মেঘনা যমুনা-য়-বসে ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান লিখব কিন্তু স্বামীর সঙ্গে প্রপঞ্চ-ই আমার এই সংকের সংকীর্তন-এর সামনে দেওয়াল হয়ে দাড়ায়।

অবশেষে শেষ রাত্রির তারা-য় বসে 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' জীবন বিষয়ক গল্পটি লিখি।

(শেষ দুটি গল্পগ্রন্থ)

-: আবুল ফজলের রচিত গ্রন্থ :-

আবুল ফজলের চৌচির (১৯৩৪) উপন্যাসটি তাঁর গল্পগ্রন্থ মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা এবং নাটক কায়েদে আজম, প্রগতি ও স্বয়ম্বরা-র চেয়েও বেশি আলোচিত।

-: আবুল মনসুর আহমদের রচিতগ্রন্থ :-

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর-এ আমি শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু-কে দেখেছি এবং ফুড কনফারেন্স-এ আয়না-তে আমি আসমানী পর্দা উন্মোচন করেছি। এখানে কিছু সত্যমিথ্যা ছিল যেগুলো থেকে আমার জীবনক্ষুধা ও আবে হায়াৎ উপন্যাস দুটি মুক্ত।

-: আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ :-

বকতিয়ারের ঘোড়া কালের কলস-এ সোনালী কাবিন-এ ভরে আরব্য রজনীর রাজহাঁস নিয়ে একচক্ষু হরিণ-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোক লোকান্তর-এ চলে গেল কিন্তু সেখানে তাকে পানকৌড়ির রক্ত-এর সৌরভের কাছে পরাজিত হতে হয়। ফলে তার রাজহাঁস ডাহুকী-কে দিয়ে হয়।

নোট: 'পানকৌড়ির রক্ত' ও 'সৌরভের কাছে পরাজিত' এ দুটি গল্পগ্রন্থ এবং 'ডাহুকী' উপন্যাস

-: আলাউদ্দিন আল আজাদের গ্রন্থ :-

মানব জমিন-এ জেগে আছি ধানকন্যা-র মৃগনাভী-র অন্ধকার সিঁড়ি-র উজান তরঙ্গ-এ ভেসে যাব বলে। ভাসতে ভাসতে কর্ণফুলী নদী দিয়ে তেইশ নং তৈল চিত্র-এ পৌঁছে যাব। এবং শিল্পীর সাধনা-র মানচিত্র নিয়ে নিঃশব্দে যাত্রা করব। কিন্তু এই ক্ষুধা ও আশা কোন দিনই পূর্ণ হয় নি।

নোট: ১ম ৬টি গল্পগ্রন্থ, মানচিত্র (কাব্য), নিঃশব্দে যাত্রা (নাটক) এবং বাকীগুলো উপন্যাস।

-: ইব্রাহীম খাঁয়ের নাটক:-

কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (ভ্রমন কাহিনী) নিয়ে কাফেলা-ও পথ ধরল।

-: ইসমাইল হোসেন সিরাজী'র কাব্যগ্রন্থ:-

প্রবল উচ্ছ্বাসে অনল প্রবাহে তাঁর স্পেন বিজয় কাব্য এবং তারা-বাঈ ও রায়নন্দিনী উপন্যাস প্রেমাঞ্জলি দিয়ে দিল।

নোট: 'তারা-বাঈ' ও 'রায়নন্দিনী' (উপন্যাস)।

-: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ:-

পঞ্চবিংশতি বেতালের (বেতাল পঞ্চবিংশতি) সাথে শকুন্তলা-ও এক ভ্রান্তির বিলাস (ভ্রান্তিবিলাস) হয় বোধ হয় (বোধদয়) এ কারণেই সীতার বনবাস-এর মতো তাকেও বনবাসে যেতে হয় (অতি অল্প হইল। তাকে বনবাস দেওয়া হয় আখ্যানমঞ্জরী-র কথামালা ও হিতোপদেশ অনুযায়ী।

-: ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাস :-

দুঃখ কষ্ট-এর একদেশে এক সুদূরতমা-র ভূমিকা হচ্ছে সে মায়াবিনী ও প্রিয়দর্শিনী। রূপনগর-এর ভূমিপুত্র নায়কের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। পরবাস-এর এক বনমানুষ-এর প্রিয় নারী জাতির প্রতি দূর্বলতা ছিল। সুদূরতমাকে অপহরণ করে নিতে আসে। তখন নায়কের সাথে তার সারাবেলা ধরে মহাযুদ্ধ হয় যার ফল ছিল কালাকাল ব্যাপি।

-: উইলিয়াম কেরী (গদ্যের পথিকৃৎ) :-

উইলিয়াম কেরী কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২) বিখ্যাত গ্রন্থ দুটি রচনা করেছেন এবং কীর্তিবাসের রামায়ণ সম্পদনা করেছেন।

-: গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক:-

শুধু রাম ও সীতা বনবাসে (রামের বনবাস, সীতার বনবাস) যেতে চেয়েছিল কিন্তু লক্ষ্মণকে বর্জন (লক্ষ্মণ বর্জন) করে যেতে পারে নি সেও তাদের সঙ্গী হয়। বনবাসে থাকার সময় রাবণ সীতাকে হরণ (সীতা হরণ) করে নিয়ে যায় তাই তাকে বধ (রাবণ বধ) করা হয়। অন্যদিকে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে জনা

কর্তৃক অভিমন্যুবধ হয়-- এই দুটি কাহিনীই সিরাজদৌলা ও মীর কাসিম-এর ছত্রপতি শিবাজী শুনিয়েছে।

-: গোলাম মোস্তফা'র কাব্যগ্রন্থ :-

বুলবুলিস্তানের সাহারা মরুভূমিতে হাস্নাহেনা ও পদ্মরাগ ফুটেছিল তাই দেখে বনি আদম 'গীতিসঞ্চয়ন' রচনা করেছেন।

-: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের গ্রন্থ :-

ঠাকুর মার ঝুলি, ঠাকুর দাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে ও ঠান দিদির থলে পৃথিবীর রূপকথা শোনাই ছিল খোকাবাবুর খেলা। আর এ সব গুলোই আছে ময়মনসিংহ গীতিকা-তে।

-: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস :-

গণদেবতা-ধাত্রীদেবতা-পঞ্চগ্রাম এই ত্রয়ী উপন্যাসে জলসাঘর-এর কবি মূলত হাঁসুলী বাঁকের উপকথা লিখেছেন। যার মধ্যে কালিন্দী-র আরোগ্য নিকেতন ও পঞ্চপুত্তলী রাধার কথাও উঠে এসেছে।

-: দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের নাম মনে রাখার সিস্টেম:-

নীল-দর্পণে দেখা গেল নবীনতপস্বিনী বিয়ে পাগলা বুড়ো লীলাবতী-কে বিয়ে করার জন্য জামাই বারিক সেজে বসে আছে। এজন্য লীলাবতী কমলে কামিনী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সধবার একাদশী পালন করতে হয়।

-: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক:-

সীতা ও নুরজাহান এই দুই বান্ধবী ছিল এক ঘরে বঙ্গনারী। সীতাকে ভালবাসতো প্রতাপসিংহ এবং নূরজাহানকে ভালবাসতো সাজাহান। প্রতাপসিংহ সিংহল-বিজয় করে সীতাকে এবং সাজাহান মেবারপতন ঘটিয়ে নূরজাহানকে জয় করে। এক দিন তাদের সুখের সংসারে আনন্দ-বিদায় ঘটে বিরহ নেমে আসে। তাই এই বিরহের প্রায়শ্চিত্ত করে আনন্দের পুনর্জন্ম-এর জন্য তারা পরপার-এর কল্কি অবতার-এর কাছে প্রার্থনা করে।

-: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস:-

বিভূতিভূষণ আদর্শ হিন্দু হোটেল-এ বসে দৃষ্টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অপরাজিত পথের পাঁচালী উপন্যাসটি লিখেছিলেন। তারপর দেবযান-এ চড়ে ইছামতি নদীতে এসে আরণ্যক উপন্যাসটি লিখলেন।

-: মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থ:-

রত্নবতী বেহুলার গীতাভিনয় দেখে জমিদার তাকে দর্পণ (জমিদার দর্পণ) উপহার দেয় যেটা বিষাদ-সিন্ধুতে পরিণত হয় বসন্তকুমারী-র কাছে। সে ভাবতে থাকে এর পরিত্রাণের উপায় কি? (এর উপায় কি?)। তারপর সে মীর মশাররফ-এর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করে। গ্রন্থগুলো হলো:

গাজী মিয়ার বস্তানী, উদাসীন পথিকের মনের কথা,
এসলামের জয়,
ভাই ভাই এই তো চাই, নিয়তি কি অবনতি।

এরপর তার প্রেম পারিজাত-এ পরিণত হয়।

নোট: 'রত্নবতী' ও 'বিষাদ-সিন্ধু' (উপন্যাস), 'বেহুলার গীতাভিনয়', 'জমিদার দর্পণ', 'বসন্তকুমারী', 'এর উপায় কি?'- নাটক।

-: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার :-

বেদান্তচন্দ্রিকা ও প্রবোধচন্দ্রিকা বত্রিশ সিংহাসন-এ বসে রাজাবলি তথা হিতোপদেশ দিতেন।

-: রাজা রামমোহন রায় :-

রামমোহন বেদান্তগ্রন্থ-এ বেদান্ত সার-কথা তুলে ধরেছেন। এরপর ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ও গোস্বামীর সহিত বিচার-এর পর গৌড়ীয় ব্যাকরণ-এ সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ জানান।

-: জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ:-

এই মহাপৃথিবী-র মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রূপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালক-টি ধূসর পাণ্ডুলিপি-র মধ্যে যত্ন করে রাখল।

-: মাইকেল মধুসূদন দত্ত :-

শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী –এই তিন বান্ধবী মায়াকানন-এ ঘুরে বেড়াত। চতুর্দশী তিলোত্তমা (চতুর্দশপদী কবিতাবলী, তিলোত্তমাসম্ভব) এই সব রমণীদের সকলে ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা বলে ডাকত। আর সমাজের বুড়োরা শালিকের (বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ) ন্যায় এই মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করত। যা দেখে পণ্ডিতেরা বলতে লাগলেন একেই কি বলে সভ্যতা?

নোট: ১-৪ পর্যন্ত নাটক; ৫- ৮ পর্যন্ত কাব্য এবং ৯, ১০ প্রহসন।

-:লেখক পরিচিতি স্পেশাল ২:-

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯):

➔ জন্মস্থান: চব্বিশ পরগণার কাঁচপাড়ার শিয়ালডাঙা।

➔ পরিচিতি: যুগসন্ধিক্ষণের কবি।

➔ সম্পাদিত পত্রিকা: সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন।

নোট: 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি ১৮৩১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে। ১৮৩৯ সালে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং 'সংবাদ প্রভাকর' -ই প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

➔ কাব্যগ্রন্থ: প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর।

➔ নাটক: বোধেন্দু বিকাশ।

➔ কবিতা: তপসে মাছ, বাঙালী মেয়ে, আনারস, নীলকর।

➔ তাঁর 'বাঙালী মেয়ে' কবিতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন ছিল না।

➔ আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বলা হয় 'কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি'।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১):

➔ জন্মস্থান: মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম।

➔ পরিচিতি: বাংলা গদ্যের জনক, বাংলা যতি চিহ্নের জনক।

➔ পৈতৃক পদবী: 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। তিনি 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' নামে স্বাক্ষর করতেন। এটি তার মায়ের পদবী। ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধী লাভ করেন।

➔ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ সালে 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হয় (লর্ড ডালহৌসির শাসনামলে)।

➔ জনশিক্ষা ও শিশু শিক্ষামূলক রচনা- 'বোধোদয়'-১৮৫১, 'বর্ণপরিচয়'-১৮৫৫, 'আখ্যান মঞ্জুরী'-১৮৬৩, 'কথামালা'-১৮৫৬।

➔ 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থটি ক্ল্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছে।

➔ চেম্বার্সের 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে 'বোধোদয়' এবং ঈশপের Fables অবলম্বনে 'কথামালা' রচিত।

➔ শেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস'-১৮৬৯ রচিত।

➔ লাল্লুজি রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসী' (হিন্দি) অবলম্বনে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-১৮৪৭ রচিত। এটি বাংলা ভাষার প্রথম কাহিনিধর্মী গ্রন্থ যেখানে বিদ্যাসাগর বিরাম চিহ্নের সফল প্রয়োগ করেন।

➔ বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম- 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-১৮৫৩।

➔ কালিদাস রচিত সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের আখ্যানভাগের বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'শকুন্তলা'-১৮৫৪।

➔ 'সীতার বনবাস'-১৮৬০- ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটকের ১ম অঙ্ক এবং রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

➔ বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক রচনা এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম শোকগাঁথা- প্রভাবতী সম্ভাষণ।

➔ হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গরচনা- 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' এবং 'ব্রজবিলাস'- এই গুলো তিনি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লিখেছেন।

➔ ১৮৪১ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। এরপর সংস্কৃত কলেজে যোগদান করার পর কিছু দিন পরেই তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩):

➔ জন্ম: ১৭৭৪ সালে হুগলির রাধানগরে।

➔ মৃত্যু: ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডের বিস্টলে।

➔ পরিচিতি: সমাজ সংস্কারক হিসেবে। ১৮২৯ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় লর্ড বেন্টিং কর্তৃক 'সতীদাহ প্রথা' বিলুপ্ত হয়। ১৮২৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'আত্মীয় সভা'র প্রতিষ্ঠাতা।

➔ প্রথম বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ- গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-১৮৩৩ (রামমোহন রচিত)।

➔ তিনি বাংলায় প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বেদান্তগ্রন্থ-১৮১৫, বেদান্তসার-১৮১৫।

➔ সম্পাদিত পত্রিকা: ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী।

➔ বাংলা গদ্যকে সর্ব প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ব্যবহার করেন- রাজা রামমোহন রায়।

➔ ১৮৩০ সালে দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আকবর রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধী দেন।

➔ ১৮৩১ সালে প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি লন্ডন গমন করেন।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২):

➔ জন্মস্থান: কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রাম।

➔ পরিচিতি: বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মুসলিম নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

➔ ছদ্মনাম: গাজীমিয়া, উদাসীন পথিক।

➔ মশাররফ রচিত 'বসন্তকুমারী'-১৮৭৩- বাংলা সাহিত্যের বাঙালি মুসলিম কর্তৃক রচিত প্রথম নাটক।

➔ মশাররফ রচিত 'রত্নাবতী'-১৮৬৯- বাংলা সাহিত্যের বাঙালি মুসলিম কর্তৃক রচিত প্রথম উপন্যাস।

➔ কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে উপজীব্য করে তাঁর রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'-১৮৯১- বাংলা সাহিত্যের একমাত্র গদ্য মহাকাব্য।

➔ তাঁর রচিত 'গাজী মিয়ার বস্তানী'- ব্যঙ্গ রসাত্মক/নকশাধর্মী উপন্যাস।

➔ তাঁর রচিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'- আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

➔ নাটক: 'বসন্তকুমারী'-১৮৭৩, 'জমিদার দর্পণ'-১৮৭৩, 'বেহুলা গীতাভিনয়'-১৮৮৯, 'টালাভিনয়'।

➔ প্রহসন: এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ, একি।

➔ কাব্য: প্রেম পারিজাত।

➔ ইতিহাস: এসলামের জয়।

➔ প্রবন্ধ: গো- জীবন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১):

➔ জন্মস্থান: সিরাজগঞ্জ।

➔ পরিচিতি: অনল প্রবাহের কবি।

➔ কাব্যগ্রন্থ: অনল প্রবাহ (১৯০০), স্পেন বিজয়-১৯১৪ (মহাকাব্য), প্রেমাঞ্জলি।

➔ উপন্যাস: রায়নন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিক্রিয়ায় রচিত), তারা-বাঈ।

➔ প্রবন্ধ: তুর্কি নারীর জীবন।

➔ ভ্রমণ কাহিনী: তুরস্ক ভ্রমণ।

➔ তাঁর 'অনল প্রবাহ' কাব্যটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

➔ তাঁর 'স্পেন বিজয়' কাব্যে স্পেনের সম্রাট রডরিকের সাথে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত।

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১):

➔ জন্মস্থান: ঢাকার নবাবগঞ্জের আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে।

➔ প্রকৃত নাম: কাজেম আল কোরেশী।

➔ পরিচিতি: বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহাকাব্য ও সনেট রচয়িতা। গীতিকবিতার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জগতে আবির্ভাব।

➔ তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০)।

➜ গীতিকাব্য: 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫)।

➜ মহাকাব্য: 'মহাশ্মশান'-১৯০৪ (১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত)।

➜ কাব্যগ্রন্থ: কুসুমকানন, শিবমন্দির, অমিয় ধারা।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩):

➜ জন্মস্থান: নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে।

➜ পরিচিতি: নাট্যকার হিসেবে।

➜ দীনবন্ধুর সবচেয়ে আলোচিত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ (নাটক)– 'নীলদর্পণ'-১৮৬০ (বাংলা প্রেস থেকে প্রকাশিত)।

➜ 'নীল দর্পণ' নাটকের উপজীব্য– নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষিদের দুঃখ কষ্ট। কাহিনীটি মেহেরপুর অঞ্চলের।

➜ 'A Native' ছদ্মনামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীল দর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে এর নাম দেন– Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror. এই নাটকটির প্রকাশক হিসেবে পাদ্রী লঙ সাহেবের জরিমানা ও কারাবাস হয়।

➜ 'নীল দর্পণ' নাটকটি Uncle Toms Cabin-এর আদলে রচিত।

➜ 'নীল দর্পণ' নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: নবীন মাধব (কেন্দ্রিয় চরিত্র), গোলকবসু, রাইচরণ, তোরাপ, সাবিত্রি, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।

➜ নীল দর্পণের অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন।

➜ রচিত অন্যান্য নাটক: নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী।

➜ প্রহসন: সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক।

➜ গল্প: যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১):

➜ জন্মস্থান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

➜ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

➜ এই উপন্যাস নিয়ে নির্মিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের পরিচালক– ঋত্বিক ঘটক।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭):

➜ জন্মস্থান: গাইবান্ধা।

➜ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস: 'চিলেকোঠার সেপাই' (ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থান), 'খোয়াবনামা'।

➜ গল্প: দুধে ভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, খোয়ারী, অন্যঘরে অন্যস্বর।

➜ প্রবন্ধ: সংস্কৃতির ভাঙা সেতু।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২):

➜ জন্মস্থান: বাগবাজার, কলকাতা।

➜ পরিচিতি: নাট্যকার।

➜ পৌরাণিক নাটক: জনা, সীতাহরণ, রামের বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

➜ ঐতিহাসিক নাটক: সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, ছত্রপতি শিবাজী।

➜ সামাজিক নাটক: প্রফুল্ল, হারানিধি, বলিদান।

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০):

➜ জন্মস্থান: পাঁচদোনা, নারায়ণগঞ্জ।

➜ পরিচিতি: ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নামে।

➜ প্রথম কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদক (১৮৮১-৮৬) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম জীবনীকার।

➜ তিনি ফারসি গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে রচনা করেন– 'তাপসমালা'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩):

➜ জন্মস্থান: কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

➜ পরিচিত: ডি.এল. রায় নামে।

➜ ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম– আর্যগাথা (১৮৮২)।

➜ বাংলা নাটকে তাঁর প্রথম কৃতিত্ব– সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টিতে।

➜ ঐতিহাসিক নাটক: তারাবাঈ, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয়।

➜ পৌরাণিক নাটক: পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম, ধনধান্য পুষ্পভরা।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২):

➜ জন্মস্থান: শরীয়তপুরের নড়িয়ার শিরঙ্গল গ্রামে।

➜ উপন্যাস: সূর্য-দীঘল বাড়ি (১৯৫৫), জাল, পদ্মার পলিদ্বীপ।

➜ গল্পগ্রন্থ: হারেম, মহাপতঙ্গ।

➜ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁরসম্পাদিত অভিধানের নাম– সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান-১৯৯৩।

➜ পুরস্কার: বাংলা একাডেমী-১৯৬৩, একুশে পদক-১৯৯৭।

আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮):

➜ জন্মস্থান: জামালপুর।

➜ নাটক: শপথ (প্রথম), সুবচন নির্বাসনে, এখনও ক্রীতদাস।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১):

➜ জন্মস্থান: বরিশাল।

➜ বিখ্যাত কবিতা: আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কোন এক মাকে।

আল মাহমুদ (১৯৩৬-):

➜ জন্মস্থান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

➜ প্রকৃত নাম: মীর আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ।

➜ কাব্যগ্রন্থ: সোনালী কাবিন, লোক লোকান্তর, কালের কলস, বখতিয়ারের ঘোড়া।

➜ উপন্যাস: আগুনের মেয়ে, ডাহুকি।

➜ গল্পগ্রন্থ: পানকৌড়ির রক্ত।

➜ শিশুতোষ গ্রন্থ: পাখির কাছে ফুলের কাছে।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩):

➜ জন্মস্থান: সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

➜ বিখ্যাত উপন্যাস: চৌচির।

➜ প্রবন্ধ: শেখ মুজিব: তাকে যেমন দেখেছি।

www.facebook.com/tanbir.cox

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০২):

➜ জন্মস্থান: রামনগর, ঢাকা।

➜ কাব্যগ্রন্থ: মানচিত্র, লেলিহান পাণ্ডুলিপি।

➜ গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি।

➜ উপন্যাস: তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, কর্ণফুলি, ক্ষুধা ও আশা।

➜ 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে সুভাষ দত্তের চলচ্চিত্র- 'বসুন্ধরা'।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯):

➜ জন্মস্থান: ময়মনসিংহ।

➜ উপন্যাস: আবে হায়াত, জীবন ক্ষুধা, সত্য মিথ্যা।

➜ রম্য গল্পগ্রন্থ: আয়না, ফুডকনফারেন্স।

➜ রাজনৈতিক গ্রন্থ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু।

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫):

➜ জন্মস্থান: মাতুলালয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বর্নি গ্রামে।

➜ কাব্যগ্রন্থ: রাজা যায় রাজা আসে, যে তুমি হরণ করো, পৃথক পালঙ্ক, ওরা কয়েকজন।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫):

➜ জন্মস্থান: শঙ্করপাশা গ্রাম, বরিশাল।

➜ কাব্যগ্রন্থ: রাত্রিশেষ (১ম), ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দুই হাতে দুই আদিম পাথর।

➜ উপন্যাস: অরণ্যে নীলিমা, রানী খালের সাঁকো।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১):

➜ জন্মস্থান: পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলা।

➜ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: গ্রানাডার শেষ বীর।

➜ প্রবন্ধ গ্রন্থ: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভবিষ্যতের বাঙালী, জীবনের শিল্প।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪):

➜ জন্মস্থান: বরিশাল।

➜ পরিচিতি: রূপসী বাংলার কবি, ধূসর পাণ্ডুলিপির কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, প্রকৃতির কবি।

➜ যে কবির মাও একজন কবি ছিলেন- জীবনানন্দ দাশ। (মা- কুসুমকুমারী দাশ; বিখ্যাত কবিতা- আদর্শ ছেলে)।

➜ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ওয়ার্ডওয়ার্থের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

➜ কাব্য গ্রন্থ: ঝরাপালক (১ম), ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির, মহা পৃথিবী, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা।

➜ উপন্যাস: মাল্যবান, সতীর্থ ও কল্যাণী।

➜ প্রবন্ধ: কবিতার কথা।

নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২):

➜ জন্মস্থান: খুলনা।

➜ প্রবন্ধ: 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'।

➜ উপন্যাস: বিশ শতকের মেয়ে, এক পথ দুই বাঁক, কেয়া বন সঞ্চারিনী।

➜ নাটক: দুয়ে দুয়ে চার, যে অরণ্যে আলো নেই।

➜ আত্মজীবনী: বিন্দু বিসর্গ।

নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০):

➜ জন্মস্থান: যশোর, বুড়োইচ গ্রামে।

➜ নাটক: নেমেসিস (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচি), রূপান্তর।

➜ রম্যরচনা: বহুরূপ, নরসুন্দর, হিং টিং ছট।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২):

➜ জন্মস্থান: উড়িষ্যা, ভারত।

➜ ভ্রমণ কাহিনী: পথে প্রবাসে, ইউরোপের চিঠি।

➜ উপন্যাস: অসমাপিকা (১ম), কন্যাবতী, যার যেথা দেশ, অজ্ঞাতবাস, দুঃখমোচন, মর্ত্যের স্বর্গ, অপসরণ।

➜ কাব্যগ্রন্থ: রাখী (১ম), নূতনা রাধা, কালের শাসন, লিপি, কামনা পঞ্চবিংশতি, জার্নাল।

➜ ছোটগল্প: প্রকৃতির পরিহাস, মন পবন, যৌবন জ্বালা, কামিনী কাঞ্চন।

➜ প্রবন্ধ গ্রন্থ: জীবন শিল্পী, জীয়ন কাটি, দেশ কাল পাত্র, প্রত্যয়, আধুনিকতা, নতুন করে বাঁচা।

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯):

➜ জন্মস্থান: সুচক্রদণ্ডী, চট্টগ্রাম।

➜ প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা, যুগ মন্ত্রণা, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, স্বদেশ চিন্তা।

➜ সম্পাদনা: লাইলী মজনু, রসুল বিজয়, চন্দ্রাবতী, সিকান্দারনামা, নবীবংশ।

আবদুশ শাকুর (১৯৪১-২০১৩):

জন্মস্থান: রামেশ্বরপুর, সুধারাম, নোয়াখালী।

➜ উপন্যাস: সহে না চেতনা, সংলাপ, উত্তর দক্ষিণ সংলাপ, ক্রাইসিস।

➜ ছোটগল্প: ঘোর, আক্কেলগুড়ুম, এপিটাফ, বিচলিত প্রার্থনা।

➜ রম্যরচনা: ভেজাল বাঙালি, নির্বাচিত কচড়া, চুয়াত্তরের কচড়া, মধ্যবিত্তের কচড়া।

➜ প্রবন্ধ: পরম্পরাহীন রবীন্দ্রনাথ, মহামহিম রবীন্দ্রনাথ, মহাগদ্যকবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু জানি, রবীন্দ্রনাথের অনুজ্জ্বল অঞ্চল, চিরনতুন রবীন্দ্রনাথ, ভাষা ও সাহিত্য, রসিক বাঙালি।

➜ প্রহসন: ঝামেলা, টোটকা।

➜ আত্মজীবনী: কাঁটাতেও গোলাপ থাকে।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১):

➜ জন্মস্থান: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

➔ উপন্যাস: রাইফেল রোটি আওরাত, নিষুতি রাতের গাঁথা।

➔ গল্পগ্রন্থ: নিরুপায় হরিণী

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১):

➔ জন্মস্থান: গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

➔ উপন্যাস: ওঙ্কার,সূর্য তুমি সাথী, অর্ধেক নারী অর্ধেক-ঈশ্বরী, গাভী বৃত্তান্ত, মরণ বিলাস, বিহঙ্গ পুরান।

➔ প্রবন্ধগ্রন্থ: যদ্যপি আমার গুরু, জাগ্রত বাংলাদেশ, বুদ্ধি বৃত্তির নতুন বিন্যাস।

➔ গল্প: নিহত নক্ষত্র, দুঃখের দিনে দোহা।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-):

➔ জন্মস্থান: নাগবাড়ি, টাঙ্গাইল।

➔ তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা'।

➔ লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ: লোক সাহিত্য, কিংবদন্তী বাংলা, লোকায়ত বাংলা, শুভ নববর্ষ।

➔ কাব্যগ্রন্থ: বিষকন্যা, সাত ভাই চম্পা, দাঁড়াও পথিক বর, কুচবরণ কন্যা।

➔ উপন্যাস: আরশিনগর।

এন্টনি ফিরিঙ্গি (আঠারো শতকের শেষ ভাগ- ১৮৩৬):

➔ প্রথম আবাস: চন্দননগর, ফরাসডাঙ্গা, পশ্চিম বাংলা।

➔ প্রকৃত নাম: এন্টনি হেন্সম্যান।

➔ পরিচিতি: মূলত কবিয়াল। পর্তুগিজ, জন্মগতভাবে খ্রিস্টান হলেও পোশাকে আশাকে ছিলেন বাঙালি হিন্দু। তিনি এক হিন্দু বিধবাকে বিয়ে করেন; কলকাতার ফিরিঙ্গি কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

➔ তাঁর বিখ্যাত গান: ভজন সাধন জানি নে মা; নিজে তো ফিরিঙ্গি; যদি দয়া করে কৃপা কর; হে শিবে মাতঙ্গী।

কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০):

➔ জন্মস্থান: বাগমারা, পাংশা, রাজবাড়ি।

➔ প্রবন্ধ: শাশ্বত বঙ্গ, বাংলার জাগরণ, সমাজ ও সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, নজরুল প্রতিভা।

➔ উপন্যাস: নদীবক্ষে, আজাদ।

➔ গল্পগ্রন্থ: মীর পরিবার।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১):

➔ জন্মস্থান: কুষ্টিয়ার লক্ষীপুর গ্রাম (পৈতৃক নিবাস- বাগমারা, পাংশা, রাজবাড়ি)।

➔ প্রবন্ধ: নজরুল কাব্য পরিচিতিগ, সঞ্চরণ, সেই পথ লক্ষ্য করে, আলোক বিজ্ঞান।

➔ তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬):

➔ জন্মস্থান: কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

➔ পরিচিতি: বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী।

➔ তিনি যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

➔ প্রবন্ধ: সংস্কৃতি কথা, সভ্যতা, সুখ।

➔ তিনি 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী সংজ্ঞার্থ প্রদান করেন।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১১):

➔ জন্মস্থান: ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পৈতৃক নিবাস-নোয়াখালী)।

➔ সাহিত্যকর্ম: প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ছায়া বাসনা, ছয় সঙ্গী, অচেনা, আমারজনীর পথে।

➔ তিনি জাতীয় অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর সভাপতি ছিলেন।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪):

➔ জন্মস্থান: মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

➔ কাব্যগ্রন্থ: বনিআদম, রক্তরাগ, সাহারা, বুলবুলিস্থান, হাস্নাহেনা।

➔ গদ্যগ্রন্থ: বিশ্বনবী, আমার চিন্তাধারা।

➔ বিখ্যাত কবিতা– 'জীবন বিনিময়'।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩):

➔ জন্মস্থান: বিদগাঁও, বিক্রমপুর।

➔ বিখ্যাত গ্রন্থ: সংস্কৃতির রূপান্তর (শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ), বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা, রুশ সাহিত্যের রূপরেখা, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, বাঙালি আশা ও বাঙালির ভাষা।

➔ ত্রয়ী উপন্যাস: একদা, অন্যদিন, আর একদিন।

➔ আত্মজীবনী: রূপনারায়ণের কূলে

জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪):

➔ পরিচিতি: শহীদ জননী হিসিবে।

➔ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: একাত্তরের দিনগুলি।

➔ সাহিত্যকর্ম: সাতটি তারার ঝিকিমিকি, প্রবাসের দিনগুলি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯):

➔ জন্মস্থান: পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রাম।

➔ পরিচিতি: ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষণ ও শিক্ষাবিদ।

➔ তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ– বাংলা সাহিত্যের কথা।

➔ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ: বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ।

➔ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি– গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।

➔ তাঁর বিখ্যাত উক্তি– "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১):

➔ জন্মস্থান: লাভপুর, বীরভূম।

➔ উপন্যাস: কবি, গণদেবতা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বিপাশা, কালো মেয়ের কথা।

➔ তারাশঙ্করের বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস: ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭):

➔ জন্মস্থান: উলাইল, ঢাকা।

➔ তাঁর ছদ্মনাম: দৃষ্টিহীন।

➔ গল্পগ্রন্থ: ঠানদিদির থলে, দাদা মশায়ের থলে।

➔ তাঁর বিখ্যাত সংকলন– 'ঠাকুরমার ঝুলি' এর পরবর্তী খণ্ড– 'ঠাকুর দাদার ঝুলি'।

➔ যে সব বাস্তব কাহিনীর মধ্যে পশুপাখির কথা বলা অন্তর্ভূক্ত থাকে তাকে বলে– উপকথা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫):

➔ জন্মস্থান: জোড়াসাঁকো, কলকাতা।

➔ পরিচিতি: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।

➔ তিনি ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন যা পরের বছর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামকরণ করা হয়।

➔ গ্রন্থাবলী: বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬):

➔ জন্মস্থান: জোড়াসাঁকো, কলকাতা।

➔ পরিচিতি: রবীন্দ্রভ্রাতা, তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গনিতজ্ঞ, বাংলা শর্টহ্যান্ড এবং স্বরলিপির উদ্ভাবক।

➔ তাঁর বিখ্যাত গান– 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি...'

➔ কাব্য গ্রন্থ: কাব্যমালা, স্বপ্নপ্রয়াণ।

➔ প্রবন্ধ: ব্রাহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মসাধন, আর্যাচার্যের উপদেশ, মেঘদূতের পদ্যানুবাদ।

দিলারা হাশেম (১১৯৩৬-):

➔ জন্মস্থান: যশোর।

➔ উপন্যাস: ঘর মন জানালা, কাকতালীয়, সদর অন্দর, স্তব্ধতার কানে কানে।

নিধু বাবু/রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯):

➔ জন্মস্থান: চাপ্তাগ্রাম, হুগলী।

➔ পরিচিতি: 'বাংলা টপ্পা গানের জনক' এবং মূলত-কবিয়াল।

➔ তাঁর রচিত ৯৬টি গানের সংকলন– 'গীতরত্ন'।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-):

➔ জন্মস্থান: কাশবন, নেত্রকোনা।

➔ কাব্যগ্রন্থ: না প্রেমিক না বিপ্লবী, প্রেমাংশুর রক্ত চাই, দূর হ দুঃশাসন।

➔ কিশোর উপন্যাস: বাবা যখন ছোট্ট ছিলেন, কালো মেঘ।

➔ ভ্রমণ কাহিনী: গিঙ্গবার্গের সঙ্গে, ভলগার তীরে।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩):

➔ ছদ্মনাম: টেকচাঁদ ঠাকুর।

➔ পরিচিতি: প্রথম বাংলা উপন্যাস রচয়িতা এবং Defence Bengal নামে।

➔ উপন্যাস: 'আলালের ঘরের দুলাল' (প্রথম বাংলা উপন্যাস), 'আধ্যাত্মিকা'।

➔ প্রহসন: যৎকিঞ্চিত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০):

➔ জন্মস্থান: মুরারিপুর, চব্বিশ পরগণা।

➔ বিখ্যাত উপন্যাস: পথের পাঁচালী, অপরাজিত, ইছামতি, অশনি সংকেত।

➔ 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এবং এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড ' অপরাজিত' প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

➔ পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অশনি সংকেত-এই উপন্যাস গুলো নিয়ে সত্যজিৎ রায় চলচিত্র নির্মাণ করেন এবং 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের জন্য তিনি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪):

➔ উপাধি: ভোরের পাখি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত)।

➔ বাংলা গীতিকবিতার জনক।

➔ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ: সংগীত শতক (১ম), সারদামঙ্গল, সাধের আসন।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৭):

➔ জন্মস্থান: পাবনা।

➔ পরিচিতি: বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা মুসলিম কবি।

➔ মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি প্রথম সনেটকার এবং গদ্য ছন্দের কবি।

➔ তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন।

➔ কাব্যগ্রন্থ: মন ও মৃত্তিকা, অরণ্যের সুর, পশারিনী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬):

➔ জন্মস্থান: সাঁওতাল পরগণা, বিহার।

➔ প্রকৃত নাম: প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতৃপ্রদত্ত)।

➔ গল্পগ্রন্থ: অতসী মামী ও অন্যান্য, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, বৌ।

➔ উপন্যাস: জননী (১ম), পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, দিবা-রাত্রির কাব্য, সোনার চেয়ে দামী, অহিংসা।

মুকুন্দদাস:

➔ জন্মস্থান: বানারি গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা।

➔ পিতৃপ্রদত্ত নাম: যজ্ঞেশ্বর।

➔ পরিচিতি: 'চারণ কবি' হিসেবে।

➔ রচিত গ্রন্থ: মাতৃপূজা, সাধন সঙ্গীত।

➔ কাজী নজরুল ইসলাম তাকে 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ-সম্রাট মুকুন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ 'সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেন।

ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯):

➔ জন্মস্থান: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

➔ মুহম্মদ আব্দুল হাই রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'।

➔ তিনি সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনা করেন এবং ড. আহমদ শরীফ সহযোগে 'মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা' সম্পাদনা করেন।

➔ বিখ্যাত গ্রন্থ: বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১):

➔ জন্মস্থান: মানিকগঞ্জ (পৈতৃক নিবাস- নোয়াখালী)।

➔ নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, চিঠি, নষ্ট ছেলে, মানুষ, দণ্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক।

➔ মুনীর চৌধুরী আবিষ্কৃত টাইপ রাইটারের নাম– মুনীর অপটিমা।

➔ সাংবাদিক রণেশ দাসগুপ্তের অনুরোধে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে মুনীর চৌধুরী কর্তৃক রচিত 'কবর' (১৭ জানুয়ারি ১৯৫৩) প্রথম মঞ্চস্থ হয়– ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১):

➔ জন্মস্থান: কলকাতা।

➔ উপন্যাস: উত্তম পুরুষ, প্রসন্ন পাষাণ, আমার যত গ্লানি, এ কালের রূপকথা, সোনার পাথর বাটি।

➔ গল্পগ্রন্থ: প্রথম প্রেম। আত্মজীবনী: জীবনমরণ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬):

➔ জন্মস্থান: হরিণাভি গ্রাম, চব্বিশ পরগণা।

➔ উপাধি: তর্করত্ন, কাব্যোপাধ্যায়, নাটুকে রামনারায়ণ।

➔ পরিচিতি: বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটকের রচয়িতা।

➔ নাটক: কুলীন কুলসর্বস্ব (১ম মৌলিক নাটক), রত্নাবলী, বেণীসংহার, ধর্মবিজয়, কংসবধ, রুক্মিনি হরণ।

রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১):

➔ জন্মস্থান: ফরিদপুর।

➔ উপন্যাস: বটতলার উপন্যাস, আবর্ত, অনুকল্প, বিহঙ্গ, দ্রৌপদী।

রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-):

➔ জন্মস্থান: ঢাকা।

➔ উপন্যাস: ফেরারী সূর্য, মধুমতী, অনন্ত অন্বেষা, মন এক শ্বেত কপোতী, হানিফের ঘোড়া, পাখিসব করে রব।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮):

➔ জন্মস্থান: সবলসিংহপুর, হুগলি।

➔ প্রকৃত নাম: শেখ আজিজুর রহমান।

➔ প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: জননী (১৯৬১)।

➔ উপন্যাস: ক্রীতদাসের হাসি, জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাংগী, চৌরসন্ধি।

➔ 'ক্রীতদাসের হাসী' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

➔ গল্প: জন্ম যদি তব বঙ্গে, পিঞ্জরাপোল, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

➔ নাটক: তস্কর ও লস্কর, আমলার মামলা।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১):

➔ জন্মস্থান: ফেনী।

➔ উপন্যাস: সংশপ্তক, সারেং বউ।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫):

➔ জন্মস্থান: তেতুলিয়া, খুলনা।

➔ উপন্যাস: নতুন সফর, জয়ের পথে, নবী কাহিনী।

➔ কাব্যগ্রন্থ: প্রসন্ন প্রহর, বৈরী বৃষ্টিতে, বৃশ্চিকলগ্ন।

➔ নাটক: শকুন্তলা উপাখ্যান, সিরাজউদ্দৌলা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্পেশাল (১৯৩৪-২০১২):

☛ জন্ম: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ মাইজপাড়া, কাজীবাক্কাই ইউনিয়ন, কালকিনি, মাদারীপুর।

☛ মৃত্যু: ২৩ অক্টোবর ২০১২ কলকাতা, ভারত।

☛ ছদ্মনাম: নীললোহিত, সনাতন পাঠক, নীল উপাধ্যায়।

☛ পেশা: সাংবাদিকতা (আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকা)।

☛ সম্পাদনা: আগামী সাহিত্য (১৯৫১) ও কৃত্তিবাস (১৯৫৩)।

☛ শ্রেষ্ঠ কবিতা: কেউ কথা রাখে নি।

■ **সুনীলের যা কিছু প্রথম:**

☛ কবিতা: একটি চিঠি (১৯৫১ সালে 'দেশ' পত্রিকায়)।

☛ কাব্যগ্রন্থ: একা এবং কয়েকজন (১৯৫৮)।

☛ উপন্যাস: আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায়)।

☛ কিশোর উপন্যাস: ভয়ংকর সুন্দর।

■ **সুনীলের সৃষ্ট চরিত্র:**

☛ কবিতায় ঘুরে ফিরে আসা চরিত্র: নীরা (বাঙালি শাশ্বত প্রেমিকার নাম)।

☛ ছোটদের জন্য সৃষ্ট চরিত্র: সন্তু ও কাকাবাবু।

☛ অন্যান্য চরিত্র: নীললোহিত, নিখিলেশ, জোজো, নীল মানুষ।

■ **<u>সুনীল রচিত শ্রেষ্ঠ পঙক্তি:</u>**

☛ যে, তোমার মৃত্যু আমায় অপরাধী করে দেয়

☛ আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি নিখিলেশ, তুই এসে দেখে যা।

☛ এ আমার সাড়ে তিন হাত ভূমি।

☛ এই হাত ছুঁয়েছে নীরার হাত, এ হাতে কি কোন অপরাধ মানায়।

☛ কেউ কথা রাখে না।

সেলিম আল দীন (১৯৪৮-২০১২):
- জন্মস্থান: সেরেনখিল, নোয়াখালী।
- প্রকৃত নাম: মইনুদ্দিন আহমেদ।
- নাটক: কীর্তন খোলা, মুনতাসীর ফ্যান্টাসি, যৈবতী কন্যার মন, চাকা, নিমজ্জন।

সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-):
- জন্মস্থান: রাজশাহী।
- উপন্যাস: নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি, কাঁটাতারে প্রজাপতি, হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘর বসতি, যাপিত জীবন।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪):
- জন্মস্থান: করিমগঞ্জ, সিলেট।
- পরিচিতি: রম্য সাহিত্যিক।
- রম্য রচনা: পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনি মেম, ময়ূর কণ্ঠী।
- ভ্রমণ কাহিনী: দেশে-বিদেশে।
- উপন্যাস: শবনম, অবিশ্বাস্য।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-):
- জন্মস্থান: কুড়িগ্রাম।
- উপন্যাস: সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, এক মহিলার ছবি, নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন।
- নাটক: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরুল দীনের সারা জীবন।
- কাব্যগ্রন্থ: পরাণের গহীন ভিতর, বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা, আমি জন্মগ্রহণ করিনি, বেজান শহরের জন্য কোরাস।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক– 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস– 'নিষিদ্ধ লোবান'-এই উপন্যাস অবলম্বনে নাসিরউদ্দিন ইউসুফের চলচ্চিত্র 'গেরিলা'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯৩১):
- জন্মস্থান: নৈহাটি, পশ্চিমবঙ্গ।
- পরিচিতি: চর্যাপদের আবিষ্কারক।
- কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ।
- সাহিত্যকর্ম: বেনের মেয়ে (উপন্যাস), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), মেঘদূত ব্যাখ্যা, বাল্মীকির জয়, হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান দোহা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-):
- জন্মস্থান: বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
- গল্পগ্রন্থ: পাতালে হাসপাতালে, নামহীন গোত্রহীন, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, শীতের অরণ্য।
- উপন্যাস: আগুনপাখি।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ: একাত্তরের করতলে ছিন্নমাথা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩):
- জন্মস্থান: জামালপুর।
- কাব্য: বিমুখ প্রান্তর, আর্ত শব্দাবলী, শোকার্ত তরবারী।
- গল্প: আরো দুটি মৃত্যু।
- প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা।
- তাঁর বিরল দুটি সম্পাদনা:
  ১. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন– একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩)।
  ২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (১৯৮২-৮৩; ১৫ খণ্ড)।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪):
- জন্মস্থান: রাড়িখাল, বিক্রমপুর।
- কাব্য: অলৌকিক ইস্টিমার, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রু বিন্দু।
- উপন্যাস: ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল, পাক সার জমিন সাদ বাদ।
- কিশোর উপন্যাস: আব্বুকে মনে পড়ে।
- ভাষাতত্ত্ব: লাল নীল দীপাবলী বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী, কতো নদী কতো সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী, বাক্যতত্ত্ব, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।
- সমালোচনামূলক গ্রন্থ: রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা, দ্বিতীয় লিঙ্গ, শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা।

হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-২০১২):
- জন্মস্থান: কোমরপুর, ফরিদপুর।
- উপন্যাস: নদী ও নারী। কাব্য: স্বপ্নসাধ।
- সম্পাদিত পত্রিকা: 'চতুরঙ্গ'। তিনি 'ভারত সরকারের মন্ত্রী' ছিলেন।

হেলাল হাফিজ (১৯৪৮-):
- জন্মস্থান: নেত্রকোনা।
- বিখ্যাত কবিতা– 'প্রস্থান'।
- কাব্যগ্রন্থ: 'যে জ্বলে আগুন জ্বলে' (১ম), 'কবিতা একাত্তর'।
- ''এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়''- তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি।
- তিনি কবিতায় 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' (২০১৪) লাভ করেছেন।

এক নজরে আরো কিছু স্পেশাল তথ্য:
- 'জন্মাই আমার আজন্ম পাপ' (কাব্যগ্রন্থ) এর রচয়িতা– দাউদ হায়দার।
- 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের রচয়িতা– দোম আন্তোনিয়ো।
- 'রূপজালাল' নওয়াব ফয়জুন্নেসা রচিত বিখ্যাত আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস।
- বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা– নাথিনিয়েল ব্রাসি হেলহেড।
- 'ময়নামতীর চর' কাব্যটির রচয়িতা– বন্দে আলী মিয়া।
- ১৯ শতকের প্রথম মুসলিম লেখক– খন্দকার শামসুদ্দিন সিদ্দিকী।

◈ আব্দুল কাদির সম্পাদিত পত্রিকা– 'মাহে নাও'; কাব্য– উত্তর বসন্ত; ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ– 'ছন্দ সমীক্ষা'।

◈ আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ২ হাজার; তিনি আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথি সম্পাদন করেছেন

◈ "গাড়ি চলে না, চলে না রে" গানটির গীতিকার– শাহ আব্দুল করিম

◈ আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০৩-১৯৮৫) রচিত গ্রন্থ– সত্যের সন্ধান, সৃষ্টির রহস্য।

◈ চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগান– মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ানা-মদিনা, দেওয়ান-ভাবনা।

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ– 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত)।

◈ 'মানবজীবন', 'মহৎজীবন' ও 'উন্নতজীবন' গ্রন্থের রচয়িতা– ডা. মোঃ লুৎফর রহমান।

◈ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ রচিত নাটক– আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, কাফেলা।

◈ শামসুদ্দিন আবুল কালাম রচিত উপন্যাস– কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, সমুদ্র বাসর; গল্প– অনেক দিনের আশা, পথ জানা নাই, দুই হৃদয়ের তীর।

◈ 'সংস্কৃতির কথা', 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের রচয়িতা– মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

◈ সাঈদ আহমেদ রচিত নাটক– 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট', 'শেষ নবাব' (বঙ্গবন্ধুর জীবনালোকে রচিত)।

◈ আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, বহুরূপী গ্রন্থের রচয়িতা– সুকুমার রায়।

◈ 'সূর্য সাক্ষী' গ্রন্থের রচয়িতা– পান্না কায়সার।

◈ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক (স্বর্ণকুমারী দেবী) কর্তৃক রচিত প্রথম উপন্যাস– 'দীপ নির্বাণ'।

-:বাংলা সাহিত্য ও বিভিন্ন সংগঠন:-

বাংলা একাডেমি (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫):

➜ ভাষা আন্দোলনের ফলসরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়– ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫। এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী– আবু হোসেন সরকার।

➜ বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়– বর্ধমান হাউজে (যার বর্তমান নাম- লেখক যাদুঘর)।

➜ বাংলা একাডেমিকে বলা হয়– জাতির মননের প্রতীক।

➜ বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি– মাওলানা আকরাম খাঁ।

➜ বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি– অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

➜ বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক– ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

➜ বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক– ড. শামসুজ্জামান খান।

➜ নজরুল মঞ্চ, নজরুল স্মৃতিকক্ষ, লেখক যাদুঘর–বাংলা একাডেমির অবস্থিত।

➜ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক ভাস্কর্য– 'মোদের গরব' (ভাস্কর- অখিল পাল)।

➜ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়– ১৯৬০ সাল থেকে।

➜ বাংলা একাডেমি থেকে ৬টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো:

১. উত্তরাধিকার (মাসিক)
২. বাংলা একাডেমি পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
৩. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা (ষান্মাসিক)
৪. ধান শালিকের দেশ (ত্রৈমাসিক)
৫. লেখা (মাসিক)
৬. The Bangla Academy Journal (ষান্মাসিক)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (৩ জানুয়ারি ১৯৫২):

➜ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা– স্যার উইলিয়াম জোন্স।

➜ প্রতিষ্ঠানটি সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত দশখণ্ডে 'বাংলা পিডিয়া' (২০০৩) প্রকাশ করে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬):

➜ ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা সাহিত্য সমাজ' এর পরিবর্তীত নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।

➜ অন্যতম সংগঠক– আবুল হুসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

➜ শ্লোগান– 'জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

➜ সংগঠনের বার্ষিক মুখপাত্র– 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকা; প্রথম সম্পাদক– আবুল হুসেন।

➜ প্রধান লেখক– কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১):

➜ প্রতিষ্ঠা– কলকাতায়।

➜ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি– কাজী ইমদাদুল হক এবং সম্পাদক– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

➜ পত্রিকা– বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল:

➜ 'ইয়ংবেঙ্গল' ডিরোজিও প্রভাবিত এক তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী; এঁদের মধ্যে প্রধান– কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ছাত্র হিসেবে সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী।

➜ 'ইয়ংবেঙ্গল' এর আদর্শ– আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করা।

➡ **ইংবেঙ্গলের পথপ্রদর্শক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১) ১৭ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজে (তৎকালীন 'হিন্দুকলেজ') ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগদেন এবং ১৮৩১ সালে তাকে বরখাস্ত করা হয়।**

➡ **১৮২৮ সালে ডিরোজিও 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।**

-: বাংলা ভাষা ও লিপি-১:-

- ভাবের উৎস হচ্ছে- **ভাষা**।
- ভাষার মূল উপাদান/একক হচ্ছে- **ধ্বনি**।
- ভাষার মূল উপকরণ হচ্ছে- **বাক্য/মৌলিক শব্দ**।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক- **ধ্বনি**।
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক- **শব্দ**।
- ধ্বনি উচ্চারণের সবচেয়ে **গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল- জিহ্বা**।
- **ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয়- লিপি**।
- **বাংলা লিপির উৎপত্তি- ব্রাহ্মী লিপি থেকে**।
- ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা লিপি এসেছে- **কুটিল**।
- বাংলা ভাষা লেখা হয়- বাংলা লিপি বা বঙ্গ লিপি দিয়ে।
- বাংলা লিপির গঠন কার্য শুরু হয়- সেন রাজাদের আমলে।
- **ভারতীয় লিপি দুই ধরনের।**
  ১. **ব্রাহ্মী লিপি**– বাম দিক থেকে লেখা।
  ২. **খরোষ্ঠী লিপি**– ডান দিক থেকে লেখা।
- বাংলা লিপির জনক- **পঞ্চানন কর্মকার** (কাঠ খোদাইকারী)।
- বাংলা লিপিকে ছাপান খানায় মুদ্রণযোগ্য করে তৈরি করেন- পঞ্চানন কর্মকার।
- বাংলা লিপির রূপকার- **চার্লস উইল্স কীন্স**।

-:বাংলা ভাষার বংশগত শ্রেণিকরণ:-

- **বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ভাষা গোষ্ঠীর নাম- ইন্দো-ইউরোপীয়**।
- **তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রিয় ভাষাবংশ**- ইন্দো-ইউরোপীয় (পৃথিবীর সকল ভাষাবংশের **প্রাচীনতম সদস্য**)।

ইন্দো-ইউরোপীয়
↓
শতম শাখা
↓
ইন্দো-ইরানীয়
↓
ভারতীয়/ আর্য ভাষা
↓
প্রাকৃত
↓
মাগধী
↓
বাংলা
-(পিয়ারসনের মতে)-

বঙ্গকামরূপী
বাংলা　　আসামি
-(সুনীত কুমারের মতে)-

- বাংলা এবং আসামি ভাষার সম্পর্ক-বোন-ভগ্নির।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস (ODBL) রচনা করেছেন– ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষা স্পেশাল:

☑ **ইন্দো-ইউরোপীয়**-এর যে শাখা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি– শতম।

☑ বাংলা ভাষার উৎপত্তি– **প্রাকৃত** ভাষা থেকে (নোট: বঙ্গকামরূপী এবং প্রাকৃত দুটিই থাকলে 'বঙ্গকামরূপী' উত্তর দিতে হবে)।

☑ **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্**- এর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় অপভ্রংশ/প্রাকৃত ভাষা থেকে ৭ম শতকে।

☑ **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের** মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি মাগধী অপভ্রংশ/প্রাকৃত ভাষা থেকে ১০ম শতকে। (নোট: 'অপভ্রংশ' ও 'প্রাকৃত' দুটোই থাকলে 'অপভ্রংশ' উত্তর করতে হবে। দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)।

☑ ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলার অবস্থান– **৪র্থ** এবং পৃথিবীর ৩০ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা (সূত্র: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ) (৬ষ্ঠ-ইথনোলগ এবং ইউকিপিডিয়া) (৭ম-বাংলাপিডিয়া)।

নোট: **কোন সূত্রের উল্লেখ না থাকলে এ প্রশ্নের উত্তরটি ৪র্থ দেওয়াই শ্রেয়।**

☑ **'ইথনোলগ'** এর মতে- ১৮১ **মিলিয়ন** লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

☞ **আরও বিস্তারিত "'ভাষা ও লিপি-২"' অংশে।**

-:ব্যাকরণ:-

☑ ব্যাকরণ (তৎসম শব্দ)= বি + আ + কৃ + অন (বিশেষ আলোচনা চালু করা)।

- ব্যাকরণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ- 'বিশেষভাবে বিশ্লেষণ বা আলোচনা করা'।
- **ব্যাকরণ– ভাষার সংবিধান।**
- **প্রত্যেক ভাষারই মৌলিক অংশ–৪ টি (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ)।**
- ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয় ৪টি। যথাঃ

১) ধ্বনি তত্ত্ব (Phonology)
২) শব্দ তত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
৩) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Synatx)
৪) অর্থতত্ত্ব (Semantics).

ধ্বনি তত্ত্ব	শব্দ তত্ত্ব	বাক্যতত্ত্ব
সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	কারক, সমাস, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, উপসর্গ, প্রত্যয়	যতিচিহ্ন, বাগধারা, এককথায় প্রকাশ, উক্তি, বাচ্য, পদক্রম

- বি:দ্র: শব্দের এককের নাম- রূপ
- অর্থ তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়: বিপরীত শব্দ ও অর্থ সংক্রান্ত

বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

☑ **'অষ্টাধ্যায়ী'** নামে সংস্কৃত ভাষায় খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতকে সর্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন পাণিনি যার ভাষ্য দেন পতঞ্জলি।

☑ সর্ব প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন- ম্যানোয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও।

☑ নোট: ১৭৩৪ সালে পর্তুগিজ পাদ্রি ম্যানোয়েল দা আসসুম্পসাঁও রচিত 'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগাল্লা ই পর্তুগিজ' গ্রন্থের ব্যাকরণ অংশই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। এটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে পর্তুগিজ ভাষাতে রোমান হরফে প্রকাশিত হয়। তবে এটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থ নয়।

☑ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম- A Grammar of the Bengali Language (১৭৭৮-প্রকাশিত)

☑ নোট: ১৭৭৬ সালে এন.বি হেলহেড কর্তৃক রচিত এই বইটি প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ গ্রন্থ। তবে এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত।

☑ সর্ব প্রথম যে বাঙালি বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন- রাজা রামমোহন রায় (গৌড়ীয় ব্যাকরণ- ১৮৩৩)

বাংলা ব্যাকরণ স্পেশাল:

☑ পাণিনি ছিলেন- বৈয়াকরণিক।

☑ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোন ভাষাতে লেখা?- পর্তুগিজ।

☑ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ- A Grammar of the Bengali Language.

☑ কে সর্বপ্রথম টাইপ সহকারে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন?- ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড।

☑ উইলিয়াম কেরি রচিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম- A Grammar of the Bengali Language (1801).

☑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম- ব্যাকরণ কৌমুদী।

☑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম- বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

☑ 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম- বাংলা শব্দ তত্ত্ব।

-:ধ্বনি তত্ত্ব:-

☑ কোন ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায় তাই- ধ্বনি (শব্দের ক্ষুদ্রতম একক)।

☑ ধ্বনি নির্দেশক সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক কে বলে- বর্ণ (Letter)।

☑ কোন শব্দে যতটুকু অংশ আমরা একটি মাত্র প্রয়াসে উচ্চারণ করতে পারি, সেই এককেটি অংশকে বলে- অক্ষর।

☑ ভাষার বাহন- ধ্বনি।

☑ বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ রয়েছে- ৫০টি (স্বর-বর্ণ: ১১টি; ব্যঞ্জন বর্ণ- ৩৯টি)।

☑ নোট: 'ক্ষ' কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয় এটি (ক্ + ষ = ক্ষ) একটি যুক্তবর্ণ তাই এটি ৫০ টি বর্ণের মধ্যে অনুপস্থিত)।

☑ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে- কার (১০টি)।

☑ কোন স্বরবর্ণের কোন সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার নেই- অ।

☑ নোট: 'অ' অন্য বর্ণের সাথে বিলীন অবস্থায় থাকে বলে একে 'বিলীন'/ অদৃশ্য বর্ণ বলা হয়।

☑ ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়- ফলা (ফলা- ৬টি; য, র, ল, ব, ম, ন)।

☑ আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনি-৭টি (এগুলো হলো: অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা)।

☑ যৌগিক স্বরধ্বনি রয়েছে- ২৫টি (এগুলোর কোন লিখিত রূপ নেই)।

☑ যৌগিক স্বরবর্ণ- ২টি (ঐ, ঔ)। (অ+ই = ঐ, এবং অ+উ= ঔ)।

☑ অর্ধ-স্বর → ৪ টি (ই উ এ ও)।

☑ হ্রস্ব-স্বর→ ৪ টি (অ ই উ ঋ)।

☑ দীর্ঘ-স্বর→ ৭ টি (আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ)।

	পূর্ণ মাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ:	৬	১	৪
ব্যঞ্জনবর্ণ:	২৬	৭	৬
বর্ণমালা:	৩২	৮	১০

☑ মাত্রাযুক্ত বর্ণ- ৩২ টি।

☑ মাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জন- ৩৩ টি।

☑ এ্যা/ অ্যা বাংলা বর্ণমালার স্বতন্ত্র এক স্বরধ্বনি।

☑ একাক্ষর শব্দে উচ্চারণ দীর্ঘ হয়- আ, ও।

☑ বাংলা বর্ণমালার ৫০টি বর্ণকে বলা হয়- সরল/ অসংযুক্তবর্ণ।

☑ কোন স্বরবর্ণটি পুরোপুরি স্বরবর্ণ নয়- ঋ (অর্ধ ব্যঞ্জন)।

☑ যৌগিক স্বরের অপর নাম- সান্ধ্যক্ষর, দ্বিস্বর, সন্ধিস্বর।

❖ **উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির ৭টি অবস্থান:**

স্থান	সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলকৃতি
উচ্চ/সংবৃত	ই/ ঈ		উ/ ঊ
উচ্চমধ্য/ "	এ		ও
নিম্ন মধ্য/বিবৃত	অ্যা		অ
নিম্ন/বিবৃত		আ	

❑ স্বরবর্ণে ২ ধরনের উচ্চারণ পাওয়া যায়- যথা:
১) সংবৃত (সংবরণ থেকে উৎপত্তি)
২) বিবৃত (বিবরণ থেকে উৎপত্তি)

➤ সাধারণত 'অ' ও 'এ' ধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়।

❑ সংবৃত উচ্চারণে- মুখের আকৃতি গোল হয়।

❑ বিবৃত উচ্চারণে মুখের আকৃতি চ্যাপ্টা হয়।

অ → 'অ'- এর মতো উচ্চারণ- বিবৃত (অনেক)
অ → 'ও'-এর মতো উচ্চারণ- সংবৃত (অতি)

এ → 'এ' এর মতো উচ্চারণ - সংবৃত (একটি)
এ → 'এ্যা' এর মতো উচ্চারণ- বিবৃত (এক)

☑ বানান- ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরধ্বনির বৈধ মিলনই হল 'বানান'।

☑ উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়: যথা: ১) ঘোষ ধ্বনি (২) অঘোষ ধ্বনি।

☑ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালাকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১) কণ্ঠ্য ধ্বনি (২) তালব্য ধ্বনি ৩) মূর্ধা ধ্বনি (৪) দন্ত্য ধ্বনি (৫) ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

-:ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ:-

	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ (১)	মহাপ্রাণ (২)	অল্পপ্রাণ (৩)	মহাপ্রাণ (৪)	নাসিক্য (৫)
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

সূত্র (১): কোন বর্ণের অবস্থান যদি বিজোড় কলামে হয় অর্থাৎ ১, ৩, ৫ কলামের হয় তাহলে বর্ণটি অল্পপ্রাণ। অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে বাতাসের চাপ কম থাকে এবং 'হ' কার জাতীয় বর্ণ উচ্চারিত হয় না। ক, গ ইত্যাদি।

সূত্র (২): কোন বর্ণের অবস্থান যদি জোড় কলামে হয় অর্থাৎ ২, ৪ কলামের মধ্যে হয় তাহলে বর্ণটি মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে বাতাসের চাপ বেশি থাকে। এবং এক ধরনের 'হ'কার জাতীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

সূত্র (৩): কোন বর্ণের অবস্থান যদি ১ ও ২ এর মধ্যে থাকে তাহলে বর্ণটি অঘোষ বর্ণ। অঘোষ বর্ণের উচ্চারণে স্বরতন্ত্রি অনুরণিত হয় না এবং উচ্চারণ কালে স্থান ও করণের আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ শ্রুত হয় না। এ ধরনের বর্ণকে অঘোষ বা শ্বাস বর্ণ বলা হয়। যথা: ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, প, ফ, শ, ষ, স।

সূত্র (৪): কোন বর্ণের অবস্থান যদি ১ ও ২ কে ছাড়িয়ে ৩, ৪ ও ৫নং কলামের মধ্যে হয় তাহলে বর্ণটি ঘোষ ধ্বনি। ঘোষ বর্ণের উচ্চারণে স্বরতন্ত্রি অনুরণিত হয় এবং উচ্চারণ কালে স্থান ও করণের আঘাত জনিত ঘোষ বা শব্দ শ্রুত হয়। এ ধরনের বর্ণকে ঘোষ বলে। প্রতি বর্গের শেষ ৩টি বর্ণ এবং 'হ'।

সূত্র (৫): কোন বর্ণের অবস্থান যদি ৫নং কলামে হয় তাহলে বর্ণটি নাসিক্য বর্ণ। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। N- উচ্চারণ চিহ্নিত।

তাড়নজাত	পার্শ্বিক	কম্পনজাত	উষ্ম/ শীর্ষ	অন্তঃস্থ ধ্বনি	পরাশ্রয়ীধ্বনি
ড়, ঢ়	ল	র	হ	য	ং
			শ	য়	ঃ
			ষ	ল	ঁ
			স	ব	

◈ 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত- স্পর্শ বর্ণ।

◈ স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত বর্ণকে- **অন্তঃস্থ** বর্ণ বলে। যথা: য, র, ল, ব।

◈ **উষ্মবর্ণ-** বায়ু প্রধান (শ, ষ, স, হ)।

◈ **স্পৃষ্ট বর্ণ-** ক-বর্গ, ট-বর্গ এবং প-বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখ-বিহবরের বিশেষ স্থান সৃষ্টি হয়।

◆ চ, ছ,জ, ঝ- এদের উচ্চারণকালে জিহবা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজতা ধ্বনি বের হয় বলে এগুলো-কে **ঘৃষ্ট বর্ণ** বলে।

◆ তাড়নজাত বর্ণ→ড়, ঢ়।

◈ কম্পনজাত বর্ণ→ র।

◈ পার্শ্বিক বর্ণ→ ল।

◈ পরাশ্রয়ী বর্ণ→ ৩ টি(ং ঃ ঁ)।

◈ নাসিক্য বর্ণ→ ৫ টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)।

◈ শিশ বর্ণ- শ, ষ, স।

◈ 'ং', ঃ- কে অযোগবাহ বর্ণ বলে।

◈ ঁ- অনুনাসিক বর্ণ।

◈ বাঙালি শিশুরা প-বর্গ বা ওষ্ঠ্য বর্ণগুলো আগে শেখে।

◈ (ঃ) বিসর্গ এর উচ্চারণ- 'হ' এর মত।

◈ কোন দুটি বর্ণের পৃথক কোন উচ্চারণ নেই- ঙ, ং।

◈ কোন বর্ণটিকে পৃথক কোন বর্ণ বলা চলে না- ৎ (ত = ৎ)।

-:যুক্তবর্ণ:-

❖ ক্ষ = ক্ + ষ (শিক্ষক, বৃক্ষ, দক্ষ)।
❖ ক্ষ্ম = ক্ + ষ্ + ম (যক্ষ্মা, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী)।
❖ হ্ম = হ্ + ম (ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মা)।
❖ ষ্ণ = ষ্ + ণ (কৃষ্ণ, উষ্ণ)।
❖ হ্ন = হ্ + ন (মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, বহ্নি)।
❖ হ্ণ = হ্ + ণ (পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ)।
❖ হৃ/ হৃ = হ্ + ঋ (হৃদয়, সুহৃদ, হৃত)।
❖ ঞ্জ = ঞ্ + জ (গঞ্জ, অঞ্জন, খঞ্জন)।
❖ জ্ঞ = জ্ + ঞ (জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞানী)।
❖ ঞ্চ = ঞ্ + চ (সঞ্চয়, প্রবঞ্চনা)।
❖ ঞ্ছ = ঞ্ + ছ (বাঞ্ছা, বাঞ্ছনীয়)।
❖ ত্থ = ত্ + থ (উত্থান, উত্থাপিত)।
❖ ট্ট (ট্ + ট): ট্র (ট্ + র);
❖ ত্র (ত্ + র): ত্রু (ত্ + র্ + উ):
❖ ক্র (ক্ + র); ন্ত্র্য (ন্ + ত্ + র্ + য);
❖ রু (র্ + উ); রূ (র্ + ঊ);
❖ ক্স (ক্ + স)।

-:ধ্বনির পরিবর্তন:-

স্বর ধ্বনির পরিবর্তন	ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন
স্বরাগম, অপিনিহিতি, অসমীকরণ, স্বরসঙ্গতি, স্বরলোপ	ধ্বনির বিপর্যয়, সমীভবন, বিষমীভবন, দ্বিত্ব ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন বিকৃতি, ব্যঞ্জনচ্যুতি, অন্তর্হতি, অভিশ্রুতি

০১ স্বরাগম: স্বর+আগম (স্বরের আগমন)। উচ্চারণের সুবিধার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে শব্দের আদি, মধ্য কিংবা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমনকে স্বারাগম বলে। যেমন- রত্ন > রতন

■ রত্ন = র্+অ+ত্+ন্+অ= ৫টি ধ্বনি কিন্তু

■ রতন=র্+অ+ত্+অ+ন্+অ= ৬টি ধ্বনি।

অর্থাৎ এখানে নিম্নরেখাযুক্ত 'অ' ধ্বনিটির আগমন ঘটেছে।

☛ স্বারাগম তিন ধরনের–

১. আদ্য স্বারাগম (শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন)।
২. মধ্য স্বারাগম/স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ(শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন)।
৩. অন্ত্য স্বারাগম (শব্দের অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন)।

আদ্য স্বারাগম	মধ্যস্বারাগম/ স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ	অন্ত্য স্বারাগম
স্কুল > ইস্কুল	রত্ন > রতন	দিশ্ > দিশা

স্টেশন> ইস্টেশন	প্রীতি > পিরিতি	পোখত্> পোক্ত
স্তাবল> আস্তাবল	মুক্তা > মুকুতা	বেঞ্চ > বেঞ্চি
স্পর্ধা> আস্পর্ধা	গ্রাম > গেরাম	সত্য > সত্যি

☐ অপিনিহিতি: অপি (পূর্বে)+ নিহিতি (সাধিত)। পরের 'ই'-কার কিংবা 'উ'-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জনের আগে 'ই' কিংবা 'উ' উচ্চারিত হলে থাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন-আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, কাব্য > কাইব্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর।

নোট: এখানে বিবেচ্য বিষয়- কারগুলো বর্ণের পরে উচ্চারিত হয়।

☐ অসমীকরণ: একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়াকে অসমীকরণ বলে।

ধপ+ধপ > ধপাধপ, টপ+টপ > টপাটপ, পট+পট > পটাপট।

☐ স্বরসঙ্গতি: একটি স্বরের কারণে অন্য স্বরের পরিবর্তন হওয়াকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মুলা > মুলো। এখানে 'মুলা' শব্দের 'আ'-কারটি 'মুলো' শব্দে 'ও'-কারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

☛ **স্বরাগম ৫ ধরনের–**

১. প্রগত স্বরসঙ্গতি (পরের স্বরের পরিবর্তন) (আদ্য স্বর অনুযায়ী)।
২. পরাগত স্বরসঙ্গতি (আগের স্বরের পরিবর্তন) (অন্ত্য স্বর অনুযায়ী)।
৩.মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (মধ্য স্বরের পরিবর্তন)(আদ্য ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী)।
৪. অন্যান্য স্বরসঙ্গতি (উভয় স্বরের পরিবর্তন) (পরস্পরের প্রভাবে)।
৫. চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি

প্রগত	পরাগত	মধ্যগত	অন্যান্য	চলিত বাংলায়
মুলা>মুলো	আখো>এখো	বিলাতি>বিলিতি	মোজা>মুজো	ইচ্ছা>ইচ্ছে
শিকা> শিকে	দেশি > দিশি	[illegible]	[illegible]	মিঠা>মিঠে
তুলা> তুলো	লিখা> লেখা	[illegible]	[illegible]	মিলা> মেলা
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

☛ **বিশেষ নিয়মে স্বরসঙ্গতি: এখনি > এখুনি, উড়নি > উড়ুনি।**

☐ সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ: দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যের স্বরধ্বনির লোপকে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ বলে। যেমন- বসতি > বস্‌তি/বস্তি

■ বসতি= ব্+অ+স্+অ+ত্+ই=৬ টি কিন্তু

■ বস্‌তি/বস্তি= ব্+অ+স্+ত্+ই=৫ টি। অর্থাৎ এখানে উপরের নিম্নরেখাযুক্ত 'অ' ধ্বনিটির লোপ ঘটেছে।

☛ **স্বরলোপ তিন ধরনের–**

১. আদ্য স্বরলোপ (শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির লোপ)।
২. মধ্য স্বরলোপ (শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির লোপ)।
৩. অন্ত্য স্বরলোপ (শব্দের অন্ত্যে স্বরধ্বনির লোপ)।

আদ্য স্বরলোপ	মধ্য স্বরলোপ	অন্ত্য স্বরলোপ
অলাবু>লাবু > লাউ উদ্ধার> উধার > ধার	জানালা > জান্‌লা সুবর্ণ > স্বর্ণ	আশা > আশ সন্ধ্যা > সাঁঝ আজি > আজ লজ্জা > লাজ

☐ ধ্বনি বিপর্যয়: শব্দের দুটো ব্যঞ্জন পরস্পর স্থান পরিবর্তন করলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন- রিকসা > রিস্‌কা। এখানে 'রিকসা' শব্দের মধ্যবর্তি 'ক' ব্যঞ্জনটি 'রিকসা' শব্দের শেষে চলে গেছে এবং শেষের 'স' ব্যঞ্জনটি মধ্যে এসে গেছে।

বাকস > বাসক, পিচাশ > পিশাচ, লাফ > ফাল, লোকসান > লোসকান, তলোয়ার > তরোয়াল

☐ সমীভবন (সমান করার প্রক্রিয়া): শব্দমধ্যস্থ্য দু'টো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, জন্ম > জম্ম। এখানে 'জন্ম' শব্দের 'ন্ম' দুটো ভিন্ন ধ্বনি থেকে 'জম্ম' শব্দের 'ম্ম' একই ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারকেই বলা হয় সমীভবন।

☛ **সমীভবন ৩ প্রকার:**

(১) প্রগত সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত পরিবর্তন।
(২) পরাগত সমীভবন : পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনির মত পরিবর্তন।
(৩) অন্যান্য সমীভবন : পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিরই পরিবর্তন।

প্রগত সমীভবন	পরাগত সমীভবন	অন্যান্য সমীভবন
চক্র > চক্ক / চক্ক পক্ব > পক্ক/পক্ক পদ্ম > পদ্দ লগ্ন > লগ্গ	তৎ+জন্য > তজ্জন্য তৎ+হিত > তদ্ধিত উৎ+মুখ > উন্মুখ	সত্য > সচ্চ বিদ্যা > বিজ্জা

☐ বিষমীভবন (অসমান করার প্রক্রিয়া): দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিসমীভবন বলে। যেমন, লাল> নাল। এখানে দু'টো সমবর্ণ অর্থাৎ দুটোই 'ল' ধ্বনির একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারটিই হচ্ছে বিষমীভবন।

শরীর > শরীল, আরমারি > আলমারি, লাঙল > নাঙল।

☐ দ্বিত্ব ব্যঞ্জন/ ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা/বর্ণ দ্বিত্বতা (দ্বিত্ব-দুই): কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে। যেমন-

পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, সবাই > সব্বাই ইত্যাদি।

☐ ব্যঞ্জনচ্যুতি: পাশাপাশি সম উচ্চারণের দু'টো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এ লোপকেই ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন-

বড়দাদা>বড়দা,	বৌদিদি>বৌদি,
বড়দিদি>বড়দি,	ছোটদাদা>ছোটদা ইত্যাদি।

☐ ব্যঞ্জনবিকৃতি: শব্দ-মধ্যে কোন কোন সময় ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে ব্যঞ্জন বিকৃত বলে। যেমন-

কবাট>কপাট, ধোবা>ধোপা, ধাইমা>দাইমা ইত্যাদি।

☐ অন্তর্হতি: পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে গেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন-

ফাল্গুন>ফাগুন, ফলাহার>ফলার, আলাহিদা>আলাদা ইত্যাদি।

☐ অভিশ্রুতি: অপিনিহিতির প্রভাবজাত 'ই' বা 'উ'-ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। সাধু ক্রিয়াপদ অভিশ্রুতির মাধ্যমে চলিত রূপ লাভ করে। যেমন-

করিয়া>করে, শুনিয়া>শুনে, বলিয়া>বলে, হাটুয়া>হেটো, মাছুয়া>মেছো ইত্যাদি।

-:'ণ'-ত্ব ও 'ষ'-ত্ব বিধান:-

➡ 'ণ'-ত্ব ও 'ষ'-ত্ব বিধান ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

➡ শুধু তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এবং 'ষ' ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'ণ'ত্ব ও 'ষ' ত্ব বিধান তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দগুলো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

'ণ'-ত্ব: বিধানের সূত্রঃ

➡ ঋ, র, ষ- এরপর 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন: ঋণ, মরণ, ভাষণ।

➡ ঋ = ঋ, ৃ

➡ র = র, র্, ্র {ঋ, র, ষ-এর এই রূপগুলো রয়েছে}

➡ ষ = ষ, ক্ষ

➡ ঋ, র, ষ-এরপর যদি অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় (অন্য বর্ণের উপস্থিত ছাড়া) স্বর-ধ্বনি/ স্বর-বর্ণ, ক- বর্গ, প-বর্গ, য, য়, হ এবং 'ং' আসে তারপরেও 'ণ' বসে। গ্রহণ, রামায়ণ, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।

ঋ, ৃ, র, র্, ্র, ষ, ক্ষ	এরপর →	ক- বর্গ, প- বর্গ, য, য়, হ, ং এবং স্বর-ধ্বনি/ বর্ণ	থাকলে →	তারপরও ণ বসে।

➡ ট- বর্গের আগে যুক্তাবস্থায় 'ণ' বসে। কণ্টক, ভণ্ড, কাণ্ড। কিন্তু যদি যুক্তাবস্থায় না থাকে তাহলে 'ন' হবে- নটবর।

➡ **কিছু কিছু শব্দে স্বভাবত 'ণ' বসেঃ**

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফোণী বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ

☑ **যেখানে 'ণ' ব্যবহৃত না হয়ে 'ন' ব্যবহৃত হয়:** (নিয়ম ছাড়া ও অতৎসম শব্দে)ঃ-

➡ 'ত'- বর্গীয় বর্ণের সাথে যুক্তাবস্থায় 'ন' বসে। অন্ত, গ্রন্থ।

➡ বিদেশী শব্দে নিয়ম অনুসারে 'ণ' হওয়া সত্ত্বেও 'ন' বসবে। যেমনঃ কুরান, ইরান, গর্ভনর, কর্নেল, মডার্ন, হর্ন, জার্মান।

☛ **সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দে 'ণ-ত্ব' বিধান খাটে না। যদিও সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দ দেখে চিনে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে যেসব শব্দ আমরা ব্যবহার করি তার একটা তালিকা দিচ্ছি:**

দুর্নিবার	বহির্গমন	পরিবহন	ছাত্রনিবাস	পরনিন্দা
গরীয়ান	ত্রিভুবন	চক্ষুষ্মান	নির্নিমেষ	চারুনেত্রা
পুনর্বার	প্রনষ্ট	অগ্রনেতা	বরানুগমন	চারুনেত্রা
বরীয়ান	সর্বনাম	অগ্রনায়ক	মোহনিদ্রা	দুরন্বয়
শ্রীমান	দুর্নীতি	নিষ্পন্ন	আয়ুষ্মান	বীরেন
অহর্নিশ	দুর্নাম	হরিনাম	পুরুষানুক্রমে	নির্গমন
ত্রিনেত্র	নরেন্দ্র	ত্রিনয়ন	জ্যোতিষ্মান	দুরন্বয়
চিরনিদ্রা	শ্রীরেন	রূপবান	দুর্নিরীক্ষ্য	

➡ **তদ্ভব ক্রিয়া পদে 'ণ' না বসে 'ন' বসে:**

সরানো	করেন	কষেন	করানো	ধরুন
ধরানো	পারেন	ঘোরানো	ঝরানো	চরানো
সারেন	ফিরানো	কষুন	পরানো	পরুন

নোটঃ 'ধরন' একটি বিচিত্র শব্দ। এখানে স্ব-ভাবতই 'ন' বসবে। অথচ ধারণ, ধারণা, শব্দে 'ণ' বসবে।

➡ বাংলা শব্দ বলে নিম্ন লিখিত শব্দগুলোতে 'র' এরপর 'ণ' না বসে 'ন' বসে।

> **ঝরনা, পুরানো, রানি, ঘরনি, চিরুনি, কুরানি, ধরন, পরান, ধরনা, পরন, পারানি, পুরান (পুরাতন অর্থে)**

▯ ষ-ত্ব বিধানের সূত্র :

অ আ	ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ
স	ষ

➪ অ, আ ভিন্ন অন্যসব স্বরধ্বনির পর 'ষ' বসে।
যেমন: আবিষ্কার, পরিষ্কার, নিষ্ফল, দোষ।

➪ ট, ঠ- এর আগে 'ষ' বসে। কষ্ট, মিষ্টি, অষ্টম, নিষ্ঠা।

➪ কিছু কিছু শব্দে স্বভাবতই 'ষ' বসে। যেমন: আষাঢ়, ভাষা, বর্ষা, কর্ষণ, আকর্ষণ, ভাষণ, আভাষ, অভিলাষ ইত্যাদি।

▯ যেখানে 'ষ' বসে না :

➪ সাৎ- প্রত্যয় যুক্ত হলে 'ষ' না বসে 'স' বসে। অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

➪ অসংস্কৃত ও বিদেশি শব্দে 'ষ' বসে না। যেমন: জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট, স্টেশন, স্টুডিও, স্টোর, ফটোস্ট্যাট, স্টার, পোস্টার, সেমিস্টার, আপস।

-: সন্ধি :-

■ সম+ধি= সন্ধি (মিলন)। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, অন্বয়যুক্ত, সন্নিহিত দু'টো ধ্বনির বা বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি। যেমন- আশা+অতীত= আশাতীত। এখানে 'আ+অ=আ' হয়েছে।

■ সন্ধির উদ্দেশ্য- উচ্চারণের সহজপ্রবণতা এবং ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

■ সন্ধি
- বাংলা শব্দের সন্ধি → স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি
- তৎসম শব্দের সন্ধি → স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসর্গ সন্ধি

■ বিসর্গ সন্ধি
- → র-জাত (অন্তঃ+আত্মা= অন্তরাত্মা)
- → স-জাত (নমঃ+কার= নমস্কার)

■ স্বর সন্ধি: স্বর+স্বর

■ ব্যঞ্জন সন্ধি: স্বর+ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন+স্বর, ব্যঞ্জন+ ব্যঞ্জন

■ বিসর্গ সন্ধি: বিসর্গ+স্বর/ব্যঞ্জন

-:স্পেশাল স্বরসন্ধি:-

প্রাণাধিক	= প্রাণ + অধিক	মহৈশ্বর্য	= মহা + ঐশ্বর্য
মহৌষধি	= মহা + ওষধি	নীলোৎপল	= নীল + উৎপল
বধূৎসব	= বধূ + উৎসব	গত্যন্তর	= গতি + অন্তর
বধূক্তি	= বধূ + উক্তি	শীতার্ত	= শীত + ঋত
কথোপকথন	= কথা + উপকথন	উত্তমর্ণ	= উত্তম + ঋণ
অধমর্ণ	= অধম + ঋণ	মস্যাধার	= মসী + আধার

মাত্রাদেশ	= মাতৃ + আদেশ	পশ্বাচার	= পশু + আচার
জনৈক	= জন + এক	রত্নাকর	= রত্ন + আকর
বিদ্যালয়	= বিদ্যা + আলয়	যথেচ্ছা	= যথা + ইচ্ছা
পরীক্ষা	= পরি + ঈক্ষা	অত্যন্ত	= অতি + অন্ত
নাবিক	= নৌ + ইক	অন্বেষণ	= অনু + এষণ
গবেষণা	= গো + এষণা	স্বাগত	= সু + আগত
যদ্যপি	= যদি + অপি	পিত্রালয়	= পিতৃ + আলয়
শুভেচ্ছা	= শুভ + ইচ্ছা	বহ্নুৎসব	= বহ্নি + উৎসব
পর্যন্ত	= পরি + অন্ত	নবোঢ়া	= নব + ঊঢ়া
পরিচ্ছেদ	= পরি + ছেদ	স্বাধীনতা	= স্ব + অধীনতা
পর্যালোচনা	= পরি + আলোচনা	ক্ষুধার্ত	= ক্ষুধা + ঋত
জলৌকা	= জল + ওকা	মন্বন্তর	= মনু + অন্তর
আদ্যোপান্ত	= আদি + উপান্ত	ব্যর্থ	= বি + অর্থ
উপর্যুক্ত	= উপরি + উক্ত	গায়ক	= গৈ + অক
লবণ	= লো + অন	পর্যায়	= পরি + আয়
দ্বীপান্তর	= দ্বীপ + অন্তর	যুগান্তর	= যুগ + অন্তর
স্বেচ্ছা	= স্ব + ইচ্ছা	শশাঙ্ক	= শশ + অঙ্ক
নদ্যুপকণ্ঠ	= নদী + উপকণ্ঠ	কথামৃত	= কথা + অমৃত
প্রত্যহ	= প্রতি + অহ	মাত্রুপদেশ	= মাতৃ + উপদেশ
সহস্রাব্দ	= সহস্র + অব্দ	কালান্তর	= কাল + অন্তর

-:স্পেশাল ব্যঞ্জন- সন্ধি:-

বসুন্ধরা	= বসুম + ধরা	সচ্চরিত্র	= সৎ + চরিত্র
কিম্ভূত	= কিম্ + ভূত	সদুপদেশ	= সৎ + উপদেশ
বৃক্ষচ্ছায়া	= বৃক্ষ + ছায়া	আলোকচ্ছটা	= আলোক + ছটা
প্রিয়ংবদা	= প্রিয়ম্ + বদা	বিচ্ছেদ	= বি + ছেদ
কিন্তু	= কিম্ + তু	জগন্নাথ	= জগৎ + নাথ
তন্ময়	= তৎ + ময়	সঞ্জীবন	= সম + জীবন
সম্পাদন	= সম + পাদন	সংকলন	= সম + কলন
বাগাড়ম্বর	= বাক্ + আড়ম্বর	ষড়ঋতু	= ষট্ + ঋতু
দ্যুলোক	= দিব্ + লোক	দ্রষ্টব্য	= দৃশ + তব্য
সদাশয়	= সৎ + আশয়	সংবাদ	= সম্ + বাদ
সংগীত	= সম্ + গীত	এদ্দুর	= এত + দূর
রাজ্ঞী	= রাজ্ + নী	সম্রাট	= সম্ + রাট
ভাগ্য	= ভজ্ + য	চলচ্চিত্র	= চলৎ + চিত্র
উজ্জ্বল	= উৎ + জ্বল	মৃন্ময়	= মৃৎ + ময়
ষষ্ঠ	= ষষ্ + থ	সুবন্ত	= সুপ + অন্ত
অহঙ্কার	= অহম +কার	সঞ্চয়	= সম্ + চয়
কুজ্ঝটিকা	= কুৎ + ঝটিকা	প্রেম	= প্রিয় + ইমন
সন্নিহিত	= সম্ + নিহিত	নশ্বর	= নশ্ + বর
সংশপ্তক	= সম্ + শপ্তক	পদ্ধতি	= পদ্ + হতি
উদ্ধত	= উৎ + হত	কিংবদন্তি	= কিম + বদন্তি
সংবর্ধনা	= সম + বর্ধনা	স্বয়ংবরা	= স্বয়ম + বরা
সংশয়	= সম + শয়	সংশোধন	= সম + শোধন
ভক্ত	= ভজ্ + ত	পিচ্ছন্ত	= পিচ্ + অন্ত
বাগযন্ত্র	= বাক্ + যন্ত্র	মূঢ়	= মুহ্ + ত
সংহতি	= সম + হতি	সম্রাজ্ঞী	= সম + রাজ্ঞী
সর্বংসহা	= সর্বম + সহা	যাচক= যাচ + অক (ব্যতিক্রম)	

-:স্পেশাল বিসর্গ- সন্ধি:-

আশীর্বাদ	= আশীঃ + বাদ	মনোহর	= মনঃ + হর
মনোভিলাষ	= মনঃ + অভিলাষ	অতএব	= অতঃ + এব

সরোবর	= সরঃ + বর	সদ্যোজাত	= সদ্যঃ + জাত
পুনর্বার	= পুনঃ + বার	অন্তর্বর্তী	= অন্তঃ + বর্তী
অন্তর্ধান	= অন্তঃ + ধান	শিরশ্ছেদ	= শিরঃ + ছেদ
নিস্পন্দ	= নিঃ + স্পন্দ	দুরাত্মা	= দুঃ + আত্মা
দুরবস্থা	= দুঃ + অবস্থা	প্রাতরাশ	= প্রাতঃ + আশ
নীরব	= নিঃ + রব	নীরস	= নিঃ + রস
দুর্যোগ	= দুঃ + যোগ	তপোবন	= তপঃ + বন
নিরবধি	= নিঃ + অবধি	নিশ্চয়	= নিঃ + চয়
নিষ্পাপ	= নিঃ + পাপ	পুনর্মিলন	= পুনঃ + মিলন
চতুষ্কোণ	= চতুঃ + কোণ	নিশ্বাস	= নিঃ + শ্বাস
নীরব	= নিঃ + রব	মনস্তাপ	= মনঃ + তাপ
পুনর্জন্ম	= পুনঃ + জন্ম	নিষ্ঠা	= নিঃ + ঠা
ইতস্তত	= ইতিঃ + তত	নীরন্ধ্র	= নিঃ + রন্ধ্র
নিস্তব্ধ	= নিঃ + স্তব্ধ	দুঃস্থ	= দুঃ + স্থ
দুশ্চরিত্র	= দুঃ + চরিত্র	অন্তরঙ্গ	= অন্তঃ + অঙ্গ
দুর্লভ	= দুঃ + লভ	নীরোগ	= নিঃ + রোগ
নমস্কার	= নমঃ + কার	তিরস্কার	= তিরঃ + কার
নিষ্পাপ	= নিঃ + পাপ	নিষ্প্রাণ	= নিঃ + প্রাণ
চতুষ্কোণ	= চতুঃ + কোণ	পুনরুত্থান	= পুনঃ + উত্থান
নিরবধি	= নিঃ + অবধি	নির্ণয়	= নিঃ + নয়

বি.দ্র: অব্যয় পদের কোন সন্ধি হয় না।

-:নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি:-

ষাট বছর বয়সী তুহিনের প্রৌঢ় দাদু স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে স্বীয় শক্তির বলে নিষ্পাপ বিম্বোষ্ঠ মেয়েদের রক্তোষ্ঠ করে সীমন্তের সিঁদুর মুছে কুলটা করে দিল। যা দেখে অক্ষৌহিণী এবং অন্যান্য রমণীরা গবাক্ষ খুলে সারঙ্গ বাজিয়ে মার্তণ্ডের দেবতা গবেন্দ্র ও শুদ্ধোদনের কাছে বিচার জানালো।

প্রৌঢ়	= প্র+ঊঢ়	স্বৈর	= স্ব+ ঈর
স্বীয়	= স্ব+ঈয়	বিম্বোষ্ঠ	= বিম্ব+ওষ্ঠ
রক্তোষ্ঠ	= রক্ত+ওষ্ঠ	সীমন্ত	= সীমন+অত
কুলটা	= কুল+অটা	অক্ষৌহিণী	= অক্ষ+উহিণী
অন্যান্য	= অন্য+অন্য	গবাক্ষ	= গো+অক্ষ
সারঙ্গ	= সার+অঙ্গ	মার্তণ্ড	= মার্ত+অণ্ড
গবেন্দ্র	= গো+ইন্দ্র	শুদ্ধোদন	= শুদ্ধ+ ওদন

-:নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি:-

ষোড়শ বছর বয়সী বনস্পতি এবং একাদশ বছর বয়সী বৃহস্পতি পরস্পর তস্কর। চুরি করে গোষ্পদ। যা দেখে আশ্চর্য হয় হিন্দি ছবির নায়িকা মনীষা কৈরালা। আশ্চর্য হয়ে জানায় দ্যুলোকের দেবতা শরচ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র এবং পতঞ্জলি-কে। পরবর্তিতে পাপের প্রায়শ্চিত্তে জন্য তাদের বিশ্বামিত্রের কাছে পাঠানো হয়।

ষোড়শ	= ষট্+দশ	বনস্পতি	= বন+পতি
একাদশ	= এক+দশ	বৃহস্পতি	= বৃহৎ+পতি
পরস্পর	= পর+পর	তস্কর	= তৎ+কর
গোষ্পদ	= গো+পদ	আশ্চর্য	= আ+চর্য
মনীষা	= মনস+ঈষা	দ্যুলোকে	= দিব+লোক
শরচ্চন্দ্র	= শরৎ+চন্দ্র	হরিশ্চন্দ্র	= হরি+চন্দ্র
পতঞ্জলি	= পতৎ+অঞ্জলি	প্রায়শ্চিত্ত	= প্রায়+চিত্ত
বিশ্বামিত্র	= বিশ্ব+মিত্র		

-:বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি:-

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাকে পরিষ্কার ও সংস্কার করে বাংলাতে উত্থান করে উত্থাপন করেন। উত্থাপিত এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতিকে পরিষ্কৃত করেছে।

সংস্কৃত	= সম+কৃত	পরিষ্কার	= পরি+কার
সংস্কার	= সম+কার	উত্থান	= উৎ+স্থান
উত্থাপন	= উৎ+স্থাপন	উত্থাপিত	= উৎ+স্থাপিত
পরিষ্কৃত	= পরি+কৃত	সংস্কৃতি	= সম+কৃতি

-:নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গসন্ধি:-

অহর্নিশ ভাস্কর বাচস্পতি প্রাতঃকালে শিরঃপীড়ায় পড়ে পুত্র অহরহ আস্পদ দেখে মনঃকষ্ট পেলেন।

অহর্নিশ	= অহঃ+নিশা	ভাস্কর	= ভাঃ+কর
বাচস্পতি	= বাচঃ+পতি	প্রাতঃকালে	= প্রাতঃ+কাল
শিরঃপীড়া	= শিরঃ+পীড়া	অহরহ	= অহঃ+অহ
আস্পদ	= আঃ+পদ	মনঃকষ্ট	= মনঃ+কষ্ট

-:পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ:-

➡ **ব্যতিক্রমধর্মী কিছু পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রী-বাচক রূপ :**

১. শুক (পাখি)- সারি　　২. কুলি- কামিন
৩. গুরু- গুর্বী　　৪. গো- গর্বী
৫. বিধাতা- বিধাত্রী　　৬. শ্বশুড়- শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
৭. মানুষ- মানুষী　　৮. মনুষ্য- মনুষী (সুন্দর মানসিকতা)

➡ **এ ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ স্ত্রী-বাচক শব্দ :**

রাজা - রাজ্ঞী　　ষন্ড (ষাঁড়) - গাবী (গাভী)
ঋষি - ঋষ্যানী, ঋষিকা　　ব্রহ্মা - ব্রহ্মাণী
ভব - ভবানী　　আচার্য - আচার্যানী
শূর্পনখ - শূর্পনখা

➡ **একটি পুরুষ বাচক শব্দের ২টি স্ত্রী-বাচক রূপ :**

১.ভাই- বোন, ভাবী　　৭. শূদ্র- শূদ্রা, শূদ্রানী
২.দেবর- ননদ, জা　　৮. ক্ষত্রিয়- ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী
৩.সিংহ- সিংহী, সিংহিনী　　৯. বিহঙ্গ- বিহঙ্গী, বিহঙ্গিনী
৪.অভাগা- অভাগী, অভাগিনী　　১০. চন্দ্রমুখ-চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা
৫.মাতঙ্গ- মাতঙ্গী,মাতঙ্গিনী　　১১. সুনয়ন- সুনয়না, সুনয়নী
৬.গোপ- গোপী,গোপিনী　　১২. রজক- রজকী, রজকিনী
(বাংলায়) ১৩. ডাক্তার- ডাক্তারনী (অবজ্ঞার্থে), মহিলা ডাক্তার।

বি:দ্র:- এগুলো স্ত্রী-বাচক থেকে পুরুষ- বাচকও হতে পারে।

➡ **একটি পুরুষবাচক শব্দের ৩টি স্ত্রী-বাচক শব্দ :**

১. দাদা- দিদি, বউদি, দাদি
২. সুকেশ- সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী (সাধারণ)
৩. হেমাঙ্গ- হেমাঙ্গা, হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী (সাধারণ)
৪. শিক্ষক- শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী (ছাত্রী), শিক্ষক পত্নী

➡ **তুচ্ছার্থক অথবা অবজ্ঞার্থক স্ত্রী-বাচক শব্দ :**

১. মাস্টার- মাস্টারনী　　২. জমিদার- জমিদারনী
৩. দারোগা- দারোগানী　　৪. ডাক্তার - ডাক্তারনী
৫. ফকির- ফকিরনী

➡ **ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় (শুধু বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :**

১. নাট্য- নাটিকা
২. গীত - গীতিকা (গানের অন্তরা)
৩. মালা - মালিকা (মালা বানাবার উপকরণ)
৪. পুস্তক - পুস্তিকা (চটি বই)
৫. একাঙ্ক- একাঙ্কিকা (এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক)

বি:দ্র: - এগুলো স্ত্রীবাচক প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।

➡ **বৃহদর্থে 'আনী' প্রত্যয় (বস্তুবাচক):**

১. অরণ্য - অরণ্যানী (বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল)
২.হিম - হিমানী (বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বরফ)
৩. বন - বনানী (বিস্তৃত বনাঞ্চল)।

➡ **কতিপয় বিদেশী শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ :**

১. খান - খানম　　৪. মালেক - মালেকা
২. সুলতান - সুলতানা　　৫. মুহতারিম - মুহতারিমা
৩. মরদ - জেনানা

➡ **নিত্য পুরুষ-বাচক শব্দ :**

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থায় পীর ,দরবেশ ও মওলানাদের কোন খানা নাই। কারণ এখানে সেনাপতি ও দলপতির সাহায্যে বিচারপতির মাধ্যমে যোদ্ধাদের (যুদ্ধাপরাধী) বিচার করেন। তাই এ অবস্থায় কবিরাজের স্ত্রীন তাড়ানোর যেমন সুযোগ নাই তেমনি অকৃতদারের কৃতদার সেজে ঢাক (ঢাকী) বাজানোরও কোন সুযোগ নাই ।

➡ **নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দ :** সধবা ও বিধবা এই দুই সতীন ছিল অসূর্যম্পশ্যা অরক্ষনীয়া । কিন্তু তাদের সৎমা তাদের কলঙ্কিনী, কুলটা বলে অপবাদ দিল কিন্তু তারা ছিল অপ্সরা পরী। সেজন্য তারা এয়ো ও দাইয়ের কাছে যা । কিন্তু তারাও তাদের ডাইনী পেত্নী ও শাকচুন্নি বলে গালি দেয় ।
(অরক্ষনীয়া -অবিবাহিতা, এয়ো- যার স্বামী আছে/সধবা)

➡ **উভয় লিঙ্গ বাচক (স্ত্রী-পুরুষ উভয়) শব্দ :**

শিশু, সন্তান, পাখি, জন, শিক্ষিত।

➡ **বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ :**

ক. 'তা' থাকলে -'ত্রী' হয়। নেতা-নেত্রী, কর্তা - কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা - ধাত্রী
খ. 'অত' থাকলে - 'অতী' হয়। সৎ-সতী, মহৎ- মহতী।
'বান' থাকলে - 'বতী' হয়। গুনবান-গুণবতী, রূপবান- রূপবতী।
'মান' থাকলে - 'মতি' হয়। শ্রীমান -শ্রীমতি, বুদ্ধিমান- বুদ্ধিমতি
'ঈয়ান' থাকলে - 'ঈয়সী' হয়। গরীয়ান- গরিয়সী।

গ. **বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ :**

১. সম্রাট-সম্রাজ্ঞী　　২. রাজা-রানী
৩. যুবক-যুবতী　　৪. শ্বশুর-শ্বশ্রূ
৫. নর-নারী　　৬. বন্ধু-বান্ধবী
৭. দেবর-জা　　৮. শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী
৯. স্বামী-স্ত্রী　　১০. পতি-পত্নী
১১. সভাপতি-সভানেত্রী

-:দ্বিরুক্ত শব্দ:-

'দ্বিরুক্ত' অর্থ দু'বার উচ্চারিত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোন কোন শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দু'বার ব্যবহার করলে সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ

করে। এ ধরনের শব্দের দু'বার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন- আমার জ্বর জ্বর লাগছে, তোমার কবি কবি ভাব।

■ **শব্দ**: বাক্যেও ব্যবহৃত হবে না আবার বিভক্তিযুক্তও থাকবে না।

■ **পদ**: বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা বিভক্তিযুক্ত শব্দ।

■ **অনুকার**: সাধারণত প্রাকৃতিক শব্দ

দ্বিরুক্ত শব্দ তিন প্রকার:

■ শব্দের দ্বিরুক্তি: ভাল ভাল, ফোঁটা ফোঁটা, বড় বড়।

■ পদের ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, মনে মনে আমিও একথাই ভেবেছি, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

■ অনুকার/ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি: খাঁ খাঁ, শন শন, টিপ টিপ ইত্যাদি।

পদের দ্বিরুক্তির ব্যবহার:

ক. বিশেষ্য শব্দগুলোর বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধান, ধামা ধামা ধান।

২. সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। দেখেছ তার কবি কবি ভাব।

৩. পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে: তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।

৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে: তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।

৬. আগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

খ. বিশেষণ শব্দগুলোর বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভাল ভাল নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।

২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপী, নরম নরম হাত।

৩. সামান্যতা বোঝাতে: উড়ু উড়ু ভাব, কাল কাল চেহারা।

গ. সর্বনাম শব্দ

বহু বচন বা আধিক্য বোঝাতে : সে সে লোক গেল কোথায়? কে কে এল? কেউ কেউ বলে?

ঘ. ক্রিয়া বাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।

২. স্বল্প কাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।

৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবলে কী ভাবে।

৪. পৌনঃপুনিকতাবোঝাতে: ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

ঙ. অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. পৌনঃপুনিকতাবোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে।

৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিন সুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

৫. ধ্বনি ব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটি কে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ভুল গুলো তুই আন রে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

বিভিন্ন পদ রূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ্য : বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।

২. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছল ছল বেদনায়।'

৩. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিক চিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

➡ **নির্ধারক বিশেষণ**: দ্বিরুক্তবাচক ব্যবহৃত হয়ে সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশিত হলে তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন- রাশি রাশি ধান, লাল লাল ফুল।

-:সংখ্যাবাচক শব্দ:-

■ 'সংখ্যা' মানে গণনা বা গণনা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক 'এক'।

■ সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার। যথা-

১. অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক
২. পরিমাণ বা গণনাবাচক
৩. পূরণ বা ক্রমবাচক
৪. তারিখবাচক

অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক	পরিমাণ বা গণনাবাচক	পূরণ বা ক্রমবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম/১ম	পহেলা/১লা

১. অঙ্ক বা সংখ্যাবাচক: সকল অভাঙা বা পূর্ণ অঙ্ক বা সংখ্যা। যেমন- ১, ২, ৫, ১০ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনাবাচক:

ক) ভগ্নাংশ আকারে লেখা অঙ্ক/ সংখ্যা। যেমন- $\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{4}$, ইত্যাদি।

খ) হালি, ডজন, সপ্তাহ, শতাব্দী।

গ) **ন্যূনতা জ্ঞাপক**: সিকি, পোয়া, পৌনে, আধা ($\frac{1}{2}$), আধুলি, তেহাই ($\frac{1}{3}$), চৌথা ($\frac{1}{4}$)।

ঘ) **আধিক্য জ্ঞাপক**: সোয়া ($1\frac{1}{4}$), দেড় ($1\frac{1}{2}$), আড়াই ($2\frac{1}{2}$), সাড়ে (বেশি ব্যবহৃত)।

ঙ) চৌকা, পাঁচা, ছয়ে, সাতা, আটা, নং, দশং, বিশং, ত্রিশং।

৩. পূরণ বা ক্রমবাচক: প্রথম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, ত্রিংশ (৩০), চত্বারিংশ (৪০)।

৪. তারিখবাচক: পহেলা (১লা), দোসরা (২রা), তেসরা (৩রা), চৌঠা (৪ঠা), ৫ই, ২৫শে।

নোট: তারিখবাচক শব্দের ১-৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত। বাকিগুলো বাংলা নিজস্ব নিয়মে সাধিত এবং 'ই' সবথেকে বেশি ব্যাবহৃত হয়।

-: বচন :-

⇨ 'বচন' ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ।

⇨ বচন = বচ্+অনট (প্রত্যয় সাধিত শব্দ)।

⇨ 'বচন' শব্দের অর্থ –সংখ্যার ধারণা।

⇨ বচন ভেদে ক্রিয়ার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

➪ কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।

➪ অব্যয় পদের বচন হয় না।

➪ বহুবচন করতে আমরা সাধারণত একবচনের সাথে বিভক্তি ও সমষ্টি বাচক শব্দ ব্যবহার করে থাকি।

➪ রা, গণ, বর্গ, বৃন্দ ও মণ্ডলী– এ গুলো মনুষ্য প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনের ব্যবহার হয়।

➔ অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ :

১. আবলি– পুস্তকাবলি
২. গুচ্ছ – কবিতাগুচ্ছ
৩. দাম – কুসুমদাম (পরাগরেণু)
৪. নিকর –কমলনিকর (পদ্মফুল)
৫. নিচয় – কুসুমনিচয়
৬. পুঞ্জ – মেঘপুঞ্জ
৭. মালা – পর্বতমালা
৮. রাজি – তারকারাজি
৯. রাশি – বালুরাশি

➔ সমষ্টি বোধক শব্দ :

সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পালা, দাম, নিকর, মালা, আবলি ইত্যাদি।

বি.দ্র:-সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশির ভাগই সংস্কৃত থেকে আগত।

➔ প্রাণি ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ :
কুল, সকল, সব, সমূহ।

➔ কেবলমাত্র জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ : পাল, যূথ।
১.পাল–মেষপাল
২.যূথ –হস্তিযূথ

➔ বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন :

১. এটাই করিমদের বাড়ি।
২. রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না।
৩. সকলে সব জানে না।
৪. মেয়েরা কানাকানি করছে।

-: পদাশ্রিত নির্দেশক :-

➪ পদে আশ্রিত = পদাশ্রিত (৭মী তৎপুরুষ)।

➪ 'পদাশ্রিত নির্দেশক' কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় যা কোন না কোন পদের আশ্রয়ে বা পরে যুক্ত ঐ পদের নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে। এগুলোকে পদে আশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে।

➪ নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক নির্দেশক ইংরেজি Definite Article 'The' -এর স্থানীয়।

➪ 'বচন'ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও ভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

■ এক বচনে ব্যবহৃত নির্দেশক– টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি।

■ বহুবচনে ব্যবহৃত নির্দেশক– গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন।

■ স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত নির্দেশক– টে, টুক, টুকু, টুকুন, টো, গোটা।

■ পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার:

১. 'এক' শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- একটি দেশ। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- তিনটি টাকা, দশটি বছর।

২. নিরর্থক ভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন- সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ।

৩. নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি, যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হ যায়। যেমন- এটা নয়, ওটা আন। সেইটিই ছিল আমার প্রি কলম।

৪. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং 'খানা', 'খানি' প বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোট শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট বোঝায়।

কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথ আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।

৫. টাক, টুন, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- পোয়াটুকু দুধ দা (অনিদিষ্ট)। সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেল (অনির্দিষ্টতা)।

৬. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে ব্যবহৃত নির্দেশক- কেতা, ত পাটি।
কেতা: এ তিন কেতা জমির দাম দশ হাজার টাকা।
তা: দশ তা কাগজ দাও।
পাটি: আমার এক পাটি জুতো ছিড়ে গেছে।

-: সমাস :-

➡ সমাস: সম্ + √অস্ + অ। অর্থ- মিলন, সংক্ষেপণ। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক পদ একপদীকরণ-ই হচ্ছে সমাস।

➡ সমাস ভাষাকে সংক্ষেপ করে।

➡ সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে।

➡ সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটিকে বলা হয়– সমস্তপদ।

➡ যে বাক্য সংক্ষেপিত হয়ে সমস্তপদ গঠিত হয় তাকে বলে– ব্যাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য/সমাসবাক্য।

➡ ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদকে বলে– সমস্যমান পদ।

➡ সমাসের প্রতীতী– ৫ টি (পূর্বপদ, পরপদ, সমস্যমানপদ, সমস্তপদ, ব্যাসবাক্য)।

➡ সমাস সাধারণত– ৬ প্রকার (মূলত-৪ প্রকার)।

➡ দ্বন্দ্ব সমাসের বিপরীত সমাস– বহুব্রীহি।

-: প্রাধান্য পদ এবং যা দ্বারা ব্যাসবাক্য গঠিত হয় :-

সমাসের নাম	প্রাধান্য পদ	ব্যাসবাক্যের উপাদান
দ্বন্দ্ব	উভয় পদ	ও, এবং, আর
দ্বিগু	পরপদ	সমাহার
তৎপুরুষ	পরপদ	বিচ্ছিন্ন বিভক্তি, ন, না, নেই, নাই, নয়
কর্মধারয়	পরপদ	যে, যে সে, যিনি তিনি, যা
বহুব্রীহি	৩য় ব্যক্তি বা বস্তু	যার
অব্যয়ীভাব	পূর্বপদ/অব্যয়	পর্যন্ত, সমীপ, অভাব, সদৃশ, ইত্যাদি
প্রাদি		প্র, পরি, অনু

◈ দ্বন্দ্ব সমাস: যে সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়: (ও, এবং, আর) দ্বারা ব্যাসবাক্য গঠিত হয় এবং সমান বিভক্তি যুক্ত হ তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

প্রকারভেদ	উদাহরণ
মিলনার্থক:	মা ও বাবা= মা-বাবা, জায়া ও পতি= দম্পতি
বিরোধার্থক:	অহি ও নকুল= অহিনকুল, দা ও কুমড়া= দা-কুমড়া
সমার্থক:	হাট ও বাজার= হাট-বাজার
বিপরীতার্থ:	আলো ও ছায়া= আলো-ছায়া, আয় ও ব্যয়= আয়ব্যয়
সহচর:	কাপড় ও চোপড়= কাপড়-চোপড়।
অলুক:	দুধে ও ভাতে=দুধে-ভাতে, হাতে-কলমে, মায়ে-ঝিয়ে
বহুপদী:	রূপ-রস-গন্ধ, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ। ২ অধিক পদ

◆ **দ্বিগু সমাস:** যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং সমাহার দ্বারা ব্যাসবাক্য গঠিত থাকে এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

দ্বিগু সমাস	তিন মাথার সমাহার= তেমাথা। অনুরূপ-ত্রিকাল, শতাব্দী, পঞ্চবটী, অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, ত্রিমোহিনী, চুরঙ্গ, ত্রিপদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র, ত্রিফলা। কিন্তু-চৌচালা, তেপায়া, দশগজি, পাঁচহাতি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

◆ **তৎপুরুষ সমাস:** পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান থাকে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

প্রকারভেদ	উদাহরণ
১মা-৭মী:	বিপদকে (২য়া) আপন্ন= বিপদাপন্ন, চিরকাল ব্যাপিয়া (২য়া) সুখী= চিরসুখী, প্রবাণের চেয়ে প্রিয়= প্রবাণপ্রিয়
অলুক:	মনের মানুষ, ঘোড়ার ডিম, কলের গান, সাপের পা, তেলে ভাজা, কলে ছাঁটা, হাতে কাটা, মামার বাড়ি। *(ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদ একই থাকে)*
নঞ্:	ন কাল= অকাল, ন আচার= অনাচার। এরূপ- অকাতর, অনাদর, নাতিদীর্ঘ, অভাব, বেতাল, নামঞ্জুর, আলুনি, নাবালক, অকাল, অলৌকিক। *(ব্যাসবাক্যে যার থাকে না)*
উপপদ:	পঙ্কে জন্মে যা= পঙ্কজ। জলদ, সত্যবাদী, বর্ণচোরা, হরবোলা, ছারপোকা, ছা-পোষা, ছেলেধরা, পকেটমার। *(সক্রিয় ক্রিয়াপদ থাকে এবং 'যার' থাকে না তবে ৩য় পদের অর্থ প্রাধান্য পায়)*

◆ **কর্মধারয় সমাস:** বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদ বা বিশেষ্যর অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে

প্রকারভেদ	উদাহরণ
মধ্যপদলোপী:	সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্য-সভা। *(মধ্যপদ লোপ পায়)*
উপমান:	কুসুমের ন্যায় কোমল= কুসুম-কোমল। *(১টি বিশেষ্য ও ১টি বিশেষণ + সাধারণ গুণ থাকে)*
উপমিত:	মুখ চন্দ্রের ন্যায়= মুখচন্দ্র। *(২টিই বিশেষ্য + সাধা: গুণ থাকে না)*
রূপক:	বিষাদ রূপ সিন্ধু= বিষাদ-সিন্ধু। মন মাঝি, ভবনদী, জীবনপ্রদীপ, ক্রোধানল, চাঁদমুখ, বিদ্যাধন, হৃদয়মন্দির, কলকুমারী, পরাণপাখি, প্রাণপ্রিয়। *(ব্যাসবাক্যে রূপ থাকে)*

নোট: প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হলে পরোক্ষ বস্তুকে বলা হয় উপমান পদ এবং প্রত্যক্ষ বস্তুকে বলা হয় উপমেয় বা উপমিত পদ। অর্থাৎ-

☞ যার সাথে তুলনা করা হয় তা- উপমান পদ। এবং
☞ যাকে তুলনা করা হয় তা- উপমেয় পদ।

◆ **বহুব্রীহি সমাস:** যে সমাস সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

প্রকারভেদ	উদাহরণ
সমানাধিকরণ:	নীল কণ্ঠ যার= নীলকণ্ঠ (শিব)--পূর্বপদ বিশেষণ।
ব্যাধিকরণ:	বীণা পাণিতে যার=বীণাপাণি(সরস্বতী)..২-টিই বিশেষ্যপদ
ব্যতিহার:	কানে কানে যে কথা= কানাকানি। লাঠালাঠি, কোলাকুলি।
মধ্যপদলোপী:	বিড়ালের ন্যায় অক্ষি যে নারীর= বিড়ালাক্ষি।
অলুক:	মাথায় পাগড়ি যার=মাথায়-পাগড়ি।(*ব্যাসবাক্যে যার থাকে)*
নঞ্:	নেই আদব যার=বেয়াদপ।(*না-বোধক অব্যয় ও যার থাকে)*
প্রত্যয়ান্ত:	দুই দিকে মন যার=দোমনা(*সমস্তপদে-আ, এ, ও যুক্ত হয়)*
সংখ্যাবাচক:	দশ গজ পরিমাণ যার= দশগজি। চৌচালা,তেপায়া,পাঁচহাতি
নিপাতনেসিদ্ধ:	জীবিত থেকেও যে মৃত= জীবন্মৃত।পণ্ডিতমূর্খ,অন্তরীপ,দ্বীপ।

◆ **অব্যয়ীভাব সমাস:** যে সমাসে পূর্ব পদে অব্যয় যুক্ত হয় এবং অব্যয়ের অর্থই পাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাস	কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ, ক্ষণে ক্ষণে= প্রতি/অনুক্ষণ, শহরের সদৃশ= উপশহর, রীতিকে অতিক্রান্ত না করে= যথারীতি, ঈষৎ নত= আনত।

প্রাদি সমাস	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন= প্রবচন। অনুতাপ, প্রগতি,প্রভাত
নিত্য সমাস	কেবল দর্শন= দর্শনমাত্র। গ্রামান্তর, গৃহান্তর, কালসাপ

■ **অলুক সমাস:** ন লুক= অলুক (বিভক্তি লুকায়িত হয় না)। ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্তপদে লোপ না পেয়ে যে সমাস হয় তাকে অলুক সমাস বলে। অলুক সমাস ৩ ধরনের-

১. **অলুক দ্বন্দ্ব** (ও, এবং, আর)

দুধে ও ভাতে= দুধে-ভাতে	মায়ে ও ঝিয়ে= মায়ে-ঝিয়ে
হাতে ও কলমে= হাতে-কলমে	বাঘে ও মহিষে= বাঘে-মহিষে
কোলে ও পিঠে= কোলে-পিঠে	

২. **অলুক তৎপুরুষ**

ঘোড়ার ডিম= ঘোড়ার-ডিম	সাপের পা= সাপের-পা
মনের মানুষ= মনের-মানুষ	তেলে ভাজা= তেলে-ভাজা
কলের গান= কলের-গান	কলে ছাঁটা= কলে-ছাঁটা
মামার বাড়ি= মামার-বাড়ি	হাতে কাটা= হাতে-কাটা

বহুব্রীহি অলুক (ব্যাসবাক্যে যার থাকে)

হাতে ছড়ি যার= হাতেছড়ি	হাতে বেড়ি যার= হাতে-বেড়ি
মাথার পাগড়ি যার= মাথায়-পাগড়ি	মাথায় ছাতা যার= মাথায়-ছাতা
গলায় গামছা যার= গলায়গামছা	মুখে ভাত যার= মুখে-ভাত
কানে কলম যার= কানে-কলম	কানে খাটো যে= কানে-খাটো
গায়ে পড়া যার= গায়ে-পড়া	

<u>মধ্যপদলোপী সমাস</u>:

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
জ্যোৎস্না শোভিত রাত=জ্যোৎস্নারাত	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= হাতেখড়ি
পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন= পলান্ন	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= গায়েহলুদ
গোবরে নির্মিত গনেশ= গোবর-গনেশ	বিড়ালের ন্যায় চোখ যে নারীর= বিড়ালাচোখী
হাসি মাখা মুখ= হাসিমুখ	নতুন ধানের অন্ন= নবান্ন
বৌ পরিবেশিত ভাত= বৌভাত	
প্রীতি উপলক্ষে ভোজ= প্রীতিভোজ	
মৌ সঞ্চয়কারী মাছি= মৌমাছি	

কাল মিশ্রিত মৃত্তি= কালমৃত্তি শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রি= শিক্ষামন্ত্রি স্মৃতি রক্ষার্থে যে সৌধ= স্মৃতিসৌধ ধর্ম রক্ষার্থে ঘট= ধর্মঘট ধ্বনি বিষয়ক তত্ত্ব= ধ্বনিতত্ত্ব একের অধিক দশ= একাদশ গোলাপ নামের ফুল= গোলাপফুল	গোঁফ খেজুরে পাড়িয়া থাকলেও খায় না যে=গোঁফখেজুরে

■ নঞ্ সমাস: ন, না, নেই, নাই, নয় অব্যয় যুক্ত সমাস।

নঞ্ তৎপুরুষ	নঞ্ বহুব্রীহি (ব্যাসবাক্যে 'যার' বা 'যা' থাকে)
ন কাল= অকাল	নাই জ্ঞান যার= অজ্ঞান
ন আচার= অনাচার	নাই বোধ যার= অবোধ
ন কাতর= অকাতর	নাড়ি জ্ঞান নেই যার=আনাড়ি
ন আদর= অনাদর	নাই দয়া যার= নির্দয়
নয় অতি দীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ	বে (নেই) হেড যার=বেহেড
ন ভাব= অভাব	নাই চারা যার= নাচার
ন তাল= বেতাল	নি ভুল যার= নির্ভুল
ন এক= অনেক	না জানা যা= নাজানা,অজানা
ন মঞ্জুর= নামঞ্জুর	নাই তার যার= বেতার
ন বালক= নাবালক	নাই হুঁশ যার= বেহুঁশ
ন লৌকিক= অলৌকিক	নাই উপায় যার=নিরুপায়
ন ঘাট= অঘাট	
ন বিশ্বাস= অবিশ্বাস	
ন সুর= অসুর	
ন আবাদী= অনাবাদী	
নয় উর্বর= অনুর্বর	

উপমান কর্মধারয় (সা:গুণ, ১ বিশেষ্য ও ১ বিশেষণ থাকে)	উপমিত কর্মধারয় (সা:গুণ ও ১টিও বিশেষণ থাকে না)	রূপক কর্মধারয় (ব্যাসবাক্যে রূপ থাকে)
অরুণের ন্যায় রাঙা= অরুণরাঙা কাজলের ন্যায় কালো= কাজলকালো শশকের ন্যায় ব্যস্ত= শশব্যস্ত মিশের ন্যায় কালো= মিশকালো স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর= স্বর্ণাক্ষর	অধর পল্লবের ন্যায়= অধরপল্লব পুরুষ সিংহের ন্যায়= পুরুষসিংহ ব-এর মতো দ্বীপ= ব-দ্বীপ চরণ কমলের ন্যায়= চরণকমল পদ্মের ন্যায় আসন= পদ্মাসন	ভব রূপ নদী= ভবনদী চাঁদ রূপ মুখ= চাঁদমুখ হৃদয় রূপ মন্দির= হৃদয়মন্দির বিদ্যা রূপ ধন= বিদ্যাধন ফুল রূপ কুমারী= ফুলকুমারী

-: উপসর্গ :-

☛ উপ (আগে) + সর্গ (অধ্যায়) = উপসর্গ (তৎসম শব্দ) - (অব্যয়/ অব্যয়বাচক শব্দাংশ; শব্দের পূর্বের নাম)।

☛ উপসর্গের কাজ ৫টি– নতুন শব্দ তৈরি, অর্থের পরিবর্তন, অর্থের পরিপূর্ণতা সাধন, অর্থের সম্প্রসারণ, অর্থের সংকোচন।

☛ উপসর্গের অর্থবাচকতা-এর অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দ্যোতকতা আছে।

☛ 'অতি' ও 'প্রতি'- স্বাধীন অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম।

☛ উপসর্গ মূলত ৩ প্রকার-খাঁটি বাংলা (২১টি), তৎসম (২০টি) ও বিদেশী।

■ খাঁটি বাংলা উপসর্গ (২১টি):

সুমন অজ পাড়া গাঁয়ের বাসিন্দা অঘা রাম আমিনুলের পাতি বোন ইতির প্রেমে বি ভর হয়ে আড় চোখে তাকাতো এবং প্রেমের নিদর্শন হিসেবে কদবেল ও স-সা আনত। সুমনের এই কু-মতলব টের পেয়ে মেয়ের আব্বা (আব) বিচার ডাকল। উনা দের বিচারে সাজা প্রাপ্ত সুমন সন্ন্যাসী হা-রামিকে নিয়ে অত্যাচার ও অনাচার চালাতে লাগল।

■ তৎসম উপসর্গ (২০টি):

প্রথম প্রেমে পরাজিত অপি ও অতি পরিষ্কার ভাবে অপমানিত হয়ে প্রতিদিন অধিক উৎসাহে অবলীলায় মনের দুঃখ উপ-সম করার জন্য মদ খেতে লাগল এবং পাগলের মতো বলতে লাগল অনু'র নির অতি দুর। সু আ নি বি।

বিদ্রঃ - আ, সু, বি, নি- এই ৪টি উপসর্গ বাংলাতেও আছে আবার তৎসমতেও আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই উপসর্গ যুক্ত শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটিও বাংলা হবে এবং এই উপসর্গ যুক্ত শব্দটি তৎসম হলে উপসর্গটিও তৎসম হবে।

■ ফারসি উপসর্গ (১০টি):

বর হিসেবে মিশা সওদাগর বদ কম না। কারণ বউ-এর অনুপস্থিতি-তে সে ফি-হপ্তায় নিমতলায় দর-কার মেটাতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ত।

■ আরবি উপসর্গঃ

ডন: খয়ের বাজে আম খাস।

খয়ের: লা। (এবং রাগে গর গর করতে থাকল)

■ ইংরেজী উপসর্গঃ

আমাদের স্কুলের সাব- হেড মাস্টার অর্ধেক (হাফ) বোকা (ফুল)।

☛ একাধিক উপসর্গযুক্ত কয়েকটি শব্দ...

মূলশব্দ	সংখ্যা	উপসর্গ
সমভিব্যাহার	৪ টি	সম+অভি+বি+আ
প্রত্যুপকার	২ টি	প্রতি+উপ
সুসংবাদ	২ টি	সু+সম
পর্যবেক্ষণ	২ টি	পরি+অব
বিপরীত	২ টি	বি+পরি
ব্যতিব্যস্ত	৩ টি	বি+অতি+বি
সাতিশয়	২ টি	স+অতি
উপসংহার	২ টি	উপ+সম
অভ্যুদয়	২ টি	অভি+উৎ
সম্প্রদান	২ টি	সম+প্র
বিন্যস্ত	২ টি	বি+নি
সমভিব্যবহার	৪ টি	সম+অভি+বি+অব
অত্যাচার	২ টি	অতি+আ
নিঃসংকোচ	২টি	নি+সম
প্রণিপাত	২ টি	প্র+নি
সন্ন্যাসী	২ টি	সম+নি
অনতিবৃহৎ	২ টি	অন+অতি
নিরপরাধ	২ টি	নি+অপ

অনুসন্ধান	২ টি	অনু+সম
প্রতিসংহার	২ টি	প্রতি+সম
নিরতিশয়	২ টি	নি+অতি

☛ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে কতগুলো অব্যয় দেখা যায়, যেগুলো উপসর্গ না হলেও ব্যবহারের দিক থেকে উপসর্গের অনুরূপ বলে ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এ গুলোকে গতি বলা হয়। যেমন-

- আবি > আবির্ভাব, আবিষ্কার।
- তির > তিরস্কার, তিরোভাব।
- সাক্ষাৎ > সাক্ষাৎকার।
- অহম > অহংকার।

ধাতু:-

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে। যেমন- 'করে' ক্রিয়াপদটির দু'টো অংশ রয়েছে– কর্+এ– এখানে 'কর্' ধাতু এবং 'এ' ক্রিয়াবিভক্তি।

➩ ধাতুর সাথে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

☛ **ধাতু তিন প্রকার:**

১. মৌলিক/সিদ্ধ/স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু: (বিশ্লেষণ করা যায় না)
২. সাধিত ধাতু: (নাম/মৌলিক ধাতু+'আ' প্রত্যয়ের যোগে গঠিত)
৩. যৌগিক/সংযোগমূলক ধাতু: (নাম+মৌলিক ধাতু)

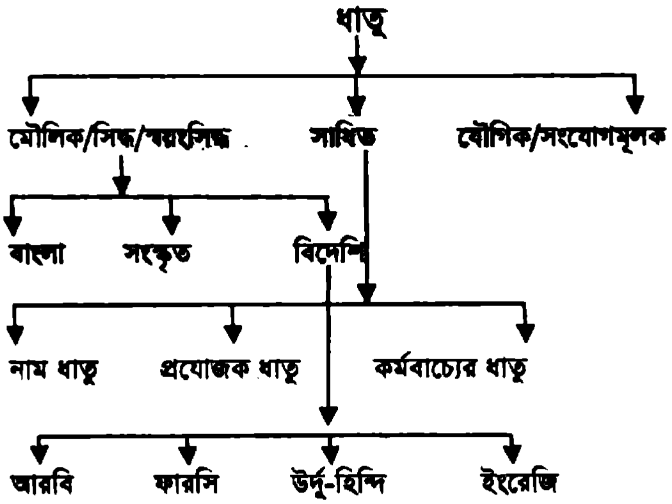

১. মৌলিক/সিদ্ধ/স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু: যে ধাতু কোন অবস্থাতেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকেই মৌলিক ধাতু বলে যেমন– কর্, ধর্, পড়্, চল্ ইত্যাদি।

☛ **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক ধাতুকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:**

ক) বাংলা ধাতু খ) সংস্কৃত ধাতু গ) বিদেশি ধাতু

ক) বাংলা ধাতু: বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বাংলা মৌলিক ধাতু বলে। যেমন- কাট্, কাঁদ্, জান্, নাচ্ ইত্যাদি।

খ) সংস্কৃত ধাতু: সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত ক্রিয়াপদের মূল অংশকে সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন- কৃ, গম, ধৃ, গঠ্, স্থা ইদ্যাদি।

গ) বিদেশি ধাতু: প্রধানত হিন্দি এবং কিছু আরবি-ফারসি ভাষা থেকে আগত ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বিদেশি ধাতু বলে। যেমন- মাগ্ (হিন্দি মাঙ্ থেকে আগত), আঁট, খাট, চেচ, ভিজ, লটক ইত্যাদি।

নোট: কতকগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের মূল ভাষা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে **অজ্ঞাতমূল ধাতু** বলে। যেমন- 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? এ বাক্যে '**হের**' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত বা উৎস-ভাষা জানা সম্ভব হয় নি। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

২. **সাধিত ধাতু:** মৌলিক ধাতু কিংবা কোন কোন নাম শব্দের সাথে 'আ' প্রত্যয়ের যোগে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন–ঘুম্+আ=ঘুমা, পড়্+আ=পড়া।

☛ **গঠনরীতি ও অর্থের ভিত্তিতে সাধিত ধাতুকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:**

ক) নাম ধাতু
খ) প্রযোজক/ণিজন্ত ধাতু
গ) কর্মবাচ্যের ধাতু

ক) নাম ধাতু: বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয়, তা-ই নাম ধাতু। যেমন- 'সে ঘুমাচ্ছে'- এই বাক্যের 'ঘুম' বিশেষ্য পদটির সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে (ঘুম+আ= ঘুমা) 'ঘুমা' নাম ধাতুটি গঠিত হয়েছে।

খ) প্রযোজক/ণিজন্ত ধাতু: মৌলিক ধাতুর পরে অনুপ্রেরণার্থে (অপরকে নিয়োজিত অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়। যেমন-

➩ শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন (নিজে পড়ছেন না)। এখানে- পড়্+আ='পড়া' প্রযোজক/ণিজন্ত ধাতু।

➩ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে (নিজে দেখছেন না)। এখানে- দেখ্+আ='দেখা' প্রযোজক/ণিজন্ত ধাতু।

***নোট:* প্রযোজক ক্রিয়ার মূলের সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত।**

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু: কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার মূল (মৌলিক ধাতু)-এর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। যেমন-

➩ কাজটি ভাল দেখায় না (কর্মবাচ্য-কর্মপদ ক্রিয়ার অনুসারী)। এখানে-দেখ্+আ='দেখা' কর্মবাচ্যের ধাতু।

➩ যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর (✓)। এখানে- হার্+আ='হারা' কর্মবাচ্যের ধাতু।

***নোট:* কর্মবাচ্যের ধাতুর আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কর্মবাচ্যের ধাতু প্রযোজক ধাতুরই অংশ।**

৩. **যৌগিক/সংযোগমূলক ধাতু:** বিশেষ্য, বিশেষণ কিংবা অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে মৌলক ধাতু যুক্ত হয়ে যৌগিক/সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হয়। যেমন–

➩ দর্শন (বিশেষ্য)+ কর্ (মৌলিক ধাতু) = দর্শন কর্
➩ যোগ (বিশেষ্য)+ কর্ (মৌলিক ধাতু) = যোগ কর্
➩ ভাল (বিশেষণ)+ কর্ (মৌলিক ধাতু) = ভাল কর্
➩ খাঁ খাঁ (অনুকার অব্যয়)+ কর্ (মৌলিক ধাতু)= খাঁ খাঁ কর্
➩ সাবধান (বিশেষ্য)+ হ (মৌলিক ধাতু) = সাবধান হ

■ **অসম্পূর্ণ ধাতু:** বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতু সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। এগুলোকে অসম্পূর্ণ ধাতু বলে। যেমন- 'পড়্'

ধাতুর তিন কালেরই রূপ পাওয়া যায়- পড়ত (অতীত), পড়ে (বর্তমান), পড়বে (ভবিষ্যৎ)। কিন্তু- 'আছ্' ধাতুর (বর্তমানে-আছে, আছেন, আছিস, আছি) ও (অতীতে-ছিল, ছিলে, ছিলেন, ছিলি, ছিলাম) রূপ পাওয়া যায়। তাই এটি অসম্পূর্ণ ধাতু।

■ **কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু:** আছ্, নহ্, বট্, থাক্ (রহ্)।

■ **ধাতুর গণ:** 'ধাতুর গণ' শব্দের অর্থ শ্রেণি। ধাতুর গণ বিশটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

-প্রকৃতি-প্রত্যয়-

■ **প্রকৃতি:** শব্দমূল ও ক্রিয়ামূলকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুই ধরনের- নাম/শব্দ প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতি।

➩ 'সে পড়ে' এখানে 'পড়ে' শব্দটির মূল 'পড়্' একটি ক্রিয়া প্রকৃতি।

➩ 'ঢাকাই শাড়ি' এখানে 'ঢাকাই' শব্দটির মূল 'ঢাকা' একটি নাম প্রকৃতি।

■ **প্রত্যয়:** শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে শব্দমূল কিংবা ক্রিয়ামূলের পরে যে অব্যয়সূচক শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দুই ধরনের- কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়।

☛ **প্রত্যয়ান্ত পদ:** প্রত্যয় সাধিত পদটিকে প্রত্যয়ান্ত পদ বলে।

☛ **কৃদন্ত পদ:** কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদটিকে কৃদন্ত পদ বলে।

☛ **তদ্ধিতান্ত পদ:** তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত পদটিকে তদ্ধিতান্ত পদ বলে।

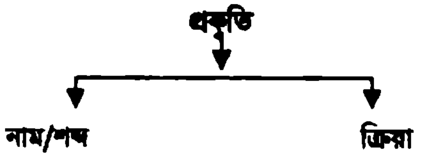

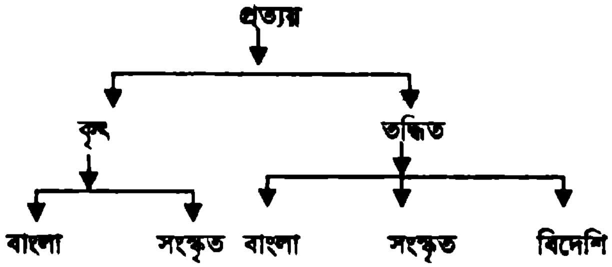

■ **গুণ ও বৃদ্ধি:** প্রকৃতির আদিস্বরের পরিবর্তনকে গুণ ও বৃদ্ধি বলে। যেমন- পঠ্+অ=পাঠ। এখানে প্রকৃতি 'পঠ্' এর আদিস্বর 'অ' পরিবর্তিত হয়ে 'আ' হয়েছে।

☛ **গুণের তিনটি নিয়ম:**

➩ ই/ঈ স্থলে- এ হলে। যেমন- চিন্ + আ= চেনা। এখানে 'চিন্' প্রকৃতির 'ই' পরিবর্তিত হয়ে 'এ' হয়েছে।

➩ উ/ঊ স্থলে- ও হলে। যেমন- ধু + আ= ধোয়া। এখানে 'ধু' প্রকৃতির 'উ' পরিবর্তিত হয়ে 'ও' হয়েছে।

➩ ঋ স্থলে- অর হলে। যেমন- কৃ + তা= কর্তা। এখানে 'কৃ' প্রকৃতির 'ঋ' (ৃ) পরিবর্তিত হয়ে 'অর' হয়েছে।

☛ **বৃদ্ধির চারটি নিয়ম:**

➩ অ স্থলে আ হলে।	যেমন- পঠ্ + অ= পাঠ।
➩ ই/ঈ স্থলে- ঐ হলে।	যেমন- শিশু + অ(ষ্ণ)= শৈশব।
➩ উ/ঊ স্থলে- ঔ হলে।	যেমন- গুরু + অ= গৌরব।
➩ ঋ স্থলে- আর হলে।	যেমন- কৃ + অক= কারক।

উপধা: ধাতুর অন্ত্য ধ্বনির পূর্বের ধ্বনিকে উপধা বলে।
পচ্= প্+অ+চ্ এখানে 'অ' টি হল উপধা।

টি: ধাতুর আদ্য ধ্বনির পরবর্তী সমুদয় অংশ।
পচ্= প্+অ+চ্। এখানে 'অচ্' হল টি।

ইৎ: প্রত্যয় প্রকৃতির সাথে যুক্ত হলে প্রত্যয়ান্ত পদে প্রত্যয়ের যে বর্ণ লোপ পায় তাকে ইৎ বলে।
যেমন- পচ্ + ণক= পাচক। এখানে 'ণ' ইৎ হয়েছে।

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়:

বুদ্ধিমানরা শক্তিশালী হয়ে জীবনে সিদ্ধিলাভ করে। যার ফলে সারা জীবন গীতি গায়।

বুদ্ধি	= √বুধ্+ক্তি	শক্তি	= √শক্+ক্তি
সিদ্ধি	= √সিধ্+ক্তি	গীতি	= √গৈ+ক্তি

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি-প্রত্যয়...

সহচর + য= সাহচর্য	দুল্ + না = দোলনা
পঠ্ + ণক(অক) = পাঠক	পাকড়্ + আও= পাকড়াও
মহৎ + ইমন= মহিমা	চাকর + আনি = চাকরানি
নিমক + ই = নিমকি	মধ্যম + ষ্ণিক= মাধ্যমিক
√জি + অল = জয়	মুচ্ + ক্তি = মুক্তি
মনু + ষ্ণ = মানব	√দীপ + শানচ = দীপ্যমান
মেধা + বিন্= মেধাবী	শ্রম + ইন = শ্রমী
নীল + ইমন = নীলিমা	কৃ + তব্য = কর্তব্য
গম + অন = গমন	যুব + অন = যৌবন
নী + অনট = নয়ন	গম + ক্তি = গতি
√হন + অল = বধ (ব্যতিক্রম)	বর্ধ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু
ভৌ/ভু+ উক= ভাবুক	সভা + য = সভ্য (ব্যতিক্রম)

-শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ:-

শব্দ: বিভক্তিহীন/বাক্যে ব্যবহৃত না হওয়া অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। শব্দকে ৩ টি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা যায়।

১. উৎস/উৎপত্তি/বুৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দ ৫ প্রকার।
২. গঠন অনুসারে শব্দ ২ প্রকার।
৩. অর্থ অনুসারে শব্দ ৩ প্রকার।

◆ উৎস অনুযায়ী শব্দ:

১. তৎসম (তৎ+সম)---------২৫%
২. অর্ধ তৎসম (অর্ধ+তৎ+সম)--৫%
৩. তদ্ভব/খাঁটি বাংলা (তৎ+ভব)--৬০%
৪. দেশি-----------------২%
৫. বিদেশি---------------৮%

বি.দ্র: মৌলিক শব্দগুলো ভাষার মূল উপকরণ।

❑ **তৎসম শব্দ চেনার উপায়:**

❖ 'ণ' এবং 'ষ' দিয়ে গঠিত শব্দ।
❖ 'ক্ষ' ও 'ক্ষ্ম' দিয়ে গঠিত শব্দ (যেমন: রক্ষা, ভক্ষণ, যক্ষা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি)।
❖ 'ষ্ণ' দিয়ে গঠিত শব্দ (যেমন: উষ্ণ, কৃষ্ণ ইত্যাদি)।
❖ তৎসম-উপসর্গ দ্বারা গঠিত শব্দ (যেমন: প্রহার, প্রবেশ ইত্যাদি)।
❖ তৎসম-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ (যেমন: হেমন্ত+ষ্ণিক= হৈমন্তিক ইত্যাদি)।

www.facebook.com/tanbir.cox

❖ আকাশ ও পাতালের সাথে সম্পৃক্ত শব্দ (চন্দ্র, সূর্য, ভূ-মণ্ডল)।
❖ সকল ক্রমবাচক শব্দ (প্রথম, দশম)।
❖ যুক্ত বর্ণ দিয়ে গঠিত অধিকাংশ শব্দ তৎসম শব্দ।

➡ **অর্ধ-তৎসম শব্দ:** সংস্কৃত থেকে সামান্য বিকৃত বা পরিবর্তিত।

সংস্কৃত - অর্ধতৎসম		সংস্কৃত - অর্ধতৎসম	
গৃহিণী	> গিন্নি	চন্দ্র	> চন্দর
বৈষ্ণব	> বোষ্টম	জ্যোৎস্না	> জ্যোছনা
নিমন্ত্রণ	> নেমন্তন্ন	মহোৎসব	> মোচ্ছব
কৃষ্ণ	> কেষ্ট	পত্র	> পত্তর
শ্রাদ্ধ	> ছেরাদ্দ	ক্ষুধা	> খিদে
পুরোহিত	> পুরুত	মিত্র	> মিত্তির
কুৎসিত	> কুচ্ছিত	প্রীতি	> পিরিত
সূর্য	> সুরুজ		

❑ **তদ্ভব শব্দ:** প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত থেকে বিকৃত শব্দ। তদ্ভব শব্দের অপর নাম খাঁটি বাংলা শব্দ।

তৎসম >	অর্ধ-তৎসম (প্রাকৃত)	> তদ্ভব
হস্ত	> হথ	> হাত
অদ্য	> অজ্জ	> আজ
চর্মকার	> চম্মআর	> চামার
বধূ	> বহু	> বৌ
সন্ধ্যা	> সঞ্ঝা	> সাঝ
মিথ্যা	> মিচ্ছা	> মিছা
ঘোড়শ	> ষোলহ	> ষোল
স্নান	> হ্নান	> চান
বৎস	> বচ্ছ	> বাছা
চক্র	> চক্ক	> চাকা

দেশি শব্দ:

[এদেশের আদি অধিবাসীদের (অনার্য, কোল, দ্রাবিড়) ব্যবহৃত শব্দ]

সিস্টেম: ডাবু (ডাব) নামের কুড়ি বছরের ডাগর ডাগর চোখের এক মেয়ের বিয়ে ঠিক হয় গঞ্জে। শহর হতে টোপর মাথায় দিয়ে ডিঙিতে করে নদী পার হয়ে ঢোল বাজিয়ে নেকা করতে আসে বর। তার শ্যালিকারার ঢেঁকি দিয়ে ধান ভেঙে কুলা দিয়ে ঝেড়ে খড় দিয়ে চুলা জ্বালিয়ে বরযাত্রীদের পেট ভরাব ব্যবস্থা করে।

বিয়ের ২০ দিন যেতে না যেতেই নেংটি পরে হাট থেকে টক জলপাই নিয়ে আসে বর। এসে দেখে ঝাঁটা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তার কয়লার মতো সুন্দরী স্ত্রী।

এছাড়া > আলু, ঝোল, ঢেউ, ঢিল, ডাহা, চোঙ্গা ইত্যাদি।

➡ **ইংরেজি ভাষা থেকে সৃষ্ট শব্দ:** দুই ভাবে এসেছে (অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে এবং পরিবর্তিত উচ্চারণে)।

১) খ্রিস্ট < Christ
২) গেলাস < Glass
৩) হাসপাতাল < Hospital
৪) আফিম < Opium
৫) বাক্স < Box
(৬) ইস্কুল< School
(৭) লন্ঠন< Lantern
(৮) লাট < Lord
(৯) বোতল< Bottle
(১০) গারদ< Guard
(১১) সান্ত্রি < Sentry

বিদেশি ভাষার শব্দ:

আরবি		ফারসি		তৎসম
আল্লাহ	–	খোদা/ রব	–	প্রভু/স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর/ভগবান
সালাত	–	নামাজ	–	প্রার্থনা/ উপাসনা
সাওম	–	রোজা	–	উপবাস/ উপোস
জান্নাত	–	বেহেস্ত/ ভেস্ত	–	স্বর্গ
জাহান্নাম	–	দোযখ	–	নরক
কবর	–	গোরস্থান/ গোর	–	সমাধি/ শ্মশান

❑ ফারসি - পার্সি/ পারস্য/ ইরান।
❑ ফরাসি - ফ্রান্স
❑ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ- ৩ ভাগে বিভক্ত (ধর্ম, প্রশাসনিক-সংস্কৃতি এবং বিবিধ)।
❑ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দ- ২ ভাগে বিভক্ত (ধর্ম ও প্রশাসনিক)।

ফারসি ভাষার শব্দ:

❑ **ধর্ম সংক্রান্ত ফারসি:** নামায পড়লে রোযা রাখলে খোদার ইচ্ছায় ফেরেশতারা আমাদের সকল প্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত করে দোযখ থেকে বেহেশ্ত- তে পয়গম্বার করান।

❑ **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ফারসি শব্দ:**
দৌলতপুরের কারখানায় চশমা ও তোশক তৈরির সময় বাদশাহ-বান্দা মেথরের নালিশ, জবানবন্দি ও দরখাস্ত নিয়ে দোকান-দফতরে রসদ সম্পর্কে দরবার করেছিলেন।

❑ **বিবিধ ফারসি:**
আদমি, বদমাস ও জানোয়ারেরা আমদানি ও রপ্তানি নিয়ে হাঙ্গামা করার নমুনা হিসেবে তারা জিন্দা মরেছে।

❑ **ফারসি- ১:**
চশমা > কারিগর > কারখানা > দোকান > বাজার > খুচরা > পাইকারী > আমদানী > রপ্তানি।
(বিঃ দ্রঃ): বাকী ও নগদ শব্দ দুটো আরবি।

❑ **ফারসি- ২:**
এক হিন্দু জামাই পায়জামা পাঞ্জাবী ইত্যাদি পোশাক পরে মুখে রুমাল দিয়ে এক গোলাপ বাগান-বাগিচায় গালিচার উপর বসে থাকত। আর তার পরির মতো স্ত্রী তাকে খুশি করার জন্য তার দিলের সব ভালবাসা দিয়ে কোরমা-পোলাও, বিরিয়ানি, সিঙ্গারা, সমুচা, ফিন্নি, পায়েশ, সবজি রান্না করে (মরিচ ও জর্দাসহ) ইত্যাদি খাবার আনত আর ঐ জামাই তা করতো সাবার। তারপর হতো বেহুঁশ, সহজে নাহি ফিরত হুঁশ।

❑ **ফারসি- ৩:**
নীল, ম্যাজেন্টা ও চকলেট ব্যতীত সকল রং- এর নাম ফারসি ভাষার শব্দ।

* রং- ফারসি	* নীল- তৎসম শব্দ
* ম্যাজেন্ট - ইতালি শব্দ	* চকলেট- মেক্সিকান শব্দ।

❑ **ফারসি- ৪:**
রংবাজ মাস্তানী করে চাঁদা উঠায়। চাঁদা উঠিয়ে যায় রংধনু নামক রংমহলে। রংমহলে রয়েছে রঙ্গমঞ্চ যেখানে হয় রং- তামাশা।
** রংবাজ > মাস্তান > চাঁদা > রংধনু- রংমহল> রঙ্গমঞ্চ > রং তামাশা।

www.facebook.com/tanbircox

❑ **ফারসি- ৫:**
** জমি/ জম/ জাম দিয়ে গঠিত শব্দ ফারসি। যথা: জমিদার, জামদানি, জমকালো, জাম্বুরা, জামরুল। (রাজা- তৎসম)
** তার/ তারা দিয়ে গঠিত গ্রাম্যবাদ্য যন্ত্র: একতারা, দোতারা, সেতার ইত্যাদি।

-:পর্তুগিজ শব্দ:-

এক লোক আঁতা, আনারস, পেঁপে ও পেয়ারা টিনের গামলায় রেখে ইস্পাতের আলমারিতে চাবি দিয়ে গোসলে যায়। গোসলে যাওয়ার সময় সে বালতি তোয়ালে ও সাবান নিয়ে যায়। এই ফাঁকে মিস্ত্রী ও তার স্ত্রী (ইস্ত্রি) আলকাতরা, আলপিন ও পেরেক দিয়ে গুদাম মেরামত করছিল। ঐ লোক গোসল সেরে এসে নিজের কামরার বারান্দার জানালার পাশে আরাম-কেদারায় বসে আচার মার্কা পাউরুটি কাবাব দিয়ে খাচ্ছিল আর বেহালা বাজাচ্ছিল। হঠাৎ বোমার আঘাতে সে নিজেই হাড্ডি কাবাব হয়ে যায়। তখন বাড়িতে পুলিশ আসে।

❑ **খ্রিস্টান ধর্ম সংক্রান্ত পর্তুগিজ শব্দ:**
গীর্জা > পাদ্রী > ক্রুশ > বাইবেল > যীশু > মেরী > মাইরি (মেরীর নামে কসম) > কফিন।

সিস্টেম: গলায় ক্রুশ ঝুলন্ত পাদ্রী বাইবেল হাতে গীর্জায় প্রবেশ করে মাতা মেরী এবং যীশু সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তারপর বললেন যারা যারা ছেকা খেয়ে সুইসাইড করবে তাদের মাইরি কফিনেও জায়গা হবে না।

-:তুর্কি শব্দ:-

❑ কোর্তা পরা বাবুর্চি কোরমা রান্না করে কিন্তু চাকর সেটা খেয়ে ফেলে। এতে বাবুর্চি রেগে গিয়ে চাকরকে চাকু দিকে কোপ দেয় ফলে সে লাশ হয়ে যায়। তখন বাড়িতে দারোগা আসে। বাড়ির মালিক খান-বাহাদুরকে (তোতলা) জিজ্ঞাসা করলে সে বলে বাবুর্চি চাকরকে চাকু দিয়ে তোপ মেরেছে।

❑ **আত্মীয় সংক্রান্ত তুর্কি:**
মা, ভাই, বোন, বাদে আর রক্তের যত সম্পর্ক আছে সবই তুর্কি শব্দ। যথা: বাবা, চাচা, খালা, দাদি, নানি, চাচি, ইত্যাদি।
নোট: মা, ভাই, বোন > তদ্ভব থেকে এসেছে।

তৎসম		তদ্ভব
মাতা	>	মা
ভ্রাতা	>	ভাই
ভগ্নী	>	বোন

◆ **বিবিধ তুর্কি:** মোগলরা কাঁচি ও কাঁচি দিয়ে লাশ কাটতেন।

◆ **হিন্দি শব্দ:**
চামেলী এক কাহিনী সৃষ্টি করেছে যে- সে ঠাণ্ডার দিনে জুতা পায়ে দিয়ে ছাতা মাথায় জঙ্গলে বসে রুটি বানাচ্ছে ও পানি দিয়ে তরকারি করছে এবং চানাচুর খেতে খেতে টহল দিচ্ছে।

নোট: জল > দেশি শব্দ, মুসলিম > আরবি শব্দ।

◆ **ফরাসি (France) শব্দ:**
ইংরেজ ও ওলন্দাজ-রা আঁতাত (ষড়যন্ত্র) করছে ক্যাফে বা রেস্তোরাঁতে বসে রেনেসাঁ আন্দোলনের জন্য। এজন্য তারা বারুদকে কার্তুজ ভরে কুপন কেটে বিপ্লবের সূচনা করল।

www.facebook.com/tanbir.cox

❖ **জাপানি:** রিক্সা, হাসনাহেনা, হারিকেন, হারিকিরি, সুনামী।
❖ **ইতালি:** ম্যাজেন্টা, মাফিয়া, ডন।
❖ **গ্রিক:-** দাম, কেন্দ্র, সেমাই।
❖ **ওলন্দাজ:-** হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ। (নোট: তাস- ফারসি)।
❖ **গুজরাটি:-** খদ্দর, হরতাল।
❖ **পাঞ্জাবি:-** চাহিদা, শিখ।
❖ **চিনা:-** চা, চিনি, লিচু।
❖ **বর্মি:-** লুঙ্গি, ফুঙ্গি।
❖ **স্প্যানিশ:-** তামাক।

❑ **প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিদেশি শব্দ:-**
❖ সিডর (চোখ)----- সিংহলি (শ্রীলঙ্কান)।
❖ নার্গিস (ফুল)------ উর্দু (পাকিস্তানী)।
❖ সুনামি (সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস)------ জাপানি। {সুনা- ঢেউ}।
❖ বিজলী (বজ্র)------ মায়ানমারি।
❖ আইলা (শুশুক/ ডলফিন)----- মালদ্বীপ।

❑ **আরবি শব্দ:-**
বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত শব্দ: তানপুরা, তবলা।
তাছাড়া:> মোলায়েম, হাওয়া, মৌসুমী, মশলা, তুফান, ওসমান, মুসাফির, কলম, ওজন, তারিখ, সন, সবুর, গরীব, এতিম, তকলিফ।

❑ **আদালত সংক্রান্ত আরবি শব্দ:-**
মোল্লা, মোহাম্মদ, আমানত, দখল, তুলকালাম, আসামি, মামলা, আদালত, উকিল, মোক্তার, মহুরি, মুনসেফ, রায়, হাকিম, ইস্তেহার।

☑ **মিশ্র শব্দ:**

হাট-বাজার	: বাংলা + ফারসি
রাজা-বাদশা	: তৎসম + ফারসি
শাকসবজি	: তৎসম + ফারসি
বোমাবাজ	: পর্তুগিজ + ফারসি
ডাক্তার-খানা	: ইংরেজি + ফারসি
হেড-মৌলভি	: ইংরেজি + ফারসি
হেড-পণ্ডিত	: ইংরেজি + তৎসম
খ্রিস্টাব্দ (খিস্ট+অব্দ)	: ইংরেজি + তৎসম
পকেটমার	: ইংরেজি + বাংলা
আইনজীবী	: আরবি + তৎসম

গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার

মৌলিক (বিশ্লেষণ করা যায় না)	সাধিত (বিশ্লেষণ করা যায়)
মা, লাল, গোলাপ	ক) প্রত্যয় যোগে (ঢাকাই, চলন্ত) খ) সমাস যোগে (নীলকণ্ঠ, পঙ্কজ) গ) উপসর্গ যোগে (প্রভাত, উপহার) ঘ) সন্ধি যোগে (বিদ্যালয়, নবান্ন)

-: অর্থানুসারে শব্দ :-

➔ **যৌগিক শব্দ :** যে সকল শব্দ সন্ধি, প্রত্যয় এবং উপসর্গ যোগে গঠিত এবং মূল শব্দের সাথে বিশ্লেষিত শব্দের মিল পাওয়া যায়।

মূলশব্দ	বিশ্লেষণ	অর্থ
১. কর্তব্য →	কৃ+তব্য →	যা করা উচিৎ।
২. সাহিত্যিক→	সাহিত্য+ ষ্ণিক→	সাহিত্যে যিনি দক্ষ।

('ষ্ণিক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় →দক্ষতা/ পেশা অর্থে)।

৩. দৌহিত্য →.	দুহিতা+ষ্ণ →	মেয়ের বংশধর।

[ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য→বংশ/ উৎপন্ন অর্থ প্রকাশ করে]

৪. রাবণী →	রাবণ+ষ্ণি →	রাবণের বংশধর।
৫. চিকামারা→	চিকা (দেওয়াল)+ মারা →	দেয়ালে কিছু মারা।

☑ *যৌগিক শব্দ মনে রাখার কৌশল:* মধুর গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে পিতৃহীন মিতালি এবং দৌহিত্র-কে নিয়ে চিকামারতে(চিকামারা) গেল।

➔ **রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ:** যে সকল শব্দ সন্ধি, প্রত্যয় ও উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয় কিন্তু মূল শব্দের সাথে বিশ্লেষিত শব্দের অর্থের মিল থাকে না তাই রূঢ় বা রূঢ় শব্দ।

মূলশব্দ	বিশ্লেষণ	বিশ্লেষিত অর্থ	প্রচলিত অর্থ/ রূঢ় অর্থ
১. হরিণ →	হৃ/হরণ+ইন →	যে হরণ করে →	পশু বিশেষ।
২. বাদামী →	বাদাম+ষ্ণি →	বাদাম হতে উৎপন্ন →	রং বিশেষ।
৩. শ্বশুর →	শ+শুর →	তাড়াতাড়ি খাওয়া →	বউয়ের বাবা
৪. কুশল →	কুশ/তীর +অল →	যে তীর ধরে থাকে →	ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করা/নিপুণ/দক্ষ
৫. রাখাল →	রাখ +আল →	যে রাখে →	পশু চরায় যে।
৬. বাঁশি →	বাঁশ+ই →	বাঁশ জাতীয় কিছু →	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
৭. পাঞ্জাবি →	পাঞ্জাব+ষ্ণি →	পাঞ্জাবের বংশ →	জামা/পোশাক বিশেষ।
৮. তৈল →	তিল+ ষ্ণ →	তিল হতে উৎপন্ন →	স্নেহ জাতীয় পদার্থ
৯. গবেষণা→	গো+এষণা →	গরু খোঁজা →	লেখাপড়া করা।
১০. হস্তী →	হস্ত+ঈন →	হাত আছে যার →	পশু।
১১. প্রবীন →	প্র +বিন+ঈ →	প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজানো →	বৃদ্ধ।
১২. সন্দেশ→	সম+দেশ →	দেশের সংবাদ →	মিষ্টি।

☑ *রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ মনে রাখার কৌশল:* তেলে (তৈল) ভাজা সন্দেশ খেয়ে এক প্রবীণ গবেষণা করে পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে চড়ে বাঁশি বাজায়।

☑ *যোগরূঢ় শব্দ মনে রাখার কৌশল:* রাজপুত মন্দির থেকে বের হয়ে অম্বু, জলধি এবং বলদ নিয়ে মহাযাত্রা করে সরজের কাছে গেল।

-:পদ ও পদের শ্রেণিবিভাগ:-

পদ: বিভক্তিযুক্ত শব্দ/বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই পদ।

পদ প্রধানত দুই প্রকার: সব্যয় ও অব্যয়/নামপদ ও ক্রিয়া পদ। (দুটি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা যায়)।

পদ সাধারনত ৫ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

পদ
→ সব্যয় পদ
→ অব্যয় পদ

সব্যয় পদ

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	ক্রিয়া
১) নাম/সংজ্ঞা	১) নাম বিশেষণ	আত্মবাচক	১) সমাপিকা
২) জাতিবাচক	২) ভাব বিশেষণ	সামীপ্যবাচক	২) অসমাপিকা
৩) বস্তুবাচক		সাকল্যবাচক	
৪) সমষ্টিবাচক		ব্যতিহারিক	
৫) ভাববাচক			
৬) গুণবাচক			

▣ **বিশেষ্য:** বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, জাতি, বস্তু, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

■ বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা:

১. নাম বাচক
২. জাতি বাচক
৩. বস্তুবাচক
৪. সমষ্টিবাচক
৫. ভাববাচক
৬. গুণবাচক

■ **নাম/সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য:** কোন ব্যক্তির, ভৌগোলিক স্থান/সংজ্ঞার এবং গ্রন্থের নাম। যেমন- মাইকেল, নজরুল, ঢাকা, দিল্লি, পদ্মা, মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর, গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা ইত্যাদি।

■ **জাতি-বাচক বিশেষ্য:** এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থে সাধারণ নাম। যেমন- মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ, ইত্যাদি।

নোট: 'নদী' জাতিবাচক বিশেষ্য, কিন্তু 'পদ্মা', 'মেঘনা'- নাম/সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য;

'পর্বত' জাতিবাচক বিশেষ্য, কিন্তু 'হিমালয়', 'তাজিনডং'- নাম/সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

■ **বস্তু-বাচক বিশেষ্য:** বস্তু, পদার্থ ও দ্রব্যের নাম। যেমন- বই, খাতা, কলম, চিনি, পানি ইত্যাদি।

■ **সমষ্টি-বাচক বিশেষ্য:** ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টির নাম। যেমন- সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি।

■ **ভাব-বাচক বিশেষ্য:** ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব/নাম। যেমন- গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ)।

■ **গুণ-বাচক বিশেষ্য:** যেমন-দোষ বা গুণের নাম। যেমন-মধুর মিষ্টত্বের গুণ– মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ– তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ– তিক্ততা, তরুণের গুণ– তারুণ্য। তদ্রূপ-সততা, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।

▣ **বিশেষণ:** যে পদ অন্য পদের বা বাক্যের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা, ধরন ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন-১. বিশেষ্যের বিশেষণ– **চলন্ত** গাড়ি।
২. সর্বনামের বিশেষণ– **করুণাময়** তুমি।

■ **বিশেষণ পদ দুই প্রকার।** যথা:

১. নাম বিশেষণ (বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে)।

২. ভাব বিশেষণ (বিশেষ্য ও সর্বনাম ব্যতীত অন্য পদকে বিশেষিত করে)।

■ **নাম বিশেষণ:**
১. বিশেষ্যের বিশেষণ– **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালবাসে?
২. সর্বনামের বিশেষণ– সে **রূপবান** ও **গুণবান**।

■ **ভাব বিশেষণ:**
১. ক্রিয়া বিশেষণ– ক. ক্রিয়া সংঘঠনের ভাব: **ধীরে ধীরে** বায়ু বয়।
খ. ক্রিয়া সংঘঠনের কাল: **পরে** একবার এসো।
২. বিশেষণের বিশেষণ–
ক. নাম-বিশেষণের বিশেষণ: **সামান্য** একটু দুধ দাও।এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত।
খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ: ঘোড়া **অতি** দ্রুত চলে।
৩. অব্যয়ের বিশেষণ– ধিক্ তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।
৪. বাক্যের বিশেষণ–
দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

ক. রূপবাচক	: **নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **কাল** মেঘ।
খ. গুণবাচক	: **চৌকশ** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **ঠাণ্ডা** হাওয়া।
গ. অবস্থাবাচক	: **তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা।
ঘ. সংখ্যাবাচক	: **হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।
ঙ. ক্রমবাচক	: **দশম** শ্রেণি, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।
চ. পরিমাণবাচক	: **বিঘাটেক** জমি, **হাজার টনী** জাহাজ।
ছ. অংশবাচক	: **অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোল আনা** দখল, **সিকি** পথ।
জ. উপাদানবাচক	: **বেলে** মাটি, **মেটে** কলসী, **পাথুরে** মূর্তি।
ঝ. প্রশ্নবাচক	: **কত দূর** পথ? **কেমন** অবস্থা?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	: **এই** লোক, **সেই** ছেলে।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি:

ক. ক্রিয়াজাত	: **হারানো** সম্পত্তি, **খাবার** পানি, **অনাগত** দিন।
খ. অব্যয়জাত	: **আচ্ছা** মানুষ, **উপরি** পাওনা, **হঠাৎ** বড়লোক।
গ. সর্বনামজাত	: **কবেকার** কথা, **কোথাকার** কে, **স্বীয়** সম্পত্তি।
ঘ. সমাসসিদ্ধ	: **বেকার**, **নিয়ম-বিরুদ্ধ**, **জ্ঞানহারা**, **চৌচালা** ঘর।
ঙ. বীপ্সামূলক	: **হাসিহাসি** মুখ, **কাঁদকাঁদ** চেহারা, **ডুবুডুবু** নৌকা
চ. অনুকার অব্যয়জাত	: **কনকনে** শীত, **শনশনে** হাওয়া।
ছ. কৃদন্ত	: **কৃতী** সন্তান, **জানাশোনা** লোক।
জ. তদ্ধিতান্ত	: **জাতীয়** সম্পদ, **নৈতিক** বল, **মেঠো** পথ।
ঝ. উপসর্গযুক্ত	: **নিখুঁত** কাজ, **অপহৃত** সম্পদ, **নির্জলা** মিথ্যে।
ঞ. বিদেশি	: **নাস্তানাবুদ** অবস্থা, **লাওয়ারিশ** মাল।

■ **বিশেষণের অতিশায়ন:** বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন- যমুনা একটি **দীর্ঘ** নদী।

একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ:

ভাল	:বিশেষণ রূপে–	**ভাল** বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য রূপে–	আপন **ভাল** সবাই চায়।
মন্দ	:বিশেষণ রূপে–	**মন্দ** কথা বলতে নেই।
	বিশেষ্য রূপে–	এখানে কী **মন্দটা** তুমি দেখলে।
পুণ্য	:বিশেষণ রূপে–	তোমার এ **পুণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক
	বিশেষ্য রূপে–	**পুণ্যে** মতি হোক।
নিশীথ	:বিশেষণ রূপে–	**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশ।
	বিশেষ্য রূপে–	গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	:বিশেষণ রূপে–	**শীত** কালে কুয়াশা পড়ে।
	বিশেষ্য রূপে–	**শীতে** সকালে চার দিক কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	:বিশেষণ রূপে–	**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বল।
	বিশেষ্য রূপে–	এ এক বিরাট **সত্য**।

সর্বনাম: বিশেষ্যের/নামের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন-
ক. **যারা** দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে **তারাই** তো সত্যিকারের পুরুষ।
খ. ধান ভানতে **যারা** শীবের গীত গায়, **তারা** স্থীর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না

■ **সর্বনাম পদ কয়েক প্রকারের হতে পারে। যথা:**

১. ব্যক্তি/পুরুষবাচক	: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা।
২. আত্মবাচক	: স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
৩. সামীপ্যবাচক	: এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি।
৪. দূরত্ববাচক	: ঐ, ঐ সব, সব।
৫. সাকল্যবাচক	: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
৬. প্রশ্নবাচক	: কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে ?
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	: কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
৮. ব্যতিহারিক	: আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
৯. সংযোগজ্ঞাপক	: যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা।
১০. অন্যাদিবাচক	: অন্য, অপর, পর।

■ **সর্বনামের পুরুষ:** 'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার। যথা:
১. **উত্তম পুরুষ:** আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ। স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ।
২. মধ্যম পুরুষ: তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনারা, আপনাদের ইত্যাদি সর্বনাম মধ্যম পুরুষ। প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ।
৩. নাম পুরুষ: সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সমস্ত বিশেষ্য পদই নাম পুরুষ।

■ **সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ:**
১. **বিনয় প্রকাশে:** উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-'ধাক্কা কর **দাসে**, শাস্তি নরাধমে'। '**দীনের আরজ**'।
২. কবিতায় **'আমার'** স্থানে **'মম'**, **'আমাদের'** স্থানে **'মোদের'**, **'আমরা'** স্থানে **'মোরা'** ব্যবহৃত হয়। যেমন- **'কে বুঝিবে ব্যথা মম'**। **'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'**। **'ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি বন্দনা'**।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত **'আপনি'** স্থানে **'তুমি'** প্রযুক্ত হয়। যেমন- (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, **তুমি** রক্ষা কর এ দীন সেবকে'।
৪. অভিনন্দন পত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে **'তুমি'** সম্বোধন করা হয়।
৫. **তুমি:** ঘনিষ্ঠজন, আপন জন বা সম বয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই: তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা ব্যবহার করি।

অব্যয়: ন ব্যয়= অব্যয়। যার কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, যার সাথে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

■ **অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য:**
১. অব্যয় পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না।
২. অব্যয় পদের সাথে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না।
৩. অব্যয় পদের কোন বচন হয় না।
৪. স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।
৫. অব্যয় পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে বাক্যের শোভা বর্ধন করে।
৬. অব্যয় পদ একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়।

■ **বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে (উৎসগত দিক থেকে)–**
১. বাংলা অব্যয় শব্দ: আর, আবার, ও, হাঁ, না ইত্যাদি। এতএব।
২. তৎসম অব্যয় শব্দ: যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। এবং, সুতরাং।
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ: আলবত, বহুত, খুব, খাসা, শাবাশ, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

■ **বিভিন্ন উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ:**
১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে: কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দু'বার প্রয়োগে: ছি ছি, ধিক ধিক, বেশ বেশ ইত্যাতি।
৩. দু'টো ভিন্ন শব্দযোগে: মোট কথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৪. অনুকার শব্দযোগে: কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

■ **অব্যয় প্রধানত চার প্রকার। যথা: ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্বয়ী, ৩. অনুসর্গ/পদান্বয়ী, ৪. অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।**

১. সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন-
ক. সংযোজক অব্যয়: উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। তিনি সৎ, তাই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে।
খ. বিয়োজক অব্যয়: রহিম অথবা করিম এর জন্য দায়ী। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।
গ. সংকোচক অব্যয়: তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন।

■ **অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়:** যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে। তাই এদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন-
১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
২. আজ যদি পারি একবার সেখানে যাব।
৩. এ ভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্বয়ী অব্যয়: যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীন ভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন-
ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।
খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে: হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবাত যাব। নিশ্চই পারব।
ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলবেন, বেশ তো আমি যাব।
ঙ. সমর্থন সূচক জবাবে : আপনি যা যানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে: ছি ছি, তুমি এত নীচ!
কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. সম্বোধনে: 'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে'।
ঝ. সম্ভাবনায় : 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।
ঞ. বাক্যালঙ্কার অব্যয়: কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থক ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভা বর্ধন করে, এদের বাক্যালঙ্কার বলে। যেমন- ১. কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।
২. 'হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা'।

৩. অনুসর্গ/পদান্বয়ী অব্যয়: যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে তাদের অনুসর্গ বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এখানে- 'বিনা' অনুসর্গ অব্যয়। তদ্রূপ- দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে প্রভৃতি অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. অনুকার অব্যয়: যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ, বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন-

বজ্রের ধ্বনি– কড় কড়	মেঘের গর্জন– গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল– ঝমঝম	সিংহের গর্জন– গর গর
স্রোতের ধ্বনি– কল কল	ঘোড়ার ডাক– চিঁহি চিঁহি
বাতাসের গতি– শন শন	কাকের ডাক– কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ– মর মর	কোকিলের ডাক– কুহু কুহু
নূপুরের আওয়াজ– রুম ঝুম	চুড়ির শব্দ– টুং টাং

☑ অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যেমন- ঝাঁ ঝাঁ, (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়: কতকগুলো যুগ্ম শব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন- যত– তত, যখন– তখন, যেমন– তেমন, যে রূপ– সে রূপ ইত্যাদি। উদাহরণ- যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

একই অব্যয়ের ভিন্নার্থক প্রয়োগ:

আর	পুনরাবৃত্তি অর্থে:	ও দিকে আর যাব না।
	নির্দেশ অর্থে:	বল, আর কী চাও?
	নিরাশায়:	সে দিন কি আর আসবে?
	বাক্যালংকারে:	আর কি বাজবে বাঁশি?

ও	সংযোগ অর্থে:	করিম ও রহিম দুই ভাই।
	সম্ভাবনায়:	আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
	তুলনায়:	এক বলাও যা, না বলাও তা।
	স্বীকৃতি জ্ঞাপনে:	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
	হতাশা জ্ঞাপনে:	এত চেষ্টাতেও হল না।

কি/ কী	জিজ্ঞাসায়:	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
	বিরক্তি প্রকাশে:	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

	সাকল্য অর্থে:	কি আমীর কি ফকির, এক দিন সকলকেই যেতে হবে।
	বিড়ম্বনা অর্থে:	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।

না	নিষেধ অর্থে:	এখন যেও না।
	বিকল্প প্রকাশে:	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
	আদর প্রকাশে বা	আর একটি আম খাও না খোকা।
	অনুরোধে:	আর একটা গান গাও না
	সম্ভবনায়:	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
	বিস্ময়ে:	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!
	তুলনায়:	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।

যেন	উপমায়:	মুখ যেন পদ্মফুল।
	প্রার্থনায়:	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
	তুলনায়:	ইস, ঠাণ্ডা যেন বরফ।
	অনুমানে:	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হল
	সতর্কীকরণে:	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
	ব্যঙ্গ প্রকাশে:	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

ক্রিয়াপদ: যে পদের দ্বার কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

■ বাক্যের অপরিহার্য উপাদান ক্রিয়া।

■ একটি ক্রিয়াপদের দুইটি অংশ থাকে। (ক্রিয়ার মূল বা ধাতু এবং পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি।

■ **সমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়াপদ বাক্যের মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- 'প্রভাতে সূর্য ***ওঠে***' বাক্যটিতে '***ওঠে***' ক্রিয়াপদটি দ্বারা সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে এবং বাক্যটি পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাই '***ওঠে***' ক্রিয়াটি একটি সমাপিকা ক্রিয়া।

■ **অসমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়াপদ বাক্যের মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- 'প্রভাতে সূর্য **উঠলে**।' এখানে '**উঠলে**' ক্রিয়াটি দ্বারা মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয় নি এবং বাক্যটিও সমাপ্ত হয় নি তাই '**উঠলে**' ক্রিয়াটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

■ **সকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। 'আমি নুডুলস **খাই**' এখানে 'নুডুলস' কর্মটি রয়েছে বলে '**খাই**' ক্রিয়াটি সকর্মক।

■ **অকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- 'আমি **খাই**'। এখানে '**খাই**' ক্রিয়াটির কোন কর্মপদ নেই বলে ক্রিয়াটি অকর্মক।

■ **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** কোন ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকলে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- 'বাবা আমাকে একটি কলম **কিনে দিয়েছেন**।' এখানে 'আমাকে' এবং 'কলম' এই দুটি কর্ম রয়েছে বলে '**কিনে দিয়েছেন**' ক্রিয়াটি একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

■ **প্রযোজক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া এক জনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় (নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করায়), সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে।

■ **যৌগিক ক্রিয়া:** একটি অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি বসে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করলে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যৌগিক ক্রিয়া মূলত একটি ক্রিয়ার কাজ করে। যেমন-

ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে	:	ঘটনাটা **শুনে রাখ**।
ঘ. আকস্মিকতা অর্থে	:	সাইরেন **বেজে উঠল**।
খ. নিরন্তরতা অর্থে	:	তিনি **বলতে লাগলেন**।
গ. কার্যসমাপ্তি অর্থে	:	ছেলেমেয়েরা **শুয়ে পড়ল**।
ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে	:	শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত **হয়ে থাকে**
চ. অনুমোদন অর্থে	:	এখন **যেতে পার**।

■ **মিশ্র ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-

ক. বিশেষ্যের পরে : আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম**।

খ. বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম**।

গ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে: মাথা **ঝিম্ ঝিম্ করছে**।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি **পড়ছে**।

নোট: যৌগিক ক্রিয়ার দুটো অংশ এবং দুটি অংশেই ক্রিয়া থাকে কিন্তু মিশ্র ক্রিয়ার দুটো অংশের প্রথমটিতে থাকে নামপদ দ্বিতীয়টিতে থাকে মৌলিক ধাতু যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ।

■ **নামধাতুর ক্রিয়া:** নামধাতুর দ্বারা যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে নামধাতুর ক্রিয়া বলে। যেমন-

১. শিক্ষক ছাত্রকে **বেতাচ্ছেন**। এখানে বেত+আ=বেতা+চ্ছেন (পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক শব্দাংশ)

২. দাঁতটি ব্যথায় **কনকনাচ্ছে**। এখানে কনকন+আ=কনকনা+চ্ছে (পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক শব্দাংশ)

৩. সে **ঘুমাচ্ছে**। এখানে ঘুম+আ+চ্ছে (পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক শব্দাংশ)

উপর্যুক্ত '**বেতাচ্ছেন**', '**কনকনাচ্ছে**' এবং '**ঘুমাচ্ছে**' ক্রিয়াগুলো নামধাতুর ক্রিয়া।

■ **অনুক্ত ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া বাক্যে উক্ত থাকে না বা উহ্য থাকে তাকে অনুক্ত ক্রিয়া বলে। যেমন-

১. প্রিয়ন্তি আমার বোন। এখানে- 'হয়' অনুক্ত রয়েছে।

২. ইনি আমার ভাই। এখানে- 'হন' অনুক্ত রয়েছে।

■ **সমধাতুজ কর্ম:** বাক্যের ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই শব্দমূল থেকে উৎপত্তি হলে ঐ ক্রিয়ার কর্মটিকে সমধাতুজ কর্মপদ বা ধাতুর্থক কর্ম বলে। যেমন-

১. বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।

২. আর কত **খেলা** খেলবে।

৩. এমন সুখের **মরণ** কে মরতে পারে।

নোট: সমধাতুজ কর্ম অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে।

-:ক্রিয়ার ভাব:-

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে **ক্রিয়ার ভাব বা প্রকাশ** বলে।

☛ ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার। যথা:

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)
২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)
৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)
৪. আকাঙ্ক্ষক ভাব (Optative Mood)

১. নির্দেশক ভাব: সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়া পদের নির্দেশক ভাব হয়। যথা:

ক. সাধারন নির্দেশক : আমরা বই পড়ি।
খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২. অনুজ্ঞা ভাব: আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়া পদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন:

ক. আদেশাত্মক: বর্তমান কালে - চুপ কর।
: ভবিষ্যৎ কালে - তুমি কাল যেও।
খ. নিষেধাত্মক : বর্তমান কালে - অন্যায় কাজ কর না।
: ভবিষ্যৎ কালে - মিথ্যা বলবে না।
গ. অনুরোধ সূচক: বর্তমান কালে - ছাতাটা দিন তো ভাই।
: ভবিষ্যৎ কালে - আপনারা আসবেন।
ঘ. উপদেশাত্মক: বর্তমান কালে - মন দিয়ে পড়।
: ভবিষ্যৎ কালে - স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখ।

৩। সাপেক্ষ ভাব: একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন-

ক. সম্ভাবনায় : তিনি ফিরে এলে সব কিছুর মিমাংসা হবে।
যদি সে পড়ত তবে সে পাশ করত।
খ. উদ্দেশ্য বোঝাতে : ভাল করে পড়লে সফল হবে।
গ. ইচ্ছা বা কামনায় : আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হত না।

৪। আকাঙ্ক্ষক ভাব: যে ক্রিয়া পদে বক্তা সোজাসুজি কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাকে আকাঙ্ক্ষক ভাব বলে। যেমন: সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আশে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. ইলে > লে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্য পরম্পরা বোঝাতে : চারটা বাজলে স্কুল ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে : একবার মরলে কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা বোঝাতে : এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে : তিনি গেলে কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে : জন্মিলে মরিতে হবে,অমর কে কোথা কবে।
চ. বিধি নির্দেশে : এখানে প্রচার পত্র লাগালে ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সমানার্থক বিকল্প : আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।
জ. পরিনতি বোঝাতে : বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে।

২. 'ইয়া' > 'এ' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে : হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস।
খ. হেতু অর্থে : ছেলেটি কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষ্যণ অর্থে : চেঁচিয়ে কথা বল না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে : হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গাহিয়া গান।

৩. 'ইতে' > 'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. ইচ্ছা প্রকাশে : এখন আমি যেতে চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে : মেলা দেখতে ঢাকা যাব।
গ. সামার্থ্য বোঝাতে : খোকা এখন হাটতে পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে : বাল্য কালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে : রমলা গাইতে যানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে : এখন ট্রেন ধরতে হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতে : রানী এখন ইংরেজী পড়তে শিখেছে।

৪। 'ইতে'> 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ।

ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।
খ. সমকাল বোঝাতে : সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।

-:যৌগিক ক্রিয়া:-

১. যা-ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি থেমে গেল।
খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক গেয়ে যাচ্ছেন।
গ. ক্রমশ অর্থে : চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।
ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া যেতে পারে।

২. পড়্- ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন শুয়ে পড়।
খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে।
গ. আকস্মিকতা অর্থে : এখনি তুফান এসে পড়বে।
ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মন মরা হয়ে পড়েছি।

৩. দেখ্- ধাতু

ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে চেয়ে দেখ।
খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণ টা চেয়ে দেখ।
গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেব কে বলে দেখ।

৪. আস্- ধাতু

ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকেলে বৃষ্টি আসতে পারে।
খ. অভ্যস্ততায় : আমরা এ কাজই করে আসছি।
গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

৫. দি-ধাতু

ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে যেতে দাও।
খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ করে দিলাম।
গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অংকটা বুঝিয়ে দাও।

৬। নি-ধাতু

ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এবার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও।
খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা কষে নাও।

৭. ফেল-ধাতু

ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সন্দেশ গুলো খেয়ে ফেল।
খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা হেসে ফেলল।

৮. উঠ-ধাতু

ক. ক্রমাম্বয়তা বোঝাতে : ঋণের বোঝা ভারি হয়ে উঠছে।
খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি রেগে ওঠেন।
গ. অকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।
ঘ. সম্ভবনা অর্থে : আমার আর থাকা হয়ে উঠল না।

www.facebook.com/tanbircox

ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য হয়ে ওঠে না।

৯. লাগ-ধাতু

ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে লাগল।

খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে লাগ তো দেখি।

১০. থাক-ধাতু

ক.নিরন্তরতা অর্থে : এ বার ভাবতে থাক।

খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়ত বলে থাকবেন।

গ. সন্দেহ প্রকাশে : সে-ই কাজটা করে থাকবে।

ঘ. নির্দেশে : আর দরকার নেই, এ বার বসে থাক।

-:বাংলা অনুজ্ঞা:-

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়া পদের যে রূপ হয় তাকে **অনুজ্ঞা** পদ বলে।

■ অতীত কালের অনুজ্ঞা হয় না।

অনুজ্ঞা বাক্য গঠন:

ক. বর্তমান কাল

১. আদেশ : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।

২. উপদেশ : সত্য কথা গোপন কর না।
পাতিস নে শিলা তলে পদ্মপাতা।

৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন কর। অংকটা বুঝিয়ে দাও না।

৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।

৫. অভিশাপ : মর, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

১. আদেশে : সদা সত্য কথা বলবে।

২. সম্ভাবনায় : চেষ্ট কর, সবই বুঝতে পারবে।

৩. বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ খাবে।

৪. অনুরোধে : কাল একবার এসো।

-:ক্রিয়ার কাল:-

☛ **ক্রিয়ার কাল:** যে সময়ে কোন ক্রিয়া ঘটে থাকে, সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।

☛ **ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার:** বর্তমান কাল, অতীত কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল।

☛ **মৌলিক বা যৌগিক কাল:** ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ক্রিয়ার কালকে রূপ ও অর্থ অনুসারে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন

১. মৌলিক বা সরল কাল: সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ এবং নিত্যবিত্ত অতীত– এই চারটি কালই মৌলিক কাল।

২. যৌগিক বা মিশ্র কাল: ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ এবং পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ - এই ছয়টি কাল যৌগিক কাল।

বিভিন্ন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

ক. সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার:

১. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে): চণ্ডীদাস বলেন, ''সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।''

২. বর্ণনীয় বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে): আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

৩. 'নেই', 'নাই' বা 'নি'-শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায়: তিনি গতকাল হাটে যান নি।

খ. নিত্যবিত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. স্থায়ী সত্য প্রকাশ: চার আর তিনে সাত হয়।

২. ঐতিহাসিক বর্তমান: বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

৩. কাব্যের ভণিতায়: মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস ভনে শুনে পূণ্যবান।

৪. 'যদি', 'যেন', 'যখন' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন- সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে।
যদি বৃষ্টি আসে, আমরা বাড়ি চলে যাব।

গ. ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। যথা: বক্তা বললেন, ''শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন সম্পদ লুণ্ঠিত, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।''

২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে: চিন্তা করোনা, কালই আসছি।

৩. ক্রিয়ার নিরন্তরতা বোঝাতে অতীত কালের অর্থে:

ক. ছেলেটি অনবরত ডাকছে, তথাপি কেউ এল না।

খ. শিশুটি অনবরত কাঁদছে, তথাপি মা তাকে দুধ দিল না।

ঘ. নিত্যবিত্ত অতীতের ব্যবহার:

১. কামনা প্রকাশে: আজ যদি সমুন আসত, কেমন মজা হত।

২. অসম্ভবা কল্পনায়: সাতাশ যদি হত একশ সাতাশ।

৩. অসম্ভবা প্রকাশে: তুমি যদি যেতে, তবে ভালই হত।

ঙ. পুরাঘটিত অতীতের ব্যবহার:

১. অতীত সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায়: পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ মারাঠা সৈন্য মারা গিয়েছিল।

২. অতীতের সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে: বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেগিয়েছিলাম।

চ. সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন- কে জানত আমার ভাগ্য এমন হবে?

২. অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন- ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবী' পড়ে থাকবে।

-: কারক :-

Ω **কারক** = √কৃ + নক (অক)- যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 'কারক' একটি সম্পর্কের নাম। ক্রিয়া পদের সাথে নাম পদের যে সম্পর্ক তাই কারক। কারক ৬ প্রকার।

◈ **কর্তৃ কারক:** বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃ কারক বলে। ক্রিয়াকে 'কে বা কারা' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্তৃ কারক পাওয়া যায়।

প্রকারভেদ	উদাহরণ
মুখ্য কর্তা (একা করলে):	সাকিব অপুকে পাগল করেছে।
প্রযোজক (যে করায়):	লাভগুরু শ্রোতাদের প্রেম শেখাচ্ছেন।
প্রযোজ্য (যে করে):	মা (প্রযোজক) শিশুকে (প্রযোজ্য) চাঁদ দেখাচ্ছেন।

ব্যতিহার (একত্রে করলে):	সাকিব ও মিশা সওদাগর অপুকে পাগল করেছে।

◆ **কর্ম কারক:** যাকে উদ্দেশ্য করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্ম কারক বলে। ক্রিয়াকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্ম কারক পাওয়া যায়।

প্রকারভেদ	উদাহরণ
মুখ্য কর্ম (বস্তুবাচক) গৌণ কর্ম (ব্যক্তিবাচক)	ডিপজল শাবনুরকে প্রেমপত্র দিলেন। বাবা আমাকে (গৌণ) একটি কলম (মুখ্য) কিনে দিলেন।

◆ **করণ কারক:** 'করণ' শব্দের অর্থ যন্ত্র বা উপকরণ। ক্রিয়া যে যন্ত্রের সাহায্যে বা উপকরণের সাহায্যে বা সহায়ক উপায়ে সম্পাদিত হয়- সেই যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ক উপায়কে করণ কারক বলে। ক্রিয়াকে 'কিসের দ্বারা বা কি উপায়ে' দ্বার প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়। যেমন- শখ কলম দিয়ে লেখে। শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

◆ **সম্প্রদান কারক:** যাকে স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- সৎপাত্রে কন্যা দাও। অন্ধজনে দেহ আলো। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। গুরুজনে ভক্তি কর। সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।

◆ **অপাদান কারক:** 'যা থেকে' কিছু চ্যুত, জাত, গৃহীত ইত্যাদি হয় তা অপাদান কারক বলে। যেমন-

বিচ্যুত:	গাছ থেকে পাতা পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
গৃহীত:	শুক্তি থেকে মুক্ত মেলে। দুধ থেকে দই পাই।
জাত:	জমি থেকে ফসল পাই। খেজুর রসে গুড় হয়।
বিরত:	পাপে বিরত হও।
দূরীভূত:	দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।
রক্ষিত:	বিপদ থেকে বাচাও।
আরম্ভ:	সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
ভীত:	বাবাকে বড্ড ভয় পাই।

◆ **অধিকরণ কারক:** ক্রিয়া যে সময়ে বা স্থানে বা যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্পাদিত হয়- সেই স্থান, কাল বা বিষয়কে অধিকরণ কারক বলে।

কালাধিকরণ (যে সময়ে)	প্রভাতে সূর্য ওঠে।
আধারাধিকরণ (যে স্থানে)	পুকুরে মাছ আছে।
ভাবাধিকরণ (ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলে)	সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ ৩ প্রকার।	ঐকদেশিক (অল্প অংশ)	আকাশে চাঁদ উঠেছে।
	অভিব্যাপক (সম্পূর্ণ অংশ)	আকাশে মেঘ উঠেছে।
	বৈষয়িক (কোন বিষয়ে দোষ, গুণ বোঝালে)	ডিপজল অংকে ফেল, মাস্তানীতে ওস্তাদ। তার ধর্মে মতি আছে। সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

স্পেশাল তথ্য...

Ω কে, রে- বিভক্তি সম্প্রদান কারকে সাধারণত ৪র্থী বিভক্তি হয় কিন্তু কর্মে ২য়া বিভক্তি হয়।

Ω স্বত্ব ত্যাগ করে '**যাকে**' দান করা হয় সে **সম্প্রদান কারক** কিন্তু '**যা**' দান করা হয় তা **কর্ম কারক**। যেমন-

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও- **সম্প্রদান** কারক কিন্তু---

ভিক্ষুককে **ভিক্ষা** দাও- **কর্ম** কারক।

Ω স্বত্ব ত্যাগ করে না দিলে কর্ম কারক। যেমন- ধোপাকে কাপড় দাও।

Ω '**যা থেকে**' চ্যুত, জাত, গৃহীত ইত্যাদি হয় তা **অপাদান** কিন্তু '**যা**' চ্যুত, জাত, গৃহীত ইত্যাদি হয় তা **কর্ম কারক**।

যেমন- **ছাদ থেকে** পানি পড়ে- **অপাদান** কারক কিন্তু-

ছাদ থেকে **পানি** পড়ে- **কর্ম** কারক।

কয়েকটি প্যাচাল...

সে বই পড়ে- কর্ম কারক। কিন্তু...

সে বল খেলে... সে ক্রিকেট খেলে-করণ কারক।

তিলে তৈল হয়- অপাদান। কিন্তু..

তিলে তৈল হয়/ আছে-অধিকরণ কারক।

বাঁশি বাজে/ কলমটা লেখে ভাল- কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা।

স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না- অপাদান কারক।

আমি স্কুলে যাব- অধিকরণ কারক।

ছাদ থেকে পানি পড়ে- অপাদান কারক।

ছাদে পানি পড়ে- অধিকরণ কারক।

অর্থ অনর্থ ঘটায়- কর্তৃ কারক

অর্থে অনর্থ ঘটে- করণ কারক

টাকায় কিনা হয়- করণ কারক।

টাকায় টাকা হয়- অপাদান কারক।

সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু- অপাদান কারক।

সোমবার স্কুল ছুটি- অধিকরণ কারক।

ট্রেনটি ঢাকা/স্টেশন ছাড়ল---অপাদান কারক।

ট্রেনটি ঢাকা/স্টেশন পৌঁছল---অধিকরণ কারক।

সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা?- কর্ম কারক

সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা?- অধিকরণ কারক।

বিপদে সে উতলা হয়েছে---অধিকরণ কারক।

বিপদে মোরে রক্ষা করো---অপাদান কারক।

কর্তৃ কারক:

সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ-নাগবালা। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে। রতনে রতন চেনে। দশে মিলে করি কাজ। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত। চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। জল পড়ে পাতা নড়ে। পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইল। শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।

কর্ম কারক:

পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার? নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর। রেখো মা দাসেরে মনে। জিজ্ঞাসিব জনে জনে। আমার গানের মাল আমি কারে করব দান। বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছে ভালবেসে। দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি, হলুদকে

বলি হৃদ্রি। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। গায়ে পড়া মানুষ আমার ভাল লাগে না। ডাক্তার ডাক। পারুল বনের চম্পারে মোর না জানা। বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায়। বাজিল কাহার বীণা। পিতামাতার সেবা কর। মিথ্যারে করো না উপাসনা। রবীন্দ্রনাথ পড়। কোথা সে ছায়া সখি। এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।

করণ কারক:

আলোয় আঁধার কাটে। উদ্যমে সাফল্য আসে। লোকটি কানে শুনে না। আচরণেই ইতর ভদ্র বোঝা যায়। কী মুখে এ কথা বলব। কঠিন বাঁধনে বাধা। নতুন ধান্যে হবে নবান্ন। অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর। আগুনে সেক দাও। আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি। কথায় কথা বাড়ে। কাঁথায় শীত মানে না। ফলে বৃক্ষের পরিচয়। ফুলে ফুলে সাজিয়েছে ঘর। বন্যায় দেশ প্লাবিত হলো। শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়। মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন। "এত শঠতা, এত ব্যথা, তবু যেন তা মধুতে মাখা"। লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব। চেষ্টায় সব হয়। এ সুতায় কাপড় হয় না। অহংকারই পতনের মূল। কালির দাগ সহজে মেছে না। গাছ পাথরেতে বান্ধে সাগর জল। চিন্তায় চিন্তায় তার শরীর ভেঙেছে। জলন্ত অক্ষরেতে লেখা। জাঁতে তাপস চিনি। জলের লিখন থাকে না। জ্ঞানে বিমল অনন্দ হয়। টাকায় বাঘের দুধ মিলে। তোমার পুণ্যেতে মাতা। তাস খেলে পড়া নষ্ট করো না। দুঃখে আকুল হয়ো না। কুন্দদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে। ব্যায়ামে শরীর সুস্থ থাকে। রোগে কাতর হইয়াছি। লোকটি চমৎকার লাঠি খেলে। লোকটি কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। শরতের ধরাতল, শিশিরে ঝলমল। স্রোতে নৌকা যেথায় যায় যাক। হাতের তৈরি জিনিস। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

সম্প্রদান কারক:

বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা। দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য কর। অন্নহীনে অন্ন দাও। আমায় একটু আশ্রয় দিন। গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি গৃহে। ঘরকে যাও। জীবে দয়া করে সাধু জন। তোমায় কেউ দিইনি। দেশের জন্য প্রাণ দাও। জীবে দয়া কর। দিলা হেন বরে।

অপাদান কারক:

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। লোকেমুখে শুনেছি। বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না। 'মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে সেই পাঠশালা পালায়ন।' তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশ কিলোমিটারেরও বেশি। বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু (থেকে উহ্য আছে)। বক্তার মুখে যেন খই ফুটল (থেকে উহ্য আছে)। পুকুর থেকে পানি এনেছি। সব ঝিনুকে মুক্তো মেলে না। গরিবকে কম্বল দিয়ে ঠান্ডা বাঁচাও। বর্ষাকালে সাপের ভয়। ভূতকে কিসের ভয়। পরাজয়ে ডরে না বীর। গরিবকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না। আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে। কতো ধানে কতো চাল। বাঘকে সবাই ভয় পায়। ভিক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আমা হতে এ কাজ হবে না। কি ভয় মরণের রণে। ছোটমুখে বড় কথা মানায় না। জলে বাষ্প হয়। মানস সরোবর হইতে গঙ্গা আসিয়াছে। লোকে মুখে এ কথা শুনেছি।

অধিকরণ কারক:

আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।(বনে বাঘ আছে: ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে: 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেহ তারে'; রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা --ঐকদেশিক)। (তিলে তৈল আছে; পুকুরে পানি আছে--অভিব্যাপক)। আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই। খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে। বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়। তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে তো রাখি নাই মো উড়িবার সাই। কাননে কুসুম কলি ফুটিল। পৃথিবীতে কে কাহার। লঙ্ঘি এ সিন্ধুর প্রলয়ের নিত্য। ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুনিয়ে। পৃথিবীতে কোন পথে নরম ধানের গন্ধ। মনেতে আগুন। চিরদিন তোমারে চিনি। ঢাকা থেকে খুলনা ৩৫০ কিলোমিটার দূরে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। কি করি আজ ভেবে না পাই। গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার। পাঠে মনোযোগ দাও। সরোবরে পদ্ম ফোটে। সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে? হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল। কপালের লেখা খণ্ডানো যায় না।

-:সম্বন্ধ পদ:-

ক্রিয়া পদের সাথে সম্পর্ক না রেখে যে নাম পদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন: সাকিবের ভাই বাড়ি যাবে। এখানে 'মতিনের' সঙ্গে 'ভাই'- এর সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

☞ সম্বন্ধ পদের প্রকার ভেদ :

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন-

ক. অধিকার সম্বন্ধ : রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
খ. জন্য জনক সম্বন্ধ : গাছের ফল, পুকুরের মাছ।
গ. কার্য কারণ সম্বন্ধ : অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
ঘ. উপাদান সম্বন্ধ : রূপার থালা, সোনা বাটি।
ঙ. গুণ সম্বন্ধ : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
চ. হেতু সম্বন্ধ : ধনের অহংকার, রূপের দেমাক।
ছ. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
জ. ক্রম সম্বন্ধ : পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।
ঝ. অংশ সম্বন্ধ : হাতির দাঁত, মাথার চুল।
ঞ. ব্যবসায় সম্বন্ধ : পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারী
ট. ভগ্নাংশ সম্বন্ধ : একের তিন, সাতের পাঁচ।
ঠ. কৃতি সম্বন্ধ : নজরুলের 'অগ্নিবীণা' মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'
ড. আধার-আধেয় : বাটির দুধ, শিশির ওষুধ।
ঢ. অভেদ সম্বন্ধ : জ্ঞানের আলোক, দুঃখের দহন।
ণ. উপমান উপমেয় : ননীর পুতুল, লোহার শরীর।
ত. বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য।
থ. নির্ধারণ সম্বন্ধ : সভার সেরা, সবার ছোট।
দ. কারক সম্বন্ধ :

১. **কর্তৃ সম্বন্ধ** - রাজার হুকুম।
২. **কর্ম সম্বন্ধ** - প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন।
৩. **করণ সম্বন্ধ** - চোখের দেখা, হাতের লাঠি।
৪. **অপাদান সম্বন্ধ** - বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি।
৫. **অধিকরণ সম্বন্ধ** - ক্ষেতের ধান, দেশের লোক।

www.facebook.com/tanbir.ssu

-:সম্বোধন পদ:-

'সম্বোধন' কথাটির অর্থ আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন- ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো। ওগো, তোরা জয়ধ্বনী কর। ওরে আজ তোরা যাস, নে ঘরের বাহিরে।

জ্ঞাতব্য: সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

বিদ্র: সম্বোধন পদের পরে অনেক সময় বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্ন কে সম্বোধন চিহ্নও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন পদের পরে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগ ই বেশি।

-:অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় শব্দ:-

অনুসর্গ হল কতক গুলো অব্যয় যে গুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে। এই অব্যয় শব্দ গুলোকে অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় শব্দ বলে।

অনুসর্গ গুলো কখনো প্রাতিপদিক এর পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা 'কে' এবং 'র' বিভক্তি যুক্ত শব্দের পরে বসে।

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মত, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সাথে, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, আছে, ভিতর, ভেতর, ইত্যাদি।

অনুসর্গের প্রয়োগ:

১. বিনা/বিনে: **কর্তৃ কারকের সঙ্গে**- তুমি বিনা (বিনে) আমার কে আছে?
বিনি : **করণ কারকের সঙ্গে**- বিনি সুতায় গাথা মালা।
'বিহনে : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
২. সহ : **সহগামিতা অর্থে**- তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।'
সহিত : **সহসূত্র অর্থে** - শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
সনে: **বিরুদ্ধ গামিতা অর্থে** - দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সঙ্গে : **তুলনায়**- মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।
৩. অবধি : **পর্যন্ত অর্থে**- সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
৪. পরে: **স্বল্প বিরতি অর্থে**- এঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
পর : **দীর্ঘ বিরতি অর্থে**- শরতের পরে আসে বসন্ত।
৫. পানে : **প্রতি, দিকে অর্থে**- ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন।
'শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।'
৬. মতো : **ন্যায় অর্থে**- বেকুবের মতো কাজ করো না।
তরে : **মতো অর্থে**- এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।
৭. পক্ষে : **সক্ষমতা অর্থে**- রাজার পক্ষে সবকিছু সম্ভব।
সহায় অর্থে- আসামির পক্ষে উকিল কে?
৮. মাঝে : **মধ্যে অর্থে** - 'সীমার মাঝে অসীম তুমি।'
একদেশিক অর্থে- এদেশের মাঝে এক দিন সব ছিল।
স্বল্পকাল অর্থে - নিমেষ মাঝেই সব শেষ।
মাঝারে: **ব্যাপ্তি অর্থে**- 'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে'।
৯. কাছে : **নিকটে অর্থে**- আমার কাছে আর কে আসবে।
কর্ম কারকে 'কে' বোঝাতে - 'রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।'
১০. প্রতি : **প্রত্যেক অর্থে**- মণ প্রতি পাঁচ টাকা লাভ দেব।
দিকে বা ওপর অর্থে- 'নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।'
১১. হেতু : **নিমিত্ত অর্থে**- 'কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া'।
জন্যে : **নিমিত্ত অর্থে**- এ ধন সম্পদ তোমার জন্যে।

সহকারে : **সঙ্গে অর্থে**- আগ্রহ সহকারে কহিলেন।
বশত : **কারণে অর্থে**- দুর্ভাগ্য বশত সভায় উপস্থিত হতে পারি নি।

-:বাক্য-প্রকরণ:-

■ **বাক্য:** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্রিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বলে।

■ **বাক্যের অংশ:** একটি বাক্যের অংশ দুটি। উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

১. **উদ্দেশ্য:** বাক্যে যার উদ্দেশ্যে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে।

২. **বিধেয়:** বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাই বিধেয়। যেমন- 'রহিম স্কুলে যায়'- এ বাক্যে 'রহিম' সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে তাই 'রহিম' উদ্দেশ্য এবং 'স্কুলে যায়' অংশটি বিধেয়।

■ **বাক্যের গুণ:** একটি সার্থক বাক্যের গুণ তিনটি। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

১. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে এবং পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একটি পদের পর অন্য একটি পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন- 'সে খেয়ে'- এ বাক্যটির দ্বারা সম্পূর্ণ মনেরভাব প্রকাশিত হয় নি, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। তা-ই এ বাক্যটি একটি আকাঙ্ক্ষাহীন বাক্য। আবার- 'সে খেয়ে স্কুলে যাবে।'- এ বাক্যটির দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসত্তি: বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহকে যথাযথভাবে সুবিন্যাস্ত করতে হয়ে যাতে মনোভাব প্রকাশে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আকাঙ্ক্ষা। 'স্কুল খেয়ে যাব আমি'- এ বাক্যটিতে ব্যবহৃত পদসমূহ সুবিন্যাস্ত হয় নি অর্থাৎ পদ গুলোকে ঠিক ভাবে সাজানো হয় নি তাই বাক্যটি আকাঙ্ক্ষাহীন বাক্য। বাক্যটিকে ঠিকভবে সাজালে হয়- 'আমি খেয়ে স্কুল যাব।'

৩. যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন- 'গরুগুলো আকাশে উড়ছে' কিংবা 'নৌকাটি বাতাসে ভাসছে'- বাক্যদুটি যোগ্যতাহীন বাক্য কারণ বাক্যদুটিতে ব্যবহৃত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিল নেই। কিন্তু 'পাখি আকাশে উড়ে' বাক্যটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ বাক্যটিতে ব্যবহৃত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিল রয়েছে।

শব্দের যোগ্যতা নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর সাথে জড়িত:

ক. উপমার ভুল প্রয়োগ: ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন- 'আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।' 'মন্দির' ধর্ম-কর্ম করার জায়গা, বীজ বপন করার জন্য নয়। বীজ বপন করতে হয় ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বাক্যটি হওয়া উচিত- 'আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।'

খ. গুরুচণ্ডালী দোষ: তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের প্রয়োগ কখনও গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া', 'গরুর গাড়ি' প্রভৃতি স্থলে যদি 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ', 'সরুর শকট' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় তাহলে গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে শব্দটি যোগ্যতা হারাবে।

গ. দুর্বোধ্যতা: অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য যোগ্যতা হারায়। যেমন- তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী

বা মায়া অর্থে 'প্রপঞ্চ' ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

ঘ. বাহুল্য দোষ: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন- 'সকল কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।' এখানে 'কর্মকর্তাগণ' বহুবচনবাচক শব্দ এর সঙ্গে 'সকল' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য- দোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন: বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর শব্দ পরিবর্তন করলে বাগধারা তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ: নিস্ফল আবেদন)- এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

■ **বাক্যের শ্রেণিবিভাগ:** দুই ধরনের।

■ বাক্যকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা যায়:

বাক্য

অর্থগত দিক থেকে (৫ প্রকার)

১. বিবৃতিমূলক
ক. অস্তিবাচক খ. নেতিবাচক
২. প্রশ্নমূলক
৩. অনুজ্ঞামূলক (আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ)
৪. ইচ্ছামূলক
৫. বিস্ময়সূচক

গঠনগত দিক থেকে (৩ প্রকার)

১. সরল বাক্য
২. জটিল বা মিশ্র
৩. যৌগিক

১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- ডিপজল ভাল ছেলে।

২. জটিল বা মিশ্র বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
এ বাক্যে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বাক্যগুলো– যে- সে, যা- তা, যিনি- তিনি, যারা- তারা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি, যখন, তব, তখন, যখন- তখন, যেমন- তেমন, যেহেতু- সেহেতু, যেইনা- অমনি, বরং, তবু, সেজন্য ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। তাছাড়া এ বাক্যের সাথে কমা চিহ্ন থাকবে। যেমন-
যদি তুমি আস, তাহলে আমি যাব।
আশ্রিত বাক্য — প্রধান খণ্ড বাক্য

■ **কয়েকটি মিশ্র বা জটিল বাক্য...**

☛ যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
☛ লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
☛ তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
☛ ধনধান্যে পুস্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
☛ যেহেতু ভাল করে পড়াশুনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
☛ যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নিবে চিনি।
☛ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
☛ যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।

■ **আশ্রিত বাক্য:** যে বাক্যটি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না কিংবা বাক্যটিকে সমাপ্ত করতে পারে না তাকে আশ্রিত বাক্য বলে।

■ **প্রধান খণ্ড বাক্য:** যে বাক্যটি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বাক্যটিকে সমাপ্ত করতে পারে তাকে প্রধান খণ্ড বাক্য বলে।
যেমন- যে কষ্ট করে, সে কেষ্ট (কষ্টের ফসল) লাভ লাভ করে।
আশ্রিত বাক্য — প্রধান খণ্ড বাক্য

জটিল বা মিশ্র বাক্য

আশ্রিত খণ্ড বাক্য (৩ প্রকার) — প্রধান খণ্ড বাক্য

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য
খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য
গ. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য: যে আশ্রিত খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ড বাক্যের যে কোন পদে আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে তাকে বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য বলে। যেমন- আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বাড়ি আছেন কিনা, আমি জানি না।

খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য: যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোন বিশেষ্য কিংবা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতি নির্দেশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য বলে। যেমন- খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

গ. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ড বাক্য: যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন-
যতই করিবে দান, ততই বেড়ে যাবে।
তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।

৩. যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দু ইবা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো ও, এবং, অথবা, অথচ, নতুবা, কিন্তু, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন- তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।

■ **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক বাক্য...**

☛ উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
☛ আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
☛ বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
☛ তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
☛ জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোন পথ দেখাতে পারলেন না।
☛ মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
☛ মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য...

টাকা দাও, ছাড়া পাবে।	যৌগিক বাক্য।
ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ।	যৌগিক বাক্য।
মাছ আকাশে উড়ে।	বাক্যটির যোগ্যতার অভাব।

যত্ন না করলে রত্ন পাবে না।	সরল বাক্য।
যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।	জটিল বাক্য।
সকল আলেমগণ আজ সভায় উপস্থিত।	বাক্যটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট।
পাখি ঘাস খায়।	বাক্যটির যোগ্যতার অভাব।
নালিশটা অযৌক্তিক।	বাক্যটি অস্তিবাচক।
মরো, নইলে বাচার মতো বাঁচ।	যৌগিক বাক্য।
যে হিমালয়ে বাস করিতেন, সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা।	জটিল বাক্য।
রহিম সাহেবের ধন আছে, কিন্তু বিদ্যা নাই।	যৌগিক বাক্য।
জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধা পান।	সরল বাক্য।
গরু মানুষের গোসত খায়।	বাক্যটির যোগ্যতার অভাব।
আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, নিজ হাতে চা তৈরি করত অপু।	সরল বাক্য।
যারা ধার্মিক, তাঁরা সুখী।	জটিল বাক্য।
শিক্ষক এসেছিলেন, কিন্তু ক্লাস হয় নি।	যৌগিক বাক্য।
নিয়মিত ব্যায়াম কর, স্বাস্থ্য ভাল হবে।	যৌগিক বাক্য।
তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি।	যৌগিক বাক্য।
সে গরীব, কিন্তু কৃপণ নয়।	যৌগিক বাক্য।
তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।	যৌগিক বাক্য।
ও আসল বটে, কিন্তু বসল না।	যৌগিক বাক্য।
যে নেতা দেশের মঙ্গল বোঝেন না, তিনি নিজের কল্যাণ অনুধাবনেও ব্যর্থ।	জটিল বাক্য।
রাজা আছেন, কোটালের দোহাই কেন?	যৌগিক বাক্য।
সকাল হল, তারপর পথিকেরা যাত্রা শুরু করল।	যৌগিক বাক্য।
লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।	জটিল বাক্য।
তিনি ধনী, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ।	যৌগিক বাক্য।
পরিশ্রম কর, নতুবা কৃতকার্য হতে পারবে না।	যৌগিক বাক্য।
কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	যৌগিক বাক্য।
যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।	জটিল বাক্য।
তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন।	সরল বাক্য।
খেলা শেষ হলে বাড়ি ফিরবো।	এ বাক্যে স্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে।
মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।	সরল বাক্য।
সে যে কোথায় ঘুরছে তা জানি না।	জটিল বাক্য।
মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।	সরল বাক্য।
সে আজ যাক, কাল আসবে।	যৌগিক বাক্য।
অপরকে সম্মান না করে কেউ সম্মান লাভ করতে পারে না।	সরল বাক্য।
সুখবরটা জেনে সে আনন্দিত হয়েছে।	সরল বাক্য।

-:বাচ্য:-

■ **বাচ্য:** বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বাচ্য বলে।

☛ **বাচ্য তিন ধরনের-** ১. কর্তৃ বাচ্য
২. কর্ম বাচ্য
৩. ভাব বাচ্য

১. কর্তৃ বাচ্য: যে বাচ্যে কর্তার অর্থ প্রাধান্য পায় এবং ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃ বাচ্য বলে। যেমন- প্রেমা বই পড়ে।

☛ **কর্তৃ বাচ্যের বৈশিষ্ট্য:**
ক. এ বাচ্যে ক্রিয়া সাধারণত কর্তার অনুসারী হয়।
খ. এ বাচ্যে কর্তায় ১মা এবং কর্মে ২য়া ও ৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়।

২. কর্ম বাচ্য: যে বাচ্যে কর্মের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয় তাকে কর্মবাচ্য বলে।
যেমন- প্রেমা কর্তৃক বই পড়া হয়।

☛ **কর্ম বাচ্যের বৈশিষ্ট্য:**
ক. এ বাচ্যে ক্রিয়া সাধারণত কর্মের অনুসারী হয়।
খ. এ বাচ্যে কর্মে ১মা (কখনও কখনও ২য়া) এবং কর্তায় ৩য়া বিভক্তি হয়।

৩. ভাব বাচ্য: যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে ভাব বাচ্য বলে। যেমন- প্রেমার পড়া হয়।

☛ **ভাব বাচ্যের বৈশিষ্ট্য:**
ক. এ বাচ্যে কর্ম থাকে না।
খ. এ বাচ্যে কর্তায় ষষ্ঠী, ২য়া অথবা ৩য়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

▣ **কর্মকর্তৃ বাচ্য:** যে বাচ্যে কোন কর্তা থাকে না এবং ক্রিয়া যদি কর্তার স্থান দখল করে নেয়, তাহলে তাকে কর্মকর্তৃ বাচ্য বলে।
যেমন- বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগ্নে।

বাচ্য থেকে বিগত বছরের প্রশ্ন...

১. বাঁশি বাজিতেছে। --কর্মকর্তৃ বাচ্য।
২. বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগ্নে। --কর্মকর্তৃ বাচ্য।
৩. ফুল ফোটে। --কর্মকর্তৃ বাচ্য।
৪. শিক্ষককে সকলেই সম্মান করে। --কর্তৃ বাচ্য।
৫. রোগী পথ্য সেবন করে। --কর্তৃ বাচ্য।
৭. আমার যাওয়া হল না। --ভাব বাচ্য।
৮. ওকে খেতে ডেকে আন। --কর্ম বাচ্য।
৯. শুকর কর্তৃক ছাগল তাড়িত হল। --কর্ম বাচ্য।
১০. পচা বাঁশ সহজে ভাঙে। --কর্মকর্তৃ বাচ্য।
১১. আমাদের ফেরা হবে গাড়িতে। --ভাববাচ্য।
১২. নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে। --কর্ম বাচ্য।
১৩. তুমি কবে আসবে?- ভাববাচ্যে-তোমার কবে আসা হবে।
১৪. তার যেন আসা হয়। --ভাব বাচ্য।
১৫. এবার মাছ ধরা যাক। --ভাব বাচ্য

-:উক্তি:-

■ **উক্তি:** কোন কিছু বলার নামই উক্তি।

☛ **উক্তি দুই ধরনের-** ১. প্রত্যক্ষ উক্তি ২. পরোক্ষ উক্তি

১. প্রত্যক্ষ উক্তি: যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে।
যেমন- অর্ঘ্য বলল, "প্রেমা আমি তোমাকে ভালবাসি।"

২. পরোক্ষ উক্তি: যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।
যেমন- অর্ঘ্য প্রেমাকে তার ভালবাসার কথা জানালো।
☛ উক্তি পরিবর্তনের সময় নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয়:

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

যেমন-
প্রত্যক্ষ উক্তিতে: রহিম বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকায় যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ উক্তিতে: রহিম বলল যে তার ভাই সেদিনই ঢাকায় যাচ্ছেন।"

-:যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্ন:-

যতি বা ছেদ বা বিরাম চিহ্নের বিরতিকাল মনে রাখার কৌশল:
কোলন ড্যাস (কোলন, ড্যাস, কোলন ড্যাস) দাঁড়ির জিজ্ঞাসা শুনে ১ সেকেন্ড বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রহিলেন। তখন হাইফেন, ইলেক ও ব্র্যাকেট বলল আমাদের দাড়ানোর প্রয়োজন নেই। কমা উদ্ধরণ করল আমাকে ১ বলতে হবে। কিন্তু সেমিকোলন বলল আমাকে ১ এর দ্বিগুন বলতে হবে।
বি.দ্র: কোলন, ড্যাস,কোলন ড্যাস দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়--এদের বিরতি কাল ১ সেকেন্ড। হাইফেন, ইলেক, ব্র্যাকেট এদের বিরতি কাল নেই। উদ্ধরণ, কমা এদের বিরতি কাল ১ বলতে যে সময় লাগে। সেমিকোলন এর বিরতি কাল ১ এর দ্বিগুণ সময়।

যতি বা ছেদ চিহ্ন স্পেশাল...
☑ বাংলা গদ্যে যতি বা ছেদ চিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
☑ যতি বা ছেদ চিহ্নের জনক- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
☑ বাংলা ভাষায় মোট যতি চিহ্ন রয়েছে- ১৬ টি। (বহুল ব্যবহৃত ১২ টি)
☑ একটি পূর্ণ বাক্যের শেষে বসে- ৩ টি চিহ্ন (দাড়ি, জিজ্ঞাসা চিহ্ন এবং বিস্ময়সূচক চিহ্ন)।
☑ শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্নে লুপ্ত জায়গায় বসে- ড্যাস।
☑ বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়- ড্যাস।
☑ কোন যতি চিহ্ন সেমিকোলনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে?- হাইফেন।
☑ পূর্ণ বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্যাংশের পরে বসে- ড্যাস।
☑ ব্যবহারের দিক থেকে ড্যাসের সঙ্গে মিল আছে- কোলনের।
☑ আমি বললাম তুমি গৃহদাহ পড়িয়াছ কি---এ বাক্যে বিরাম চিহ্ন বসবে- চারটি।
☑ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে কোন চিহ্ন বসে?- কমা।
☑ একটি অসম্পূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?-কোলন।
☑ একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে বসে?- অর্ধচ্ছেদ চিহ্ন।
☑ 'দাঁড়ি' চিহ্নের অপর নাম- পূর্ণচ্ছেদ।
☑ কোনটিতে থামার প্রয়োজন হয় না?- ইলেক চিহ্ন।
☑ বাক্যের কোন উক্তি অসমাপ্ত রাখার ইঙ্গিত কিংবা বাক্যের একটি অংশের কোনও বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা' হ'ল- ড্যাস।
☑ বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়- কমা।
☑ লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য দেওয়া হয়- ইলেক চিহ্ন।
☑ সেমিকোলনের বাংলা- অর্ধচ্ছেদ।
☑ হাইফেন ব্যবহৃত হয়- দুই শব্দের সংযোগ বোঝাতে।
☑ বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদের ব্যবহার হলে যে বিরাম চিহ্ন বসে- কমা।
☑ কোনটি কোলন?- ' : ' ।

-: সমার্থক বা প্রতিশব্দ স্পেশাল :-

১. অগ্নি : আগুন, বহ্নি, অনল, পাবক, হুতাশন, দহন, সর্বভুক, সর্বশুচি, বৈশ্বানর।
২. অন্ধকার: আঁধার, তিমির, তমিস্রা, তমঃ, আন্ধার, আঁধিয়ার।
৩. অশ্ব : ঘোড়া, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, হয়, বাজী।
৪. অশ্রু : নেত্রবারি, ধারাপাত, বর্ষণ, বিন্দুমোচন, রোধ, চোখের জল।
৫. অন্ন : ওদন, ভাত।
৬. আকাশ : আসমান, অম্বর, গগন, ব্যোম, নভঃ, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, শূন্য, ছায়ালোক।
৭. ইচ্ছা : বাসনা, কামনা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অভিরুচি, স্পৃহা, বাঞ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লালসা, মনোরথ, আকিঞ্চন।
৮. ঈশ্বর : বিধাতা, বিভু, বিধি, জগদীশ, জগদীশ্বর, জগৎপতি, জগবন্ধু, জগদ্বন্ধু, জগন্নাথ, পরমেশ্বর, বিশ্বপতি, পরমাত্মা, ধাতা, ঈশ, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, স্বয়ম্ভূ, প্রভু।
৯. ঊর্মি : ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি।
১০. ঐশ্বর্য : বিত্ত, বৈভব, সিদ্ধি, বিভূতি, মহিমা, বশিত্ব, ঈশিত্ব, ধন-সম্পত্তি।
১১. কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি।
১২. কন্যা : মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী, দুহিতা, আত্মজা, দুলালী।
১৩. কেশ : চুল, কুন্তল, চিকুর, কেশপাশ, কেশদাম।
১৪. কিরণ : কর, আলো, রশ্মি, প্রভা, দীপ্তি, অংশু, আলোক, বিভা, ময়ূখ।
১৫. কোকিল: অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কাকপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক, মধুসখ, মধুস্বর।
১৬. কূল : তট, কিনারা, তীর, আশ্রয়।
১৭. কাক : বায়স, পরভৃৎ।
১৮. কৃষ্ণ : কানাই, কালো, নীল, অন্ধকারময়।
১৯. খবর : বার্তা, সংবাদ, তত্ত্ব, সন্দেশ, সমাচার, সন্ধান।
২০. গৃহ : ধাম, আবাস, আলয়, নিলয়, নিকেতন, সদন, নিবাস, আগার, আশ্রয়।
২১. চক্ষু : আঁখি, চোখ, অক্ষি, দর্শন, ঈক্ষণ, দৃষ্টি, দৃক, নেত্র, নয়ন।
২২. চন্দ্র : শশধর, নিশাকর, সুধাকর, কুমুদনাথ, সিতাংশু, কলাভৃৎ, কলাধর, মৃগাঙ্ক, শশী, নিশানাথ, দ্বিজরাজ, নিশাকান্ত, নিশাপতি, ইন্দু, চন্দ্রমা, হিমকর, কলানিধি, সুধানিধি, বহিমাংশু, সুধাংশু, শীতাংশু, সোম, শশাঙ্ক।
২৩. চপল : চঞ্চল, তরল, ক্ষণস্থায়ী, প্রগলভ।
২৪. চৈতন্য: চেতনা, অনুভূতি, সাড়া, সংজ্ঞা, জীবন, প্রাণ, হুঁশ, জাগরণ, জ্ঞান।

www.facebook.com/tanbir...

২৫. **তপন** : সূর্য, রবি, ভানু, ভাস্কর, সবিতা, দিনেশ, দিনমণি, দিননাথ, দিনপতি, কিরণমালী, অংশুমালী, আদিত্য, মার্তণ্ড, অরুণ, অর্ক, মিহির, অর্যমা, পূষা, বিভাবসু, দিবাবসু, হরিদশ্ব, সূর, ময়ূরমালী, বিভাকর, বালার্ক, প্রভাকর, দিবাকর।

২৬. **নারী** : রমণী, রমা, অবলা, অঙ্গনা, বণিতা, কামিনী, ভামিনী, ললনা, কান্তা, সীমন্তিনী।

২৭. **নদী** : স্রোতস্বিনী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, কল্লোলিনী, গাঙ।

২৮. **পাথর** : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, অশ্ম, উপল, মণি।

২৯. **পদ্ম** : পঙ্কজ, সরোজ, কমল, নলিন, উৎপল, শতদল, কুবলয়, তামরস, অরবিন্দ, সরোবর, ইন্দীবর, কোকনদ, কুমুদ, পুষ্কর, রাজীব।

৩০. **পৃথিবী**: ধরণী, ধরা, নশ্বর, ধরিত্রী, বসুধা, ক্ষিতি, মহী, মেদিনী, অবনী, বসুন্ধরা, বসুমতী, ভূ, মর্ত, ভুবন, অখিল, ভূলোক, উর্বী, মরলোক।

৩১. **পাখি** : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, শকুন্ত, দ্বিজ, পতত্রী, খেচর, খগ।

৩২. **পুষ্প** : ফুল, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন।

৩৩. **বিদ্যুৎ**: বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, অচিরপ্রভা, শম্পা।

৩৪. **বন** : অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বিপিন, কুঞ্জ, কান্তার, অটবী, বনানী, গহন।

৩৫. **বন্ধু** : মিত্র, বান্ধব, সখা, সুহৃৎ, হিতৈষী, স্বজন, প্রিয়জন, প্রণয়ী।

৩৬. **বাতাস**: বায়ু, বাত, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীরণ, সমীর, মরুৎ, মার্তণ্ড, প্রভঞ্জন, গন্ধবহ।

৩৭. **বৃক্ষ** : পাদপ, তরু, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী, শিখরী, পর্ণী, গাছ।

৩৮. **ভার্যা** : স্ত্রী, পত্নী, সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, কলত্র, বনিতা, বধূ, জায়া, গৃহিনী, গিন্নী, দারা।

৩৯. **ময়ূর** : কেকী, শিখী, শিখণ্ডী, কলাপী, বহী।

৪০. **মুকুল** : কলি, কলিকা, কুঁড়ি, কোরক।

৪১. **মেঘ** : ঘন, বারিদ, জলদ, জলধর, জীমূত, অম্বুদ, তোয়দ, পয়োধর, পর্জন্য, নীরদ, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর।

৪২. **রাত** : নিশি, নিশা, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা, রাত্রি।

৪৩. **রাজা** : রাজ্যপাল, নরপাল, দণ্ডপাল, নৃপতি, নরেশ, ভূপ, ভূপতি, ভূপাল, মহীপাল, মহীনাথ, মহিন্দ্র, মহীপ, দণ্ডধর, নরেন্দ্র, ক্ষিতিপ, ক্ষিতিশ, ক্ষিতিপাল, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতিনাথ, প্রজাধিপ।

৪৪. **সাপ** : সর্প, অহি, উরগ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, নাগ, ফনী, ফণাধর, আশীবিষ, বিষধর, পন্নগ, বায়ুভুক।

৪৫. **সমুদ্র** : সাগর, সিন্ধু, বারিধি, জলধি, অর্ণব, পারাপার, রত্নাকর, জলনিধি, নীলাম্বু, অম্বুধি, সয়োধি, পাথার, বারীশ, উদধি, পয়োনিধি, অম্বুনিধি, তোয়াধি, তোয়নিধি, বারিনিধি, বারীন্দ্র।

৪৬. **স্বর্ণ** : সোনা, কনক, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, হিরণ।

৪৭. **সিংহ** : কেশরী, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, হরি, হর্যক্ষ।

৪৮. **হাতি** : গজ, দন্তী, দ্বিপ, হস্তী, বৃংহল, দ্বিপ, নগ, বারণ, কুঞ্জর

৪৯. **হস্ত** : হাত, কর, বাহু, ভুজ, পাণি।

-:সমোচ্চারিত শব্দ স্পেশাল:-

অন্ন-খাদ্য অন্য-অপর	অদিন-অশুভ দিন অদীন-ধনী	অসুর-দৈত্য অশূর-যে বীর নয়
অবগত-জানা অপগত-দূরীভূত	অশ্ব-ঘোড়া অশ্ম-পাথর	অবদান-মহৎ কার্য অবধান-মনোযোগ
অভ্যাস-চর্চা অভ্যাশ-আবৃত্তি	অশন-ভোজন অসন-নিক্ষেপ	অবিধান-অনিয়ম অভিধান-শব্দকোষ
অর্ঘ-মূল্য অর্ঘ্য-পূজার উপকরণ	অশীত-যা শীত নয় অসিত-কৃষ্ণবর্ণ	অনিল-বায়ু অনীল-যা নীল নয়
অবিরাম-অবিশ্রান্ত অভিরাম-সুন্দর	অন্যপুষ্ট-কোকিল অন্নপুষ্ট-ভোজনপুষ্ট	অপচয়-ক্ষতি অবচয়-চয়ন
অলিক-কপাল অলীক-মিথ্যা	অনিষ্ট-অপকার অনিষ্ঠ-নিষ্ঠাহীন	অর্তি-পীড়া অর্থী-যাচক
অদৃষ্ট-ভাগ্য অধৃষ্ট-নম্র	অশক্ত-দুর্বল অসক্ত-আসক্তিহীন	আদি-মূল আধি-মনঃপীড়া
আপণ-দোকান আপন-নিজ	আহুতি-হোম আহূতি-আহ্বান	আত্ম-নিজ আত্ত-প্রাপ্ত, গৃহীত
আবরণ-আচ্ছাদন আভরণ-অলঙ্কার	অকিঞ্চন-দীন আকিঞ্চন-আকাঙ্ক্ষা	ইতি-শেষ ঈতি-শস্য-বিঘ্ন
উপাদান-উপকরণ উপাধান-বালিশ	উৎপত-পাখি উৎপথ-কুপথ	ক্বত-কাতর ক্বতি-গতি
ওড়-জবা ফুল ওর-অন্ত	কপাল-ললাট কপোল-গণ্ডদেশ	কুল-বংশ কূল-তীর
কূট-জটিল কুট-পর্বতশৃঙ্গ	কমল-পদ্ম কমোল-নরম	কোটি-ক্রোর কটি-কোমর
কুজন-খারাপ কূজন-পাখির	ক্রোড়-কোল ক্রোর-কোটি	খড়-তৃণ খর-তীব্র
গুড়-মিষ্টিবিশেষ গূঢ়-গুপ্ত	গিরিশ-মহাদেব গিরীশ-হিমালয়	গুন-চট, রশির অংশ গুণ-ধর্ম, খ্যাতি
চিত্ত-মন চিত্র-ছবি	চূত-আম্রফল চ্যুত-ভ্রষ্ট, খসা	চাষ-কৃষি চাস-পাখি বিশেষ
ছোড়া-তরুণ বালক ছোরা-বড় চাকু	জোর-শক্তি জোড়-যুগল	জালা-বড় পাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা
তথ্য-সংবাদ তত্ত্ব-গূঢ় অর্থ	তপসী-ছোট মাছ তপস্বী-যে তপস্যা করে	দর্ভ-তৃণ দর্প-দাপট
দীন-দরিদ্র দিন-দিবস	দ্বীপ-জলবেষ্টিত স্থল দ্বিপ-হাতি	দ্বারা-কর্তৃক দারা-পত্নী
ধনী-ধনবান ধনি-নারী, ধ্বনি-শব্দ	ধাতৃ-বিধাতা ধাত্রী-ধাইমা	নির্জর-দেবতা নির্ঝর-ঝরনা
নিবার-নিষেধ নীবার-উড়িধান্য	নীর-জল নীড়-পাখির বাসা	নিরাকার-আকারহীন নীরাকার-পানির আকার
নিভৃত-গোপন নিবৃত্ত-বিরত	নিরত-নিযুক্ত নীরত-বিরত	পরশু-পরশু পরস্ব- পরের ধন
পরভৃৎ-কাক	পাণি-হাত	পুরি-লুচি

পরভৃত-কোকিল	পান-জল	পুরী-নিকেতন
প্রাসাদ-অট্টালিকা প্রসাদ-অনুগ্রহ	ফী-বেতন ফি-প্রত্যেক	ফাড়া-ছেঁড়া ফাঁড়া-বিপদ আশংকা
বেদ-গ্রন্থ বেধ-গভীরতা	বর্শা-ধনুক বর্ষা-বৃষ্টি	বিবৃত্তি-চক্রবৎ ঘূর্ণন বিবৃতি-বর্ণনা
বিষ-গরল বিশ-কুড়ি	বৃত্ত-গোলক বিত্ত-ধন	বলি-নৈবেদ্য বলী-বলবান
বানি-পারিশ্রমিক বাণী-বাক্য	বান-বন্যা বাণ-শর, তীর	বসন-বস্ত্র ব্যসন-নেশা, দোষ
ভান-দীপ্তি ভাণ-ছল	ভাষণ-উক্তি ভাস্বান-দীপ্তিযুক্ত	ভোজন-আহার ভজন-আরাধনা
মণ-চল্লিশ সের মন-অন্তর	মোড়ক-আচ্ছাদনী মড়ক-মহামারি	মোহিত-মুগ্ধ মহিত-পূজিত
যাম-প্রহর জাম-ফল বিশেষ	যূত-যুক্ত যূথ-পাল, দল	রচক-রচয়িতা রোচক-উপভোগ্য
রশি-দড়ি রশ্মি-কিরণ	রৌদ্র-সূর্যকিরণ রুদ্র-উগ্র, শিব	লক্ষ-লাখ, দৃষ্টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
লুঠন-গড়াগড়ি লুণ্ঠন-লুটতরাজ	শ্বশ্রু-শাশুড়ি শ্মশ্রু-দাড়ি	শিকড়-বৃক্ষের মূল শীকর-জলকনা
শুচি-শুদ্ধ সূচি-সূচিপত্র	শুক-টিয়াপাখি শূক-শূঁয়া	সারদা-দুর্গা,শারদা সরদা-খরমুজ জাতীয়ফল
সুর-গানের সুর, দেবতা সূর-সূর্য	শান্ত-সসীম সান্ত-অন্ত বিশিষ্ট	সুত-পুত্র সূত-জাত
শ্রবণ-শোনা স্রবণ-ক্ষরণ	শিল-পাথর, নুড়ি শীল-চরিত্র	শন-তৃণ বিশেষ সন-বৎসর
সকল-সমস্ত শকল-মাছের আঁইশ,খণ্ড	শক্ত-কঠিন সক্ত-আসক্ত	শূকর-যন্ত্র বিশেষ সুকর-সুসাধ্য
শসা-ফল বিশেষ স্বসা-ভগিনী	শ্যেন-বাজপাখি সেন-উপাধি বিশেষ	শপ্ত-অভিশপ্ত সপ্ত-সাত
সহিত-সাথে স্বহিত- আত্মকল্যাণ	সাক্ষর-অক্ষরজ্ঞান স্বাক্ষর-দস্তখত	সর-দুধের সারাংশ স্মর-কামদেব
সলিল-জল সলীল-লীলাযুক্ত	সুদ-কুসীদ সূদ-পাচক	সীতা-রামের স্ত্রী সিতা-চিনি
শ্যাম-কৃষ্ণ সাম-গান	শমন-যম সমন-আদালতের ডাক	শ্রুতি-শ্রবণ স্মৃতি-স্মরণ

-: বিপরীত শব্দ স্পেশাল :-

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
ক্ষতি	ফায়দা	হরণ	বরণ
ঐহিক	পারত্রিক	সফেদ	লোহিত
বন্ধুর	মসৃণ	হত	জীবিত
প্রকট	গুপ্ত	ঝটিতি	বিলম্ব
সংশয়	প্রত্যয়	প্রাচী	প্রতীচি
হাল	সাবেক	ক্লেশ	আরাম
ঘাটতি	বাড়তি	তমসা	আলো
সাধক	বাধক	ভস্ম	সৌম
তিমির	আলো	হৃদ্য	ঘৃণ্য
প্রফুল্ল	বিমর্ষ	অস্তি	নাস্তি
মূর্ত	বিমূর্ত	ঋজু	বঙ্কিম
অনন্ত	সান্ত	চঞ্চল	অবিচল
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	অর্পণ	গ্রহণ
নিন্দুক	স্তাবক	খাতক	মহাজন
প্রচ্ছন্ন	গোপন	এর	তার
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	পঙ্কিল	নির্মল
অগ্রিম	বকেয়া	স্থাবর	জঙ্গম
অমৃত	গরল	সন্ন্যাসী	গৃহী
অর্বাচীন	প্রাচীন	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
তাপ	শৈত্য	ডাগর	ছোট
প্রাচ্য	প্রতীচ্য	ঝানু	বোকা
পাংশু	সতেজ	সন্নিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট
কড়ি	কোমল	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
সংহত	বিভক্ত	ভবিষ্যৎ	ভূত
মর্সিয়া	আনন্দগাথা	মনীষা	নির্বোধ
সঞ্চয়	অপচয়	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
অপব্যয়	সদ্ব্যয়	তস্কর	সাধু
খিড়কি	সিংহদ্বার	উদ্ঘাটন	প্রশান্ত
স্বতন্ত্র	সাধারণ	নাস্তিক	আস্তিক
অহ্ন	রাত্রি	ভূত	ভাবী
ক্ষিপ্ত	প্রকৃতিস্থ	দারিদ্র্য	ঐশ্বর্য
সুষুপ্ত	জাগতিক	জমীন	আসমান
হর্ষ	বিষাদ	অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আঁটসাঁট	ঢলঢলে
চপল	গম্ভীর	মিলন	বিরহ
সমষ্টি	ব্যষ্টি	অর্পণ	গ্রহণ
মৃদু	তীক্ষ্ণ	অনাস্থা	আস্থা
অনুরক্ত	বিরক্ত	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
ঈদৃশ	তাদৃশ	অনুগ্রহ	নিগ্রহ
তিমির	আলো	উদার	সংকীর্ণ
আবির্ভাব	তিরোভাব	সাকার	নিরাকার
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	গৃহী	সন্ন্যাসী
বন্ধন	মুক্তি	ম্রিয়মাণ	উজ্জ্বল
মৌন	মুখর	প্রত্যর্থী	অর্থী
ধবল	কৃষ্ণ		

-: বানান :-

স্পেশাল শর্টকার্ট...

১. কোন তৎসম শব্দে 'ঙ, ণ, ষ, ক্ষ, ষ্ঠ, ক্ষ্ম, ঃ' বসবে না। শুধু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে এগুলো ব্যবহৃত হবে।

২. 'জীবী' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সব সময় দুটোই 'ঈ-কার' বসবে (যেমন- মৎস্যজীবী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী; কিন্তু জীবিকা) কিন্তু 'অঞ্জলি' এবং 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সব সময় 'ই-কার' বসবে (যেমন-শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, গোলাপি, সোনালি)।

৩. দেশ, জাতি, ভাষার নামে সব সময়ই 'ই-কার' বসবে (যেমন- বাঙালি, আরবি, ফারসি, ফরাসি ইত্যাদি)।

৪. সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে 'কী'-তে সব সময়ই 'ঈ-কার' বসবে। কিন্তু অব্যয়রূপে 'কি'-তে সব সময়ই 'ই-কার' বসবে। তাছাড়া কোন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না-তে দেওয়া সম্ভব হলে 'কি' হবে, হ্যাঁ/না-তে দেওয়া সম্ভব না হলে 'কী' হবে।

আমাদেরকে ভুলে যাবেন কি?

নিশীথিনী	আকাঙ্ক্ষা	সূচীস্মিতা	মুমূর্ষু
বিভীষিকা	সৌজন্য	দুরবস্থা	মনঃকষ্ট
অদ্যাপি	অধোগতি	অধীন	পুরস্কার
উৎসন্ন	উদ্বিগ্ন	উদ্ভূত	ঊর্ধ্ব
বুদ্ধিজীবী	নৈর্ঋত	ভৌগোলিক	অভ্যন্তরীণ
উচ্ছ্বাস	ভাগীরথী	দ্বন্দ্ব	উপর্যুক্ত
মন্ত্রিসভা	সন্ন্যাসী	সার্থকতা	সস্ত্রীক
মধ্যাহ্ন	পিপীলিকা	ভ্রাতুষ্পুত্র	প্রতীকী
নূপুর	বৈয়াকরণ	সরস্বতী	স্বত্ব
সরকারি	গরিব	ব্যয়	ব্যথা
সহকারী	পুঙ্খানুপুঙ্খ	ব্যভিচার	শারীরিক
জাগরূক	ফটোস্ট্যাট	ক্ষুৎপিপাসা	মনঃসমীক্ষা
শ্মশান	তত্ত্বাবধান	অধ্যবসায়	সদ্যোজাত
প্রতিযোগিতা	প্রতিযোগী	কৌতুক	কৌতূহল
প্রজ্বলিত	প্রোজ্জ্বল	দ্ব্যর্থ	মন্বন্তর
স্বত্বাধিকারী	দূরণীয়	দধীচি	ত্যক্ত
কল্যাণ	ভুল	প্রত্যূষ	লজ্জাকর
পৈতৃক	কিংবদন্তী/ন্তি	পূর্বাহ্ণ	সংবর্ধনা
অদ্ভুত	মুহুর্মুহু	সমীচীন	কিরীট
মুহূর্ত	শুশ্রূষা	অতিথি	ঋণগ্রস্ত
অত্যধিক	অত্যন্ত	পরিষ্কার	দুর্গ
আবিষ্কার	তিরস্কার	একান্নবর্তী	আহূত
ঊর্মি	উন্মেষ	ধারণা	সমীচীন
শ্রদ্ধাঞ্জলি	ধরন	স্বাক্ষর	উচিত
ইতোপূর্বে	সাক্ষরতা	অপরাহ্ণ	যযাতি
মনঃপূত	সায়াহ্ন	মাহাত্ম্য	দিগম্বর
ব্যর্থ	ঔদ্ধত্যপূর্ণ	প্রাণী	প্রাণিবিদ্যা
খ্রিস্টান	মনীষী	দরিদ্র/তা	তদ্ধিত
প্রণয়ন	অধ্যয়ন	দারিদ্র্য	ত্যাজ্য
ঈপ্সিত	মিথস্ক্রিয়া	অন্তঃসত্ত্বা	বাল্মীকি
স্বায়ত্তশাসন	স্বীকার	লঙ্ঘন	গ্রহীতা
সামর্থ্য	বিদুষী	সান্ত্বনা	জ্যেষ্ঠ

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ রূপ	অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ রূপ
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	মনরথ	মনোরথ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র
ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না	অপ্সরী	অপ্সরা
সুকেশিনী	সুকেশা	অনাথিনী	অনাথা
স্বাস্থ	স্বাস্থ্য	অশ্রুজল	অশ্রু
শবপোড়া	শবদাহ	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
অধ্যাবধি	অদ্যাবধি	অসহ্যনীয়	অসহনীয়
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	সৌজন্যতা	সৌজন্য
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	স্বাধীনস্থ	অধীন
বৈচিত্র্যতা	বৈচিত্র্য/বিচিত্রতা	ঐক্যমত	ঐকমত্য
মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা	ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য	মহাত্ম্য	মহাত্ম্য
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	আলস্যতা	আলস্য

-:শুদ্ধিকরণ স্পেশাল:-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইহা প্রমাণ হইয়াছে।	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হইয়াছে।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
মেয়েটি ভয়ানক সুন্দরী।	মেয়েটি অনিন্দ্য সুন্দরী।
সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
মেয়েটি সুকেশিনী ও সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা (বা সুকেশী) ও সুহাসিনী।
অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।	অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণতা বা কার্পণ্য অনুচিৎ।
আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি।	আমি গীতাঞ্জলি পড়িয়াছি।
অতিশয় দুঃখ হইল।	সাতিশয় দুঃখ হইল।
ভূল লিখিতে ভূল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
রাজনৈতিক সমস্যা বাংলাদেশে প্রকট।	রাজনীতিক সমস্যা বাংলাদেশে প্রকট।
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম	চরিত্রহীন লোক পশ্বধম।
সকল শিক্ষকগণকে স্বাগত জানাই	সকল শিক্ষককে স্বাগত জানাই।
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
একটি গোপন কথা শুন।	একটি গোপনীয় কথা শুন।
সে এই মকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছে।	সে এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিল।	সে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলিল
অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অসহনীয় ব্যথায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন।	অসহ্য ব্যথায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন।
এ কথা যেন কদাপিও না ভুলি।	এ কথা যেন কদাচিৎ না ভুলি।
আমি, তুমি ও সে একই বয়সের।	সে, তুমি ও আমি একই বয়সের
ইহা অতিলজ্জাস্কর ব্যাপার।	ইহা অতি লজ্জাকর ব্যাপার।
এই কথা শুনিয়া সে অত্যান্ত আশ্চার্য হইল।	এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হইল।
ঔদাসিন্যতা সব সময় মানুষকে জীবন বিমুখী করে।	ঔদাসিন্য সব সময় মানুষকে জীবন বিমুখী করে।
বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	মূর্খ অপেক্ষা বিদ্বান শ্রেষ্ঠ।
বিদ্যান ব্যাক্তিগণ দারিদ্রতার শীকার হন।	বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র
আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই	আজকাল বিদূষী মেয়ের অভাব নেই

-: গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ :-

তুলার তৈরি- তুলোট
পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব- রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব- সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব- হীরক জয়ন্তী
একশত পঞ্চাশ বছর- সার্ধশত
সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত- সার্বজনীন
সকলের জন্য হিতকর- সর্বজনীন
অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার-চতুরঙ্গ
যিনি অনেক দেখেছেন- ভূয়োদর্শী
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন- কৃতবিদ্যা
যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন- যুধিষ্ঠির
অন্বেষণের ইচ্ছা- অনুসন্ধিৎসা
কোন ভয় নেই যার- অকুতোভয়
যা বলা হয় নি- অনুক্ত
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে- লব্ধপ্রতিষ্ঠ
যা চেটে খাওয়া হয়- লেহ্য
নষ্ট হওয়া স্বভাব যার- নশ্বর
বলার যোগ্য যা নয়- অকথ্য
গঙ্গার অপত্য- গাঙ্গেয়
গাছের পাতায় তৈরি পাত্র- পত্রপুট
আশি থেকে নব্বই বছর বয়সী ব্যক্তি-অশীতিপর
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না- দুরতিক্রম্য
যে সকল অত্যাচার সহ্য করে- সর্বংসহা
মৃতের মত অবস্থা যার- মুমূর্ষু
অলঙ্কারের ধ্বনি- সিঞ্জন
যা নাড়ানো যায়- জঙ্গম
ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার- পেখম
যে পুরুষ বিয়ে করেছে- কৃতদার
এক থেকে শুরু করে- একাদিক্রমে
বিগত মন যার- বিমনা
শুভক্ষণে জন্ম যার- ক্ষণজন্মা
রাত্রির শেষ ভাগ- পররাত্র
গম্ভীর ধ্বনি- মন্দ্র
দুইবার জন্মে যে- দ্বিজ
যা বলা হয়েছে- উক্ত
ধনুকের ছিলার শব্দ- টঙ্কার
অন্য যুগ- যুগান্তর
যাহা সহজে মাথা নোয়ায় না- দুর্বিনীত
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই- অবিসংবাদী
যার উভয় হাত চলে- সব্যসাচী
হনন করার ইচ্ছা- জিঘাংসা
দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ- গোধূলী
ইহলোকে যা সামান্য নয়- অলোক সামান্য
যার আগমনের কোন তিথি নেই- অতিথি
যে ব্যক্তি মূর্খ কিন্তু চুর- ধূর্ত
ইতিহাসের পূর্বের- প্রাগৈতিহাসিক
যার স্বামীও নেই, পুত্রও নেই- অবীরা
অনেক কষ্টে যা অধ্যয়ন করা যায়- দুরধ্যয়
যুদ্ধ করার ইচ্ছা- যুযুৎসা
ছোট ছোট গাছ- গাছড়া
ঋষির দ্বারা উক্ত- আর্য
যে জমিতে ফসল হয় না- ঊষর
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই য়ের বিয়ে- পরিবেদন
মুষ্টি দ্বারা যাহার পরিমাণ করা যায়- মুষ্টিমেয়
যে ব্যক্তি পূর্ব জন্মের কথা মনে রাখতে পারে- জাতিস্মর

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এককথায় প্রকাশ...

প্রিয় বাক্য বলে যে নারী- প্রিয়ংবদা
চৈত্র মাসের ফসল- চৈতালি
জয় সূচক যে উৎসব- জয়ন্তী/জয়োৎসব
যা হেমন্ত কালে জন্মে- হৈমন্তিক
আপনার রং যে লুকায়- বর্ণচোরা
অক্ষির সমীপে- সমক্ষ
যা সহজে অতিক্রম করা যায় না- দূরতিক্রম্য
কর্মে যাহার ক্লান্তি নাই- অক্লান্ত কর্মী
ক্ষমার যোগ্য- ক্ষমার্হ
একই গুরুর শিষ্য- সতীর্থ
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে- পণ্ডিতম্মন্য
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি- ইতিহাসবেত্তা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে-কৃতজ্ঞ
কোনভাবেই যা নিবারণ করা যায় না-অনিবার্য
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে-অকৃতজ্ঞ
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত- চাক্ষুষ
উপকারীর অপকার করে যে- কৃতঘ্ন
যে গাছে ঔষধ তৈরি হয়- ঔষধি
কোথাও উঁচু কোথাও নিচু- বন্ধুর
যে উদ্ভিদ কেবল এক বছর বাঁচে- ওষধি
যে মেয়ের বিবাহ হয় না- অনূঢ়া
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা- দেদীপ্যমান
যে মেয়ের বিবাহ হয় না- কুমারী
যা বার বার দুলছে- দোদুল্যমান
অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে যে- অগ্রজ
হনন করার ইচ্ছা- জিঘাংসা
যে গাছে ফুল ধরে কিন্তু ফল ধরে না- বনস্পতি
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা- অনুসন্ধিৎসা
যিনি স্মৃতি শাস্ত্র যানেন- স্মার্ত
পাপ দূর করে যা- পাপঘ্ন
ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শী যিনি- নৈয়ায়িক
যে ব্যক্তির দুই হাত সমান চলে- সব্যসাচী
যা বাক্য ও মনের অগোচর- অবাঙমানসগোচর
যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না- ক্ষণপ্রভা
যার তল স্পর্শ করা যায় না- অতলস্পর্শী
যিনি ব্যাকরণ ভাল যানেন- বৈয়াকরণ
কুমারীর পুত্র- কানীন
স্থায়ী ঠিকানা নেই যার- ঠিকানাবিহীন
রাত্রিকালীন যুদ্ধ- সৌপ্তিক
ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে যে- ব্যয়কুণ্ঠ
যে পুরুষের দাড়ি গোঁফ গজায় নি- অজাতশ্মশ্রু
পিতার ভ্রাতা- পিতৃব্য
যে বিবেচনা না করে কাজ করে- অবিমৃশ্যকারী
শোনা মাত্র যার মুখস্থ হয়- শ্রুতিধর

এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মে নি- অজাতশত্রু
মধু পান করে যে- মধুপ
যে বাস্তু হতে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে- প্রত্যুৎপন্নমতি
যার কোথাও কোন ভয় নেই- অকুতোভয়
একই সময়ে বর্তমান- সমসাময়িক
নৌ চলাচলের যোগ্য- নাব্য
সরোবরে জন্মে যে- সরোজ
যা বলা হবে- বক্তব্য/বক্ষ্যমাণ
অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুদ্গমন
গোপন করিবার ইচ্ছা- জুগুপ্সা
ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা- ক্রমবর্ধমান
একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছে যে-কাকবন্ধ্যা
যা লাভ করা দুঃসাধ্য- সাধ্যাতীত
সর্বস্ব হারিয়েছে যার- হৃতসর্বস্ব
যা পূর্বে শোনা যায় নি- অশ্রুতপূর্ব
চক্ষু দ্বারা গৃহীত- চাক্ষুষ
যে কন্যা অন্যের বাগদত্তা ছিল- অন্যপূর্বা
যার অনুরাগ লাভের পাত্র- বীতরাগ
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক- মুমুক্ষা
প্রতিবিধান করতে ইচ্ছুক- প্রতিবিধিৎসু
যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না- অনির্বচনীয়
মাটি দিয়ে তৈরি- মৃন্ময়
আদি হতে অন্ত পর্যন্ত- আদ্যন্ত
ঈষৎ উষ্ণ- কবোষ্ণ
কি কর্তব্য তা বুঝতে পারে না যে- কিংকর্তব্যবিমূঢ়
যার অন্য কোন উপায় নেই- অনন্যোপায়
জীবিত থেকে যে মৃত- জীবন্মৃত
যার কোন উপায় নেই- নিরুপায়
শত্রুকে হনন করে যে- শত্রুঘ্ন
যা অবশ্যই হবে- অবশ্যম্ভাবী
অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে- ইন্দ্রজিৎ
যা দমন করা যায় না- অদম্য
ইন্দ্রিয় কে জয় করেছে যে- জিতেন্দ্রিয়
পূর্ণিমার চাঁদ- পূর্ণচাঁদ
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা- আত্মকেন্দ্রিক
যার আকার কুৎসিত- কদাকার
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত
পাওয়ার ইচ্ছা- ঈপ্সা
কষ্টে গমন করা যায় যেখানে- দুর্গম
অভ্রকে (মেঘ) লেহন করে যে- অভ্রংলিহ
অপত্য হতে বিবেচনা না করে- অপত্যনির্বিশেষ
আজ্ঞার অনুবর্তী যে- আজ্ঞানুবর্তী
আচারে সংযম আছে যার- মিতাহারী
ঋষির দ্বারা উক্ত- আর্ষ
আচরণে নিষ্ঠা আছে যার- আচারনিষ্ঠ
গমন করিবার ইচ্ছা- জিগমিষা
দান করার যোগ্য- দেয়
দুই দিকের হার সমান যার- দোহারি
দূর (ভবিষ্যৎ) দেখেন যিনি- দূরদর্শী

দেখিবার যোগ্য- দ্রষ্টব্য
নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার- ললন্তিকা
নবোদিত সূর্য- বালার্ক
বমন করবার ইচ্ছা- বিবমিষা
বীজ হতে যা প্রথম বের হয়- অংকুর
বহু গৃহ হতে ভিক্ষা গ্রহণ করে যে-মাধুকরী
পৃথিবীর পুত্র- পার্থ
পতি, পুত্রহীনা নারী- অবীরা
পার হতে ইচ্ছুক- তিতীর্ষু
আবক্ষ জলে নেমে স্নান- অবগাহন
অসৎপথে গমন করে যে- উন্মার্গগামী

-: বাগধারা স্পেশাল:-

মূল শব্দ	অর্থ	মূল শব্দ	অর্থ
কচুবনের কালাচাঁদ	অপদার্থ	তাল ঠোকা	সগর্ব উক্তি
গোকুলের ষাঁড়	স্বেচ্ছাচারী	এস্পার ওস্পার	মিমাংসা
মুখে খই ফোটা	অনবরত বক বক করা	[illegible]ের করাত	উভয় সঙ্কট
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা	সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি	[illegible]রচন্দ্রিকা	ভূমিকা
গোঁফ-খেজুরে	নিতান্ত অলস	ভূষণ্ডির কাক	দীর্ঘজীবী
হাত-ভারি	কৃপণ	উনপাঁজুরে বাবু	বদমেজাজ
ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো	গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শেষ ভরসা	কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা	অল্প বয়সে স্বভাব নষ্ট হওয়া
তামার বিষ	অর্থের কুপ্রভাব	গলায় গামছা দেওয়া	অপমান করা
গদাই লশকরি চাল	মন্থর গতি	অকালে বোধন	অসময়ের আবির্ভাব
ইতর বিশেষ	ভেদাভেদ	ঘাটের মরা	অতি বৃদ্ধ
আক্কেল সেলামি	ভুলের মাশুল	ঊনকোটি চৌষট্টি	পক্ষপাতদুষ্ট
ভরাডুবির মুষ্টিলাভ	কোনক্রমে প্রাণলাভ	রাবণের চিতা	চির অশান্তি
লম্বাদেয়া	পালানো	চাঁদের হাট	আনন্দের প্রাচুর্য
ভস্মে ঘি ঢালা	নিরর্থক অপব্যয়	বাস্তু ঘুঘু	প্রচ্ছন্ন শয়তান
ব্যাঙের সর্দি	অসম্ভব ঘটনা	এক চোখা	পক্ষপাতিত্ব
কুয়োর ব্যাঙ	কূপমণ্ডূক	শিরে সংক্রান্তি	আসন্ন বিপদ
মাছের মা	নিষ্ঠুর	একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্যের বিষয়
নগদ নারায়ণ	তাৎক্ষণিকভাবে প্রদেয় পারিশ্রমিক	পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অন্যকে ফাঁকি দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা
রামগরুড়ের ছানা	গোমড়ামুখো লোক	সাক্ষী গোপাল	নিষ্ক্রিয় দর্শক
নেপোয় মারে দই	ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি	কেঁচে যাওয়া	ফেঁসে যাওয়া
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	[illegible]পন ক[illegible]	[illegible]-কার ব-	গালি দেয়া

	প্রকাশ করা	কার করা	
ইঁদুর কপালে	মন্দভাগ্য	শিকায় তোলা	মুলতবি
টুপভুজঙ্গ	নেশাগ্রস্ত	ত্রিশঙ্কু দশা	দোটানা অবস্থা হওয়া
উনপাঁজুরে	দুর্বল/ব্যক্তিত্বহীন লোক	ব্যাঙের আধুলি	সামান্য সম্পদ
কলুর বলদ	পরাধীন	ফেঁপে ওঠা	ধনী হওয়া
পেটের ভাত পাল হওয়া	অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় পড়া	নাকের বদলে নরুন	গরু মেরে জুতা দান
বালির বাঁধ	ক্ষণস্থায়ী বস্তু	চুলায় দেওয়া	পরিত্যাগ করা
ঘটিরাম	অপদার্থ	চোখের বালি	অপ্রিয় ব্যক্তি
চম্পুদান করা	চুরি করা	অন্তর টিপুনী	গোপন ব্যথা
শিং ভেঙে বাছুরের দলে	বয়স্ক ব্যক্তির ছেলে মানুষি		

কয়েকটি সম অর্থবিশিষ্ট বাগধারা:

বাগধারা	অর্থ
বিড়াল তপস্বী, বক ধার্মিক, ভিজে বিড়াল, বর্ণচোরা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির–	ভণ্ডসাধু, কপটচারী
দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তে কোকিল, শরতের শিশির, লক্ষীর বরযাত্রী–	সুসময়ের বন্ধু
আমড়া কাঠের ঢেঁকি, কচুবনের কালাচাঁদ, অকাল কুষ্মাণ্ড, ঘটি রাম, ঘন্টাগরুড়, গোবর গণেশ, ষাঁড়ের গোবর, ঠুঁটো জগন্নাথ, নালায়েক, ঢাকের বায়া–	অপদার্থ, অকর্মণ্য
দা-কুমড়া, অহি-নকুল, আদায়-কাঁচকলায়, সাপে নেউলে, গজ-কচ্ছপের লড়াই–	ভীষণ শত্রুতা
ধামা ধরা, ঢাকের কাঠি, খয়ের খাঁ–	তোষামুদে
রাজযোটক, সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যৌগ, আমে-দুধে মেশা–	উপযুক্ত মিলন
কেতা দুরস্ত, লেফাফা দুরস্ত–	বাইরের ঠাঁট বজায় রাখা
একাদশে বৃহস্পতি, পাথরে পাঁচকিল-	সৌভাগ্যের বিষয়

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা–১:

হালে পানি পাওয়া- বিপদমুক্ত হওয়া
শাপে বর- অনিষ্টে ইষ্ট লাভ
ঢাকের কাঠি- তোষামুদে
নয় ছয়- অপচয়
গাছপাথর- হিসাব-নিকাশ
অগস্ত যাত্রা- চির প্রস্থান
রাশভারি- গম্ভীর প্রকৃতির
যখের ধন- কৃপণের কড়ি
মিছরির ছুরি- মুখে মধু অন্তরে বিষ
রাঘব বোয়াল- সর্বগ্রাসী
রুই-কাতলা- ক্ষমতাধর ব্যক্তি
মাছের মার পুত্র শোক- কপট বেদনাবোধ
জিলাপির প্যাঁচ- কুটিলতা
দহরম মহরম- ঘনিষ্ট সম্পর্ক
মন না মতি- অস্থির মানব মন
পালের গোদা- দলপতি

www.facebook.com/tanbir.cox

অথৈ জলের মাছ- সুচতুর ব্যক্তি
অকূল পাথার- ভীষণ বিপদ
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী- সামান্য বিদ্যার অহঙ্কার
আকাশ কুসুম- অসম্ভব কল্পনা
কাঁঠালের আমসত্ত্ব- অসম্ভব বস্তু
কান পাতলা- বিশ্বাস প্রবণ
কেউ কাটা- সামান্য
চাঁদের হাট- আনন্দের প্রাচুর্য
ঘোড়া রোগ- সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
অপোগণ্ড- অকর্মণ্য
অশ্বমেধ যজ্ঞ- বিপুল আয়োজন
উপোসি ছারপোকা- অভাবগ্রস্ত লোক
ওঁঝার ঘাড়ে ভূত- বিপদগ্রস্ত কাণ্ডারী
গড্ডলিকা প্রবাহ- অন্ধভাবে অনুসরণ

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা–২:

সাপের পাঁচ পা দেখা- অহঙ্কারী হওয়া
খোদার খাসি- হৃষ্টপুষ্ট/অলস
হাতির পাঁচ পা দেখা- দুঃসাহসী হওয়া
বাঘের আড়ি- নাছোড় বান্দা
তুলসী বনের বাঘ- ভণ্ড
সাপের ছুঁচোগেলা- উভয় সঙ্কট
জোঁকের মুখে নুন- উচিত কথা বলা
উজানের কৈ- সহজ লভ্য
চড়ুই পাখির প্রাণ- ক্ষীণজীবী লোক
দাঁড় কাকের ময়ূরপুচ্ছ- অনুকরণের হাস্যকর যোগ
নবমীর পাঁঠা- প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি
কুমিরের সান্নিপাত- অসম্ভব ব্যাপার
ভালুক জ্বর-ক্ষণস্থায়ী জ্বর
হস্তিমূর্খ- নিরেট বোকা
পিঁপড়ের পেট টেপা- অত্যধিক হিসেব করে চলা
পর্বতের মূষিক প্রসব- বিরাট সম্ভাবনা
ভূতের বেগার খাটা- নিষ্ফল পরিশ্রম
কচ্ছপের কামড়- নাছোড় বান্দা হয়ে লেগে থাকা
বিদুরের খুদ- শ্রদ্ধার সামান্য উপহার
গায়ে কাঁটা দেওয়া- রোমাঞ্চ হওয়া
ঊনকোটি চোষট্টি- প্রায় সম্পূর্ণ
ছাদনাতলা- বিবাহের মণ্ডপ
হাত আসা- অভ্যস্ত হওয়া
রাজা উজির মারা- বড় বড় কথা বলা
কাছা ঢিলা- অসাবধান
ভুঁইফোঁড়- অর্বাচীন
টিম টিম করা- শেষ অবস্থা
চর্বিত চর্বণ- পুনরাবৃত্তি
আক্কেল গুড়ুম- হতবুদ্ধি
অন্ধের যষ্টি- একমাত্র অবলম্বন
ঘাটের মরা- অতি বৃদ্ধ
হাড় হাভাতে- হতভাগ্য
ঢিলে তেতালা- কুঁড়ে
ঝাড়েবংশে- সবংশে
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া- মারা যাওয়া

কলির সন্ধ্যা- দৌরাত্ম্যের শুরু
কেষ্ট-বিষ্ট- বিশিষ্ট ব্যক্তি
ভোলা হাঁড়ি- গম্ভীর
হা পোষা- অত্যন্ত গরীব
হরিহর আত্মা- অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব
উদোমারা- বোকা
ঢাক্‌ঢাক্ গুড় গুড়– গোপন রাখার চেষ্টা
ঢেঁকির কচকচি– কলহ
দণ্ড-ব-দণ্ড– হাতে হাতে
নকড়া ছকড়া– হেলাফেলা করা
ভাড়ে মা ভবানী– রিক্ত হস্ত
জগদ্দল পাথর– গুরুভার
ঢাকাবুকো– নির্ভীক
নেই আকড়া– একগুঁয়ে
ভাগার ফলা– অনুর্বর
হাড়হদ্দ– নাড়ি নক্ষত্র

- তাল গাছের আড়াই হাত- শেষ এবং সবচেয়ে কঠিন অংশ

বিদ্র: বাগধারা দুই ধরনের– বাচ্যার্থক ও লক্ষ্যার্থক।

[illegible]

Corrigendum	শুদ্ধিপত্র	Horizontal	আনুভূমিক
Census	আদমশুমারি	Adjournment	মুলতবি
Flood Plain	প্লাবনভূমি	Wander	ঘুরে বেড়ানো
By heart	মনে রাখা	Myth	পুরাণ
Article	প্রবন্ধ	Astronomy	জ্যোতির্বিদ্যা
Borrower	ঋণ গ্রহীতা	Anticipation	প্রাকচিন্তন
Industrious	পরিশ্রমী	Architect	স্থপতি
Rule	আদালতের স্থায়ী আদেশ	Lake bird	অতিথি পাখি
Hightide	জোয়ার	Alise	ওরফে
Coating	আবরণ	Syllabus	পাঠক্রম
Subconscious	অবচেতন	Blank-verse	অমিত্রাক্ষর
Quaterly	ত্রৈমাসিক	Horizontal	আনুভূমিক
Anatomy	শরীরবিদ্যা	Phonology	ভাষাবিজ্ঞান
Postage	ডাকমাশুল	Phelanthopist	লোকহিতৈষী
Vivid	প্রাণবন্ত	Up-to-Date	হালনাগাদ
Lass	বালিকা.	Quack	হাতুড়ে
Educationist	শিক্ষাবিদ	Constipation	কোষ্ঠকাঠিন্য
Consultant	উপদেষ্টা	Unstamped	সিলমোহরহীন
Affidavit	হলফনামা	Key-Note	মূলভাব
Unskilled	অদক্ষ	Bribe	উৎকোচ
Bugger	জঘন্য ব্যক্তি	Overrule	বাতিল করা
Colleague	সহকর্মী	Glossary	টীকাপঞ্জি
Training	প্রশিক্ষণ	Meteor	উল্কা
Domain	রাজ্য	Bloc	শক্তিজোট
Modernism	আধুনিকতাবাদ	Notification	প্রজ্ঞাপন
Epicurism	ভোগবাদ	Tariff	শুল্ক
Chancellor	আচার্য	Faculty	অনুষদ
Colony	উপনিবেশ	Annotation	টীকা
Hybride	সঙ্কর	Treasurer	কোষাধ্যক্ষ
Subjudice	বিচারাধীন	Blocade	অবরোধ
Optimist	আশাবাদী	Intellectual	বুদ্ধিজীবী

www.facebook.com/tanbir.cox

Housing	আবাসন	Amplitude	বিস্তার
Excise duty	আবগারী শুল্ক	Licence	অনুজ্ঞাপত্র
Marketing	বিপণন	Cvil Society	সুশীল সমাজ
Index	নির্ঘণ্ট	Nationalism	জাতীয়তাবাদ
Hierarchy	আধিপত্য পরম্পরা	Scanner	সূক্ষ্ম পরীক্ষা যন্ত্র
Thesaurus	সমার্থ শব্দকোষ	Anonnymity	অপ্রকাশিতনামা ব্যক্তি
Concoct	বানিয়ে বলা	Wisdom	প্রজ্ঞা
Versus	বনাম	Study-leave	শিক্ষাবকাশ
Opt for	বাদ দেওয়া	Copy	প্রতিলিপি
Vocabulary	শব্দতালিকা	Bill	মূল্যপত্র
Paragraph	অনুচ্ছেদ	Dialect	উপভাষা
Forgery	জালিয়াতি	Make-up	রূপসজ্জা
Genocide	গণহত্যা	Tax	কর
Adhoc	সাময়িক	Archives	মহাফেজখানা
Armour	বর্ম	Agenda	আলোচ্যসূচি
Quotation	মূল্যজ্ঞাপন	Microbiology	অণুজীববিজ্ঞান
Zodiac	রাশিচক্র	Dividend	লভ্যাংশ
Deadlock	অচলাবস্থা	Super power	পরাশক্তি
Agora	মুক্তাঙ্গন	Vice-Principal	উপাধ্যক্ষ
Ambiguous	দ্ব্যর্থক	Eye witness	প্রত্যক্ষদর্শী
Lyric	গীতিকবিতা	Sleeping Partner	নিষ্ক্রিয় অংশীদার
Circular	পরিপত্র	Constitueney	নির্বাচনী এলাকা
Attested	প্রত্যায়িত	Wisdom	প্রজ্ঞা
Epic	মহাকাব্য	Study-leave	শিক্ষাবকাশ
Nebula	নীহারিকা	Copy	প্রতিলিপি
Parole	সাময়িক মুক্তি	Bill	মূল্যপত্র
Precedence	অগ্রাধিকার		

বঙ্গানুবাদ স্পেশাল:

I cannot spare a moment.	আমার তিলমাত্র সময় নেই।
The fire is out.	আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।
I'll teach you a lesson.	আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব।
The situation has come to a head.	পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে।
It takes two to make a quarrel.	এক হাতে তালি বাজে না।
There was once a bald-headed man.	এক ছিল টেকো লোক।
He has broken with his friend.	সে তার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে।
Is everything in order?	সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো
Wishes never fill the bag.	শুধু কথায় পেট ভরে না।
No pains, no gains.	কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না
He called me names.	সে আমাকে গালাগালি করল।
Do not smile at anybody.	কাউকে নিয়ে রসিকতা করবে না
To keep up appearance.	বাইরের ঠাট বজায় রাখা।

Why do you fight sight of me.	কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ
Did he leave the country for good.	সে কি চিরতরে দেশ ছাড়ল?
A bull in a China shop.	পদ্ম বনে মত্ত হস্তী।
Blessed by your tongue.	তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।
There is none else like my mother.	আমার মায়ের মত আর কেউ নেই।
Do not cry down your enemy.	শত্রুকে খাট করে দেখ না।
The ring leader was caught.	দলনেতা ধরা পড়েছে।
Faults are thick where love is thin.	যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা।
He called me a fool.	সে আমাকে বোকা বলল।
No smoke without fire.	সব গুজবেরই ভিত্তি আছে।
Misfortune never come alone.	বিপদ কখনও একা আসে না।
On that question I must part company	ঐ কারণে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব।
I never got to see him at close quarters.	আমি তাকে কখনও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায় নি।
I was much put out by the late arrival of the train.	ট্রেনটি দেরিতে আসায় আমার অনেক অসুবিধা হল।
Fools rush in where angels fear to tread.	হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।
He is yet to take in the situation.	সে এখনও পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারি নি।
He has no business to say that.	সেটি বলার কোন অধিকার তার নেই।
I have been on the go for the last seven days.	গত সাত দিন আমি কর্ম ব্যস্ত ছিলাম।
The workers have called of their strike	শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে।
He has put on much weight.	তার ওজন বেশ বেড়েছে।
They are playing at fighting.	তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে।
I fill like weeping.	আমার কান্না পাচ্ছে।
Too much courtesy too much craft.	অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
I am not young enough to know everything.	সবজান্তা হওয়ার মত তরুন আমি নই।
He was called to the Bar in 1990.	তিনি ১৯৯৮ সালে ওকালতি শুরুকরেন।
The ship was settled.	জাহাজটি মেরামত করা হলো।
He takes after his father.	সে দেখতে তার পিতার মতো।
It is raining cats and dogs.	মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।
He is man of world.	তিনি বিষয়ী লোক।
He will make a good player.	সে ভালো খেলোয়াড় হবে।
Mass education is the crying need of Bangladesh.	বাংলাদেশের জন্য গণশিক্ষার জরুরি প্রয়োজন।

His monumental failure haunts him even today.	তার পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।
The neighbours set the brothers by the ears and enjoyed the fun.	ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধিয়ে প্রতিবেশীরা মজা দেখতে লাগল।
Can you recall his name.	তুমি কি তার নাম মনে করতে পার?
He was bombarded with complaints.	তার কাছে অজস্র অভিযোগ করা হল।
Patience has its reward.	সবুরে মেওয়া ফলে।
He has laid out his money in share business.	সে তার টাকা শেয়ার ব্যবসায় খাটিয়েছে।
I took him to be a man of taste.	আমি তাঁকে একজন রুচিশীল মানুষ মনে করেছিলাম।
It is social existence that determiners our consciousness.	সামাজিক অস্তিত্ব আমাদের চেতনাকে বিধৃত করে।
The vice-Chancellor of University took the chair in the meeting.	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করলেন।
The trail was held in camera.	বিচারানুষ্ঠানটি গোপনে পরিচালিত হয়েছিল।

-: বাংলা ভাষা ও লিপি- ২ :-

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল প্রায় কয়েক হাজার বছর আগের। তখন পৃথিবীতে ভাষা ছিল মাত্র ২৬ টি। এর মধ্যে ভারত ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা। 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দু'টি শাখা- ১. কেন্তুম ও ২. শতম। এর মধ্যে শতম শাখা বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃত ভাষা এবং এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে ৭ম শতাব্দীতে। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে ১০ম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

ভাষার বাহন হচ্ছে ধ্বনি বা বর্ণ। ধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে বর্ণ বা লিপি। উৎপত্তির পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা বর্ণ বা লিপির বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা বর্ণ বা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খ্রীস্টপূর্ব কত পর্যন্ত বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল? উ: পাঁচ হাজার বছর
- প্রাকৃত ভাষার আয়ু কতো? উ: খ্রীস্টপূর্ব ৬০০-৬০০ খ্রীস্টাব্দ
- প্রাকৃত ভাষা বিবর্তিত হয়ে শেষ যে স্তরে উপনীত হয় তার নাম কি? উ: অপভ্রংশ
- বাংলা ভাষার কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত? উ: ইন্দো-ইউরোপীয়
- আর্য ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যেক ভাষার নাম কি? উ: বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা
- বাংলা ভাষার মূল উৎস কোন ভাষা? উ: বৈদিক ভাষা
- কোন ভাষা বৈদিক ভাষা নামে স্বীকৃত? উ: আর্যগণ যে ভাষায় বেদ-সংহিতা রচনা করেছেন।

www.facebook.com/tanbirceox

❖ বৈদিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিবর্তনের প্রধান তিনটি ধারা কি কি?

উ: প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য ও নব্য ভারতীয় আর্য।

❖ বৈদিক ভাষা হতে বাংলা ভাষায় বিবর্তনের প্রধান ধারা কয়টি?
উ: তিনটি

❖ কোন ব্যাকরণবিদের কাছে সংস্কৃত ভাষা চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়? উ: ব্যাকরণবিদ পানিনির হাতে।

❖ পানিনি রচিত গ্রন্থের নাম কি?
উ: ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী (সংস্কৃত গ্রন্থ)

❖ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎস কোন ভাষা থেকে? উ: গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে ৭ম শতাব্দীতে

❖ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব কোন অপভ্রংশ থেকে কোন সময়ে?
উ: পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী অপভ্রংশ এবং খ্রিষ্টিয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে।

❖ বাংলা এবং আসামি ভাষার সম্পর্ক? উ: বোন-ভগ্নির।

❖ বাংলা ভাষার ঠিক পূর্বের নাম কী?
উ: বঙ্গকামরূপী (সুনীতকুমারের মতে)।

❖ **বাংলা ভাষা প্রত্যক্ষভাবে কোন ভাষার কাছে ঋণী?**
উ: সংস্কৃত (সংস্কার করা হয়েছে বলে সংস্কৃত নামকরণ করা হয়েছে)।

❖ **সর্বপ্রথম 'বং' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?**
উ: ঐতরেয় আরণ্যক (বং থেকে বাংলা এসেছে)।

❖ বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?
উ: ফারসি বাঙলাহ্।

❖ পালি ভাষা (ত্রিপিটকের ভাষা) কার নির্দেশে জন্ম লাভ করেছে? উ: গৌতম বুদ্ধ।

❖ ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলার অবস্থান কতো?
উ: ৪র্থ মাধ্যমিক ব্যাকরণ (৬ষ্ঠ- ইথনোলগ ও উইকিপিডিয়া; ৭ম-বাংলাপিডিয়া)

❖ **দাপ্তরিক ভাষা** হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান কতো?
উ: ১০ম।

❖ লিপি কাকে বলে? উ: ধ্বনির লিখিত রূপ।

❖ কোন লিপির সাথে বাংলা লিপির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে?
উ: মহাস্থানগড়ে পাওয়া অশোকের শিলালিপি।

❖ বাংলা লিপির গঠন কার্য শুরু হয় কোন আমলে?
উ: সেন আমলে (স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান আমলে)।

❖ বাংলা লিপির জনক- **পঞ্চানন কর্মকার** (কাঠ খোদাইকারী)

❖ **বাংলা লিপিকে ছাপান খানায় মুদ্রনযোগ্য করে তৈরি করেন- পঞ্চানন কর্মকার।**

❖ বাংলা লিপির রূপকার- **চার্লস উইলস কীনস।**

❖ ব্রাহ্মী লিপিকে বলা হয় সমস্ত ভারতীয় লিপির আদি জননী।

-: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস :-

☑ **যুগ- বিভাগ: যুগ ৩ টি। যথা:**

১. প্রাচীন যুগ : (৬৫০- ১২০০)————শহীদুল্লাহ
সুনীতিকুমারের মতে (৯৫০-১২০০)————কবিতার যুগ
২. মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০)————কবিতার যুগ
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)-------গদ্যের যুগ

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ:

☞ অন্ধকার যুগ	-	১২০১-১৩৫০
☞ প্রাক-চৈতন্য যুগ	-	১২০১-১৫০০
☞ চৈতন্য যুগ	-	১৫০১-১৬০০
☞ চৈতন্য-পরবর্তী যুগ	-	১৬০১-১৮০০
☞ যুগসন্ধিক্ষণ	-	১৭৬০-১৮৬০

(অবক্ষয়ের যুগ বা ক্রান্তিকাল নামেও পরিচিত)

-: প্রাচীন যুগ/চর্যাপদের যুগ :-

❑ **চর্যাপদ স্পেশাল:**

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- ছড়া।

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন- চর্যাপদ/ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়/ চর্যাগীতিকোষ/ চর্যাগীতি।

◈ চর্যাপদের রচনাকাল- ৬৫০-১২০০ (শহীদুল্লাহ):
(৯৫০-১২০০)> সুনীতকুমার।

◈ চর্যাপদের আবিষ্কৃত হয়- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়)- (ঢা.বি'-র প্রথম বাংলা বিভাগের প্রধান)'

◈ চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়- ১৯০৭ (নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে)।

◈ চর্যাপদ প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯১৬ সালে (**'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'** নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে)।

◈ চর্যাপদের ভাষাকে বাংলায় প্রতীয়মান করে তোলেন- ড. সুনীতকুমার।

◈ চর্যাপদের ভাষা- বাংলা, সান্ধ্য, আলো-আঁধারি ভাষা।

◈ চর্যাপদ রচনা করেন- বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

◈ চর্যার মোট পদসংখ্যা ছিল- ৫১টি (সাড়ে ৪৬ টি উদ্ধার করা গেছে)।

◈ চর্যাপদের রচয়িতা-২৪ জন (মতান্তরে ২৩ জন)।

◈ চর্যাপদের আদি কবি কে- লুই পা (১নং পদটি রচনা করেছেন)।

◈ চর্যাপদের সর্বশেষ কবি-সরহ পা

◈ সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন- কাহ্ন পা (১৩টি)।

◈ রচয়িতাদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন- শবর পা।

◈ একমাত্র মহিলা ছিলেন- কুক্কুরী পা।

◈ নিজেকে বাঙালি বলে দাবি করতেন- ভুসুকু পা।

◈ চর্যাপদের কোন কোন পদ পাওয়া যায় নি- ২৪, ২৫, ৪৮নং ও ২৩ নং পদের অর্ধেক।

◈ চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত- মাত্রাবৃত্ত।

◈ প্রাচীন চর্যাপদে কয়টি পুঁথি ছিল-৪ টি (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, কাহ্নপাদের দোহা, সরহপাদের দোহা ও ডাকার্ণব)।

◈ চর্যাপদের ভাষায় মিশ্রণ ছিল- অনুমান করা হয় ৫টি (বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, অসমীয়া ও উড়িয়া)।

◈ চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার- মুনিদত্ত। ১১ নং পদ টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নি।

◈ চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদকের নাম-কীর্তিচন্দ্র।

◈ চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৯৩৮ সালে।

◈ কোন কবির আদৌ কোন পদ পাওয়া যায় নি-লাড়িডোম্বি পা

◈ ২য় সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন- ভুসুকু পা, ৮টি (১৭ জন কবি ১টি করে)

◈ চর্যাপদে প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে- ৬ টি।

◈ চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়- পশ্চিম বাংলার।

◈ চর্যাপদ কোন আমলের রচনা বলে অনুমান করা হয়- সেন আমলের (সমাজচিত্র পাল আমলের)।

◈ রাহুল সংকীর্তায়ন- বিহারের ভাষা বিজ্ঞানী।

◈ চর্যাপদ প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের সূচনা- বৌদ্ধদের মাধ্যমে।

-: মধ্যযুগ :-

অন্ধকার যুগ:

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই তুর্কিরা বাংলা অঞ্চল দখল করে নিয়ে প্রায় দেড়শ বছর শাসন চালায়। এই সময় চর্যাপদের কবিরা পালিয়ে নেপালে চলে গিয়েছিল এবং এই অঞ্চলের যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। মানুষের মনে কোন শান্তি ছিল না তাই এই সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয় নি। এজন্য এই সময়কে (অর্থাৎ ১২০১-১৩০৫) কোন কোন সমালোচক মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু অন্ধকার যুগ বলতে চান। তবে এই সময়ে 'শূন্যপুরাণ', 'সেক শুভোদয়া'র মতো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মও রচিত হয়।

অন্ধকার যুগ স্পেশাল:

■ অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?—মধ্য যুগ।

■ 'শূন্যপুরাণ'-এর রচয়িতা কে?- রামাই পণ্ডিত।

■ 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে (নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক ১৩১৪ বঙ্গাব্দে)।

■ 'শূন্যপুরাণ' একটি- গদ্য-পদ্য মিশ্রিত তথা 'চম্পূকাব্য'।

■ 'শূন্যপুরাণ' একটি- ধর্ম তত্ত্বের বই (হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম মিশ্রিত)।

■ 'সেক শুভোদয়া'র রচয়িতা- হলায়ুধ মিশ্র।

■ 'নিরাঞ্জনের উষ্মা' কী?- 'শূন্যপুরাণ'-এর অংশ বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন স্পেশাল:

■ মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বাংলা সাহিত্যের ২য়)।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের লেখক- বড়ু চণ্ডীদাস (প্রকৃত নামঅনন্ত)।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৯০৯ সালে বাকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম থেকে)।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হয়- ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে খণ্ড রয়েছে- ১৩ টি।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র–৩ টি (রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি)।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আপাত- রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী (বড়ায়ি প্রেমের দূতি/অনুঘটক)।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত- ধর্মতত্ত্ব (কৃষ্ণ পরমাত্মা তথা ঈশ্বর এবং রাধা জীবাত্মা তথা জীবকুল অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম)।

■ চণ্ডীদাস সমস্যা কি?- বাংলা সাহিত্য একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন তাই চণ্ডীদাস সমস্যা। স্বীকৃত চণ্ডীদাস তিনজন। বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, এবং দ্বীজ চণ্ডীদাস।

■ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কোন যুগের নিদর্শন?- প্রাক-চৈতন্য যুগ বা চৈতন্যপূর্ব যুগ।

বৈষ্ণব পদাবলী স্পেশাল:

✧ মধ্যযুগের সাহিত্যধারার মধ্যে পরিমাণে ও গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা- বৈষ্ণব সাহিত্যধারা।

✧ বৈষ্ণব পদাবলী হচ্ছে- রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে সৃষ্ট অমর কবিতা। বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমের মাহাত্ম্য।

✧ বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে?- বড়ু চণ্ডীদাস।

✧ বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি- বিদ্যাপতি।

✧ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান প্রধান কবি- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।

✧ বৈষ্ণব পদকর্তাগণ কী নামে পরিচিত?- মহাজন।

✧ অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী রচিত- ব্রজবুলি ভাষায়।

✧ ব্রজবুলি হচ্ছে- বাংলা ও মৈথিলির মিশ্রণে সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা।

✧ ব্রজবুলি-র প্রথম কবি- জয়দেব (গীতগোবিন্দ)।

✧ ব্রজবুলি-র শ্রেষ্ঠ কবি- বিদ্যাপতি।

✧ বাঙালি না হয়েও, বাংলায় একটিও পদ না লিখেও বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট স্থান দখল করে তথা বৈষ্ণব গুরু হয়ে আছেন- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

✧ অভিনব জয়দেব নামে পরিচিত- বিদ্যাপতি।

✧ 'কীর্তিলতা', 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' রচনা- বিদ্যাপতির।

✧ মুসলমান কবি হয়েও বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন-শেখ ফয়জুল্লাহ, আলাওল, সৈয়দ মর্তুজা, নওয়াজিস, আইনুদ্দিন করম আলী প্রমুখ।

✧ ''সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই''- চণ্ডীদাসের উক্তি।

✧ ''আকুল শরীর মোর বেআকুল মন! বাঁশীর শবদে মোর আউলাইলো রান্ধন''- চণ্ডীদাসের উক্তি।

✧ গোবিন্দদাস পদ রচনা করেছেন- প্রায় সাড়ে সাতশ।

মর্সিয়া সাহিত্য:

➪ মর্সিয়া সাহিত্য কী?- কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত শোককাব্য।

✧ 'মর্সিয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? আরবি।

✧ 'মর্সিয়া' শব্দটির অর্থ- শোক প্রকাশ করা।

✧ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি- শেখ ফয়জুল্লাহ (জয়নালের চৌতিশা)।

✧ 'মুক্তল হোসেন' কী?- মুহম্মদ খান রচিত বাংলা মর্সিয়া গ্রন্থ।

✧ 'জঙ্গনামা' কাব্যটির রচয়িতা- ফকির গরীবুল্লাহ।

অনুবাদ সাহিত্য:

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে অনুবাদ সাহিত্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কৃত্তিবাস কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা থেকে 'রামায়ণ' অনুবাদের মধ্য দিয়ে এ ধারার সূত্রপাত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিকাশে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

❖ সর্বপ্রথম অনূদিত (প্রকাশিত) গ্রন্থের নাম- শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ভাগবতের অনুবাদ)

❖ অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রপাত কার আমলে?- রুকনউদ্দীন বরবক শাহ।

❖ মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য মূলত- ভাবানুবাদ

❖ আদি মহাকাব্য বাল্মীকির সংস্কৃত 'রামায়ণ'- এর বাংলা অনুবাদ করেন–কৃত্তিবাস ওঝা (অনুবাদ সাহিত্যের জয়যাত্রা)

❖ 'রামায়ণ'-এর প্রথম মহিলা অনুবাদক- চন্দ্রবতী।

❖ 'রামায়ণ'-এর কাণ্ড আছে- ৭ টি।

❖ 'রামায়ণ'-এ আছে- ২৪ হাজার শ্লোক (১টি কাহিনী)।

❖ বাল্মীকি সংস্কৃত 'রামায়ণ' রচনা করেন- আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে।

❖ কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন- আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

❖ কার উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মুদ্রিত হয়- উইলিয়াম কেরী।

❖ 'মহাভারত'-এর প্রাচীন অনুবাদক– কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
❖ 'মহাভারত'-এর স্বার্থক/ শ্রেষ্ঠ অনুবাদক– কাশীরাম দাশ (১৭ শতকে)।
❖ কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার উৎসাহে 'মহাভারত'-এর অনুবাদ করেন– চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খাঁ।
❖ কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতের নাম–পরাগলী মহাভারত।
❖ পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন- শ্রীকর নন্দী।
❖ শ্রীকর নন্দী অনূদিত মহাভারতের নাম–ছুটি খানী মহাভারতের।
❖ মহাভারতের কাণ্ড/পর্বের সংখ্যা– ১৮টি (শ্লোক-৮৫০০০, কাহিনী-৫০০)।
❖ সংস্কৃত শাখা থেকে অনূদিত ১ম গ্রন্থ– রামায়ণ।
❖ সংস্কৃত শাখা থেকে অনূদিত ২য় গ্রন্থ–শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (ভাগবতের অনুবাদ)।
❖ ভাগবতের ১ম অনুবাদ করেন-–মালাধর বসু (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়)।
❖ কোন গ্রন্থ রচনার জন্য মারাধর বসু রুকনুদ্দীন বরবক মাহ কর্তৃক 'গুনরাজ খান' উপাধী লাভ করেন?– শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
❖ 'পুরাণ' কী?– সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাহিনী কেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ।
❖ 'পুরাণ'-এর সর্বমোট সংখ্যা– ৩৬ টি।
❖ কোন কবি 'অদ্ভুতাচার্য' নামে পরিচিত?– নিত্যানন্দ আচার্য।
❖ 'ভাগবত'-এর কাহিনী নিয়ে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ– গীতগোবিন্দ।
❖ ব্রজবুলী ভাষায় রচিত 'গীতগোবিন্দ'-এর রচয়িতা– জয়দেব।
❖ দৌলত উজির বাহারাম খান কোন কাব্য অবলম্বনে 'লাইলী-মজনু' কাব্যটি রচনা করেছেন?– ফারসি কবি নিজামীর 'লায়লা-ওয়া মজনুন'।
❖ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি– হিন্দি কবি জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের ভাবানুবাদ।

কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থ

মূলগ্রন্থ	রচয়িতা	অনূদিত গ্রন্থ	অনুবাদকের নাম
রামায়ণ	বাল্মীকি	রামায়ণ	কৃত্তিবাস ওঝা
মহাভারত	ব্যাসদেব	মহাভারত	কাশীরাম দাশ
ভাগবত পুরাণ	ব্যাসদেব	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	মালাধর বসু
ইউসুফ ওয়া জুলায়খা	জামী	ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ
লায়লা-ওয়া মজনুন	নিজামী	লাইলী-মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান
পদুমাবৎ	মালিক মুহম্মদ জায়সী	পদ্মাবতী	কৃত্তিবাস ওঝা
সিকান্দারনামা	নিজামী	সিকান্দারনামা	আলাওল
হফত পয়কর	নিজামী	সপ্তপয়কর	আলাওল
আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-	হাতেম তাই	আলাওল
কিস্সা-ই-আমীর হামজা	মোল্লা জালাল বালখি	আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা
মধুমালত	মনঝন	মধুমালতী	সৈয়দ হামজা
মৈনাসত	সাধন	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	সৈয়দ হামজা
বিদ্যাসুন্দরম	বররুচি	বিদ্যাসুন্দর	কাজী দৌলত ও আলাওল
তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী	ইজ্জতুল্লাহ	গুল-ই বকাওলী	সাবিরিদ খান
-	-	নূরনামা	নওয়াজিস খাঁ ও মুহাম্মদ মুকিম

-: চৈতন্য যুগ :-

শ্রী চৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করে যে যুগের কল্পনা করা হয়েছে তাই চৈতন্য যুগ। চৈতন্য যুগের প্রধান বিষয় হচ্ছে জীবনী সাহিত্য সৃষ্টি। শ্রী চৈতন্য দেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যেও জীবন কাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্য সৃষ্টি। শ্রী চৈতন্য দেবের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন এই জীবনী কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। এটি কড়চা নামেও পরিচিত।

✎ কে কোন সাহিত্য রচনা করেন নি কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছিল? -> শ্রী চৈতন্য দেব।
✎ শ্রী চৈতন্য দেবের জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে-> জন্ম-১৪৮৬ নবদ্বীপ; মৃত্যু-১৫৩৩ পুরীতে।
✎ শ্রী চৈতন্য দেবের জীবনী কী নামে পরিচিত?-> কড়চা।
✎ বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী কী?-> বৃন্দাবনে শ্রী চৈতন্য দেবের ৬ শিষ্য (রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট।
✎ শ্রী চৈতন্য দেব আদর করে মুরারিগুপ্তের নাম দেন-> কবিকর্ণপুর'।
✎ শ্রী চৈতন্য দেবের পর কার জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়?-> অদ্বৈত বর্মণ।

-: জীবনী সাহিত্য :-

ধরন	কবির নাম	গ্রন্থের নাম
আদি কবি	মুরারি গুপ্ত	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রেষ্ঠ কবি	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	"
১ম সার্বলীল বাংলায়	বৃন্দাবন দাস	শ্রীচৈতন্য ভাগবত।
জনপ্রিয় কবি	লোচন দাস	চৈতন্য মঙ্গল
"	জয়ানন্দ	"
"	চূড়ামণি দাস	গৌরাঙ্গ বিজয়।

নাথ সাহিত্য:

মধ্য যুগে শিবের উপসনাকে কেন্দ্র করে নতুন একটি ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটি হচ্ছে 'নাথধর্ম'। এই ধর্মের সিদ্ধাচার্যগণ তথা নাথ-যোগীদের নিয়ে রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য। শেখ ফয়জুল্লাহ, শুকুর মুহাম্মদ এই ধারার প্রধান কবি।

❖ মুসলমান না হয়েও নাথ সাহিত্য রচনা করেন– শেখ ফয়জুল্লাহ (গোরক্ষ বিজয়)।
❖ 'গোরক্ষ বিজয়' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন– আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ।
❖ 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' কাব্যটির রচয়িতা– শুকুর মুহাম্মদ।
❖ ময়নামতি গোপী চন্দ্রের কাহিনী সংগ্রহ করেন– চন্দ্রকুমার দে।
❖ ভীম সেনের 'গোর্খবিজয়' কাব্যটি সম্পাদনা করেন–ড. পঞ্চানন মণ্ডল।
❖ নাথধর্মে কয়জন গুরুর কথা জানা যায়?–৯ জন (আদি নাথ শিব)।
❖ দেবী মোহনী বেশ ধারণ করেও কোন নাথগুরুকে আদর্শচ্যুত করতে পারেন নি?– গোরক্ষনাথ।
❖ কোন দু'টি ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের সৃষ্টি?– শৈবধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম।

-:মঙ্গল কাব্য:-

মানুষের বিশ্বাস মতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য নির্ভর কাব্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে মানুষের মঙ্গল/কল্যাণ সাধিত হয় এবং অকল্যাণ দূর হয়– এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ

পর্যন্ত হিন্দু কবিদের দ্বারা দেবদেবী তথা ধর্ম নির্ভর যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাই মঙ্গল কাব্য। এই কাব্যগুলো সাধারণত এক মঙ্গল বার শুরু হয়ে পরবর্তি মঙ্গল বারে শেষ হত। একটি সার্থক মঙ্গল কাব্যে ৫টি অংশ থাকে- বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল। মঙ্গল কাব্যের প্রধান শাখা ৩টি- মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদা মঙ্গল। মঙ্গল কাব্যে ৬২ জন কবির সন্ধান জানা যায়।

মঙ্গল কাব্য স্পেশাল:

❖ মঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠা
❖ প্রকৃত পক্ষে মঙ্গল কাব্যকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- ২টি (পৌরাণিক ও লৌকিক)।
❖ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি রচয়িতা- কানাহরি দত্ত (১৪ শতক)।
❖ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা- বিজয় গুপ্ত (পদ্মপুরাণ)।
❖ সন-তারিখ সহ কাব্য রচনা করেছেন- বিজয় গুপ্ত।
❖ 'মনসামঙ্গল' কাব্য আর কী নামে পরিচিত?- পদ্মপুরাণ।
❖ 'মনসা-বিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা- বিপ্রদাস পিপলাই।
❖ বিজয়গুপ্ত ছাড়াও 'পদ্মপুরাণ' নামে কাব্য রচনা করেছেন- নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ নিবাসী, চন্দ্রাবতীর পিতা)।
❖ কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের রচিত কাব্যের নাম- মনসামঙ্গল।
❖ সাপের দেবী মনসার অপর নাম- পদ্মাবতী, কেতকা।
❖ এক মাত্র পূর্ববঙ্গের কাহিনী নিয়ে রচিত মঙ্গল- মনসামঙ্গল।
❖ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা ২২ জন। তাই 'মনসামঙ্গল' কাব্যকে বলা হয়- 'বাইশা'।
❖ মঙ্গল ধারার আদি/প্রাচীন মঙ্গল- মনসামঙ্গল।
❖ শ্রেষ্ঠ মঙ্গল- চণ্ডীমঙ্গল।
❖ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি- মানিক দত্ত (১৪ শতক)।
❖ চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কন- রঘুনাথ রায় কর্তৃক)।
❖ চণ্ডীমঙ্গলের অপর নাম- অভয়ামঙ্গল।
❖ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন- ১৯ জন কবি (মত-সুকুমার সেন)
❖ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-এর কাহিনী কয় খণ্ডে বিভক্ত?- ২ (আক্ষেটিক ও বনিক খণ্ড)।
❖ (কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার -এর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন- অন্নদামঙ্গল।
❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম নাগরিক কবি- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার।
❖ মধ্যযুগের অবসান ঘটে- ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।
❖ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাক্য "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"- ভারতচন্দ্র কর্তৃক রচিত উক্তিটি- ঈশ্বরী পাটনীর।
❖ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কয় খণ্ডে বিভক্ত?- ৩ টি (শিব-নারায়ণ, কালিকামঙ্গল ও মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড)।
❖ 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- কবি কঙ্ক।
❖ 'কালিকামঙ্গল' কাব্য আর কী নামে অভিহিত করা হয়?- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী।
❖ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- ময়ূরভট্ট (হাকন্দ পুরাণ)।
❖ কোন মুসলমান কবি মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন-সাবিরিদ খান।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান/মুসলিম সাহিত্য:

মধ্যযুগের মুসলিম কবিগণ কর্তৃক রচিত মানবিক রোমান্টিক প্রণয়. কাব্যের উৎস হিন্দি-আরবি-ফারসি সাহিত্য। এ ধারার প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

কয়েকটি বিখ্যাত প্রণয়কাব্য ও তার কবি

রোমান্টিক প্রণয় কাব্য	কবির নাম	শতক
ইউসুফ-জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	১৫ শতক
লাইলী-মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	১৬ শতক
মধুমালতী	মুহম্মদ কবির	১৬ শতক
হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	১৬ শতক
সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	১৬ শতক
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	১৭ শতক
চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	১৭ শতক
লালমতী সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	১৭ শতক
গুলেবকাওলী	নওয়াজিস খান	১৭ শতক
শাহজালাল-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	১৭ শতক
মৃগাবতী	মুহাম্মদ মুকিম	১৮ শতক

দোভাষী পুঁথি সাহিত্য ও কবিগান:

যুগসন্ধি কাল (১৭৬০-১৮৬০)-এ হিন্দু কবিয়ালরা কবিগান এবং মুসলমান কবিগণ হিন্দি-উর্দু-বাংলার সংমিশ্রণে পুঁথি সাহিত্য রচনা করেছেন। এসব মুসলিম কবিগণ শাহের নামে পরিচিত।

✓ পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীন লেখক- ফকির গরীবুল্লাহ (জঙ্গনামা)।
✓ ফকির গরীবুল্লাহ ছাড়া আর কে কে যুদ্ধকাব্য জঙ্গনামা রচনা করেছেন?- বাহরাম খান, মুহাম্মদ খান, হেয়াত মামুদ।
✓ 'আমীর হামজা' কী?- গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা শ্রেণির কাব্য।
✓ 'নবীবংশ' কার রচনা?- সৈয়দ সুলতান।
✓ কবি গানের আদি গুরু বলা হয়- গোঁজলা গুই ঠাকুরকে।
✓ টপ্পা গানের জনক- নিধু বাবু (নানান দেশের নানান ভাষা)।

লোক সাহিত্য

লোক সাহিত্য বলতে বোঝায় জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা, পালা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। লোক সাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেসের সৃষ্টি নয়। কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোক সাহিত্য। লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হচ্ছে ছড়া।
বাংলাদেশের লোক সাহিত্যের গর্বের বিষয় ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-১৯২৩। এর সংগ্রাহক হলেন চন্দ্রকুমার দে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

❖ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- ছড়া (নিদর্শন-চর্যাপদ)।
❖ ডাক, খনার বচন, রূপকথা- এগুলো- প্রাচীন যুগের।
❖ ড. আশুতোষের মতে লোককথা- ৩ ধরনের। রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা।
❖ বাংলাদেশের গীতিকা কয় ধরনের?- ৩ ধরনের। (নাথ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা)।
❖ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রাধান্য পেয়েছে- নারী চরিত্র।
❖ পশু-পাখির চরিত্র অবলম্বনে গড়া কাহিনী- উপকথা।
❖ মেয়েলী ব্রতের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী- ব্রতকথা।
❖ গম্ভীরা কোন অঞ্চলের গান?- চাপাইনবাবগঞ্জ।
❖ ভাওয়াইয়া গাওয়া হয়- ময়মনসিংহ অঞ্চলে।
❖ লালনের গান সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❖ 'Ballad' শব্দটির অর্থ– শোকগাথা।

❖ 'Folk-lore' শব্দটির অর্থ– লোককথা।

-: কয়েকটি বিখ্যাত পালা :-

মহুয়া	দ্বিজ কানাই
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি
দেওয়ান ভাবনা	অজ্ঞাতনামা
কাজলরেখা	অজ্ঞাতনামা
মলুয়া	অজ্ঞাতনামা (অনুমান চন্দ্রাবতী)।
রূপবতী	অজ্ঞাতনামা
চন্দ্রাবতী ও জয়চাঁদ	নয়ানচাঁদ ঘোষ
কমলা	দ্বিজ ঈশান
দস্যু কেনারাম	চন্দ্রাবতী
বিদ্যাসুন্দর	কবিকঙ্ক

■ **যুগসন্ধিক্ষণ**: মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার। ১৭৬০ সালে তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মূলত মধ্যযুগের অবসান ঘটে। ১৭৬০-১৮৬০ এই সময়টা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিকাল। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (যুগসন্ধিক্ষণের কবি), (সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা- সংবাদ প্রভাকর)।

-: আধুনিক যুগ :-

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে শুধু কবিতার চর্চা হয়েছে। এই কবিতা গুলো ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক সেখানে মানুষের তেমন কোন ঠাঁই ছিল না। আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবিকতা ও বহুমুখিতা। যুগের শুরুতেই বিকাশ ঘটতে থাকে গদ্যের এবং সূচীত হতে থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা।

-:বাংলা গদ্য:-

মধ্যযুগে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া তেমন কোন গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে প্রকাশিত দোম আন্তনিও এর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' এবং মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থদু'টি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরির দায়িত্বে বাংলা বিভাগ চালু বাংলা গদ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এমন কি এই উইলিয়াম কেরিকেই বলা হয় বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ। উইলিয়াম কেরি এবং আরও কয়েক জন পণ্ডিত ১৮১৫ সালের মধ্যে এই কলেজ থেকে ১৩টি পুস্তক প্রকাশ করেন। পরবর্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের যথার্থ বিকাশ সাধিত হয়। তিনিই বাংলা গদ্যের জনক।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ

লেখক	গ্রন্থের নাম
রামরাম বসু	১. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র- (১৮০১) ২. লিপিমালা- (১৮০২)
উইলিয়াম কেরি	৩. কথোপকথন- (১৮০১) ৪. ইতিহাসমালা- (১৮১২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	৫. বত্রিশ সিংহাসন- (১৮০২) ৬. হিতোপদেশ- (১৮০৮)
	৮. প্রবোধচন্দ্রিকা- (১৮৩৩)
গোলকনাথ শর্মা	৯. হিতোপদেশ- (১৮০২)
তারিণীচরণ মিত্র	১০. ওরিয়েন্টাল পেবুলিস্ট (১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১১. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং- (১৮০৫)
চণ্ডীচরণ মুনশী	১২. তোতা ইতিহাস- (১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায়	১৩. পুরুষ পরীক্ষা- (১৮১৫)

❖ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৮০০ সালে (১৮৫৪ পর্যন্ত টিকে ছিল)।

❖ বাংলায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ– 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'(রামরাম বসু-১৮০১)।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ– ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর চরিত'।

❖ **'নিকষ পাথর'** বলা হয়– গদ্য সাহিত্যকে।

❖ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখক– মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

❖ বাংলা গদ্যে ১ম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গদ্যের জনক)।

❖ বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক– প্রমথ চৌধুরী।

❖ কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ– বটতলার পুথি।

❖ বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব– ১৮০১-১৮৪৭।

❖ বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন– 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' (আন্তনিও) এবং **'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (আসসুম্পসাঁও)**।

❖ বাঙালি রচিত এবং বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ– **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'**-(রামরাম বসু-১৮০১)।

❖ বাংলা হরফে মুদ্রিত ২য় গদ্যগ্রন্থ– **'কথোপকথন'** (উইলিয়াম কেরি-১৮০১)।

❖ বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ব্যবহার করেন– রাজা রামমোহন রায়।

❖ মুসলমান রচিত ১ম গদ্য গ্রন্থ– 'রত্নাবতী'-(১৮৬৯)।

-: নাটক :-

নাটক বাংলা সাহিত্যেও অন্যতম প্রধান শাখা যাকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সংস্কৃত আলঙ্কারিগণের মতে কাব্য দু'ই ধরনের- দৃশ্যকাব্য ও শ্রাব্যকাব্য। দৃশ্য ও শ্রাব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিময় মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের যে শাখায় মূর্ত হয়ে ওঠে তা-ই নাটক। নাটকের প্রধান অঙ্গ হলো রঙ্গমঞ্চ যা নাটককে সফল করে তোলে।

১৭৫৩ সালে ইংরেজরা কলকাতার লালবাজারে 'Old Play House' নামে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেদেফ কর্তৃক 'বেঙ্গল থিয়েটারে'। তিনি গোলকনাথ দাসের সহযোগিতায় 'The Disguise' (১ম) এবং 'Love is the best Doctor' নামক নাটক দু'টি বাংলায় ভাষান্তরিত করে বাঙালি নট-নটিদের দ্বারা মঞ্চস্থ করেন। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হলে পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। বাংলা মৌলিক নাটকের সূত্রপাত হয় ১৮৫৩ সালে।

নাটক স্পেশাল:

❖ মিশ্র শিল্প নাটকের উৎপত্তি– গ্রিসে।

❖ ট্র্যাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য হল– জীবনানুভূতির গভীরতায়।

❖ বাংলা নাটকের জনক– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

❖ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক– 'ভদ্রার্জুন'- (তারাচরণশিকদার-১৮৫২)

❖ ট্র্যাজেডি রচনার ১ম প্রচেষ্টা– 'কীর্তিবিলাস'-(যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত-১৮৫২)।

❖ ১ম সামাজিক নাটক– 'কুলীনকুলসর্বস্ব'- (রামনারায়ণ তর্করত্ন-১৮৫৪)।

❖ ১ম সার্থক নাটক– 'শর্মিষ্ঠা'-(মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১ম বাংলা গ্রন্থ)

❖ ১ম সার্থক ট্র্যাজেডি– 'কৃষ্ণকুমারী'-(মাইকেল মধুসূদন দত্ত-১৮৫৮)।

❖ ১ম মুসলিম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন রচিত ১ম নাটক– 'বসন্তকুমারী'- (১৮৭৩)।

❖ মুসলিম চরিত্রের ১ম নাটক– 'জমিদার দর্পণ'-(মীর মশাররফ হোসেন-১৮৭৩)।

❖ 'The Disguise' নাটকের অনুবাদ– 'কাল্পনিক সংবদল'।

❖ কোন নাটক দেখার পর মধুসূদন দত্ত নাটক রচনার সিদ্ধান্ত নেন?– বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'।

❖ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন– 'A Native' ছদ্মনামে মধুসূদন দত্ত।

❖ 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের নাম– ইন্ডিগো প্লান্টিং মিরর।

❖ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম নাটক 'নীলদর্পণ'(নীলচাষ) নাটকটি– 'Uncle Toms Cabin'-এর আদলে রচিত।

❖ কোন নাটকটি শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের ভাবানুবাদ? 'ভানুমতি চিত্তবিলাস'(হরচন্দ্র ঘোষ-১৮৫২)।

❖ 'চারুমুখ চিত্তহারা' নাটকটি– রোমিও জুলিয়েটের ভাবানুবাদ।

❖ মুনীর চৌধুরীর ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা 'কবর' নাটকটি লেখা এবং ১ম মঞ্চস্থ হয়– ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে।

❖ নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস' নাটকটির মূল বিষয় হচ্ছে– পঞ্চাশের মন্বন্তর।

❖ বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখেন– দীনবন্ধু মিত্র (বাল্য নাম গন্ধর্বনারায়ণ)।

❖ 'বাকের ভাই' চরিত্রটি– হুমায়ূন আহমেদের টিভি সিরিয়াল 'কোথাও কেউ নেই'।

-: কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ও নাট্যকার :-

নাট্যকার	নাটক
তারাচরণ শিকদার	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)।
রামনারায়ন তর্করত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪), বেনীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী, রুক্সিনীহরণ (১৮৭১), স্বপ্নধন (১৮৭৩), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ (১৮৭৫), নবনাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা (১৯৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সীতার বনবাস(১৮৮২), প্রফুল্ল (১৮৮৯), সিরাজদ্দৌলা।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	তারাবাঈ (১৯০৩), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সাজাহান (১৯০৯), নূরজাহান (১৯০৮), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৩১৫), সিংহল বিজয় (১৯১৬)।
দীনবন্ধু মিত্র	নীল দর্পন (১৮৬০), লীলাবতী (১৮৬৭), নবীন তপস্বীনি (১৮৬৩), কমলে কামিনী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তাসের দেশ (১৩৪০ বাং), রক্তকবরী (১৯২৪), (১৩২১), চিরকুমার সভা (১৩০৮), মায়ার খেলা (১২৯৫), বিসর্জন (১২৯৭), রথযাত্রা (১৩০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬), শারদোৎসব (১৩১৫), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯)।
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬)।
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন (১৯৪৪)।
উৎপল দত্ত	ছায়ানট (১৯৫৮), অঙ্গার (১৯৫৯), ফেরারী ফৌজ, রাইফেল, কল্লোল, টিনের তলোয়ার, দুঃস্বপ্নের নগরী।
আনিস চৌধুরী	মানচিত্র (১৩৭০), এ্যালবাম (১৯৬৫)।
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, শপথ, সেনাপতি, ক্রস রোডে ক্রসফায়ার, অরক্ষিত মতিঝিল, চারিদিকে যুদ্ধ, শাহজাদীর কালো নেকাব, আয়নায় বন্ধুর মুখ, কোকিলারা, তোমারই, এখনও ক্রীতদাস।
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া (১৯৩১), পুতুলের বিয়ে, ঝিলিমিলি (১৯৩০), মধুমালা (১৯৫১)।
জসীমউদ্দীন	বেদের মেয়ে (১৯৫১), পল্লীবধু (১৯৫৬), মধুমালা (১৯৫১)।
নীলিমা ইব্রাহিম	রৌদ্রজ্জ্বল বিকেলে, শাহী এলাকার পথে পথে, রমনা পার্কে।
নুরুল মোমেন	নেমেসিস (১৯৪৮), হিংটিং ছট (১৯৭০), আইনের অন্তরালে, (১৯৬৭), যদি এমন হতো (১৯৬০), শতকরা আশি (১৯৬৭), নয়া খান্দান (১৯৬২), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), রূপান্তর (১৯৪৭), আলোছায়া।
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), কবর (১৯৬৬), চিঠি (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), মানুষ, নষ্ট ছেলে, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।
মামুনুর রশীদ	স্বপ্নে শহর, সুপ্রভাত ঢাকা, গিনিপিগ, ইবলিশ, সময় অসময়, সমতট, ইতি আমার বোন, ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, এখানে নোঙ্গর।
শওকত ওসমান	আমলার মামলা (১৯৫২), তস্কর ও লস্কর (১৯৪৪), কাকরমনি (১৯৫২), ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (১৯৭৩), বাগদাদের কবি।
সিকান্দার আবু জাফর	মহাকবি আলাওল (১৯৬৫), সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা (১৯৬৫), শকুন্ত উপখ্যান (১৯৫৮)।
হুমায়ুন আহমেদ	কোথাও কেউ নেই, এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়।
সেলিম আলদীন	ভাঙ্গনের শব্দ শুনা যায়, আয়না, মোন্তাসির ফ্যান্টাসী, কীর্তনখোলা, হাত হদাই, চাকা।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গ ভঙ্গ (১৯৬৫), সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	ইহুদির মেয়ে, মায়াবী প্রহর, মরক্কোর যাদুকর, ধন্যবাদ, নিঃশব্দ যাত্রা, জোয়ার থেকে বলছি, হিজল কাঠের নৌকা, নরকে লাল গোলাপ।
সৈয়দ শামসুল হক	নুরুল দিনের সারা জীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।
সাঈদ আহমদ	মাইলপোষ্ট, তৃষ্ণায়, কালবেলা, প্রতিদিন একদিন

-: প্রহসন :-

সমাজের নানা অসঙ্গতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সম্বলিত হাস্যরস প্রধান একাঙ্কিকা নাটকই প্রহসন। বর্তমানে প্রহসন বলতে বোঝায়- অতিমাত্রায় লঘু কল্পনাময়, আতিশায্যব্যঞ্জক, হাস্যরসোজ্জ্বল সংস্কারমূলক কাব্যকে। বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক প্রহসন মাইকেল মধুসুধন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০) এবং তিনিই বাংলা প্রহসনের জনক।

রচয়িতা	প্রহসন
অমৃতলাল বসু	বিবাহ বিভ্রাট, সম্মতি সঙ্কট, কালা পানি, বাবু, একাকার, বৌমা, গ্রাম্য বিভ্রাট, বাহবা বাতিক, খাস দখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, চাটুয্যে ও বাড়ুয্যে, তাজ্জব ব্যাপার, কৃপণের ধন।
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ	সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড়দিনের বকশিস, সভ্যতার পাণ্ডা।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ, (১৮৭২), এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭), হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), হিতে বিপরীত (১৮৮৬), দায়ে পড়ে দারগ্রহ।
রামনারায়ন তর্করত্ন	যেমন কর্ম তেমন ফল (১৯৭৯ বঙ্গাব্দ), উভয় সঙ্কট (১৯৬৯), চক্ষুদান।
মাইকেল মধুসুধন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।
মীর মোশাররফ হোসেন	এর উপায় কি(১৮৭৫), ভাই, ভাই এই তো চাই (১৮৯৯), ফাঁস কাগজ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৈকুন্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), হাস্য কৌতুক। চিরকুমার সভা (১৯২৬), শেষ রক্ষা (১৯২৮)।
দীনবন্ধু মিত্র	সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), জামাই বারিক
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), এ্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত।

-: ছোটগল্প :-

'প্রমথ চৌধুরীর মতে, "ছোটগল্পকে ছোট ও গল্প হতে হবে"। জীবনের একটা খণ্ডাংশ ছোটগল্পে রূপায়িত হয়। বস্তুত প্রবাহমান মানবজীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় মুহূর্তের কোন একটিকে গল্পে রূপ দিলে তাকে ছোটগল্প বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করেছেন-

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
... ...
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করে মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।"

ছোটগল্প স্পেশাল:

- বাংলা সাহিত্যের ১ম সচেতন গল্পকার- স্বর্ণকুমারী দেবী।
- বাংলা ছোটগল্পের জনক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান- ছোটগল্প।
- বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক গল্পকার- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গল্প- 'ল্যাবরেটরী'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পটি উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে?-'নষ্টনীড়'।
- মোপসাঁ- ফ্রান্সের ছোটগল্পের জনক; এলেন পো- আমেরিকার ছোটগল্পে জনক এবং গোগোল- রাশিয়ার ছোটগল্পে জনক।

গল্পকার	গল্পগ্রন্থের নাম ও প্রকাশকাল
স্বর্ণকুমারী দেবী	নবকাহিনী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প, তিনসঙ্গী।
প্রভাতকুমার	ষোড়শী (১৯০৬), গল্পবীথি, (১৯১৬), গল্পাঞ্জলী (১৯১৩), নূতন বউ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), ছবি (১৯২০), মেজদিদি (১৯১৫), কাশীনাথ, স্বামী।
শওকত ওসমান	জুনু আপা ও অন্যান্য (১৯৫১), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), জন্ম যদি তব বঙ্গে।
আবু রুশদ	প্রথম যৌবন (১৯৪৮), শাড়ী বাড়ী গাড়ী।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	দুই তীর (১৯৬৫), নয়নচারা (১৯৫১)।
সরদার জয়েনউদ্দীন	নয়ন ঢুলী (১৯৫২), খরস্রোতা (১৯৫৫), অষ্টমপ্রহর।
আবু ইসহাক	মহাপতঙ্গ (১৯৫৩), হারেম (১৯৬২)।
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নেই (১৯৫৩), শাহের বানু (১৯৫৭)।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১)।
জহির রায়হান	সূর্য গ্রহন (১৯৫৫)।
সৈয়দ শামসুল হক	আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), শীতের সকাল।
অন্নদাশঙ্কর রায়	প্রকৃতি পরিহাস (১৯৩৪), মনপবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন।
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	টুটা-ফাটা, আকাশ বসন্ত, হাড়ি-মুচি-ডোম, কাঠ খড় কেরোসিন, চাষাভূষা, ইতি, অধিবাস, একরাত্রি, ডবলডেকার।
আবুল মনসুর আহমেদ	আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪০), আসমানী পর্দা (১৯৬৪), গালিভারের সফরনামা।
আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী, মৃত্যুর আত্মহত্যা।
আকবর হোসেন	আলোছায়া (১৯৬৪)।
আহমেদ রফিক	অনেক রঙের আকাশ।
আবদুল গাফফার চৌধুরী	কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর।
আল মাহমুদ	পানকৌড়ির রক্ত।
আবদুল মান্নান সৈয়দ	সত্যের মত বদমাস, চল যাই পরোক্ষ, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	অন্যঘরের অন্যস্বর (১৯৭৬), খোয়ারী (১৯৮২), দুধে ভাতে উৎপাত।
ইব্রাহিম খাঁ	লক্ষ্মী পেচা, মানুষ।
কাজী নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান, (১৯২২), রিক্তের বেদন(১৯২৫), শিউলী মালা (১৯৩১)।
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	রসকলি, জলসাঘর, কালাপাহাড়, ডাইনি বাশি, ঘাসের ফুল।
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	রিয়ালিষ্ট (১৯৩০), অন্তঃশীলা (১৯৩৫)।
প্রমথ চৌধুরী	চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), গল্প সংগ্রহ (১৯৪১), আহুতি (১৯১৯), নীল লোহিত।
প্রেমেন্দ্র মিত্র	পঞ্চশর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), ধূলি ধূসর (১৯৪৩), মৃত্তিকা (১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), মহানগর

	(১৯৪৩), জলপায়রা (১৯৫৭), নানা রঙে বোনা
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	মৌরিফুল (১৯৩২), সুলোচনা, মেঘমাল্লার (১৯৩১), যাত্রাদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮), বেনেদীয় ফুলবাড়ী।
বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়	বাহুল্য, রাণুর কথামালা, রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ।
বুদ্ধদেব বসু	অভিনয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), নতুন নেশা, খাতার শেষ পাতা, হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮ বাং), অদৃশ্য শত্রু, ভাসো আমার ভেলা, মিসেস গুপ্ত, একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা।
মানিক বন্দোপাধ্যায়	প্রাগৈতিহাসিক, সমুদ্রের স্বাদ, ফেরীওয়ালা, ভেজাল, সরীসৃপ, হলুদ পোঁড়া, বৌ, ছোট বকুল পুরের যাত্রি, পাশ ফেল।
শাহেদ আলী	জিব্রাইলের ডানা, একই সমতলে।
সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা।
হাসান হাফিজুর রহমান	আরও দুটি মৃত্যু।

-: উপন্যাস :-

আধুনিক সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা উপন্যাস। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি যখন কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তখন কাকে উপন্যাস বলে। উপন্যাস সাহিত্য ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য, বর্ণনাভঙ্গি, চরিত্রসৃষ্টি, নৈপুণ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। উপন্যাসকে বিষয়বস্তুর বিচারে ঐতিহাসিক, সামাজিক, কাব্যধর্মী, ডিকটেটিভ ও বিবিধ-এ পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

কালের দিক থেকে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের **'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'** (১৮৫২) প্রথম উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসটি বাঙালি পাঠক হৃদয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি। এক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের **'আলালের ঘরের দুলাল'** (১৮৫৮) শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। একারণেই 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের ১ম উপন্যাস। তবে এ উপন্যাসটিও সার্থকতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের **'দুর্গেশনন্দিনী'** (১৮৬৫)।

উপন্যাস স্পেশাল:

❖ বাংলা উপন্যাসের জনক- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
❖ ১ম রোমান্টিক উপন্যাস- 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৬- বঙ্কিমচন্দ্র)।
❖ ১ম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস- 'চোখের বালি' (১৯০৩- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
❖ ১ম মহিলা ঔপন্যাসিক- স্বর্ণকুমারী দেবী (দীপ নির্বাণ-১৮৭৬)।
❖ ১ম মুসলিম ঔপন্যাসিক- মীর মশাররফ হোসেন (রত্নবতী-১৮৬৯)।
❖ মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে পর্ব আছে- ৩ টি (মহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদ বধ পর্ব)।
❖ শরৎচন্দ্রের বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত উপন্যাস-**'পথের দাবী'** (১৯২৬)।
❖ শরৎচন্দ্র অসমাপ্ত রেখে মারা যান-'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি।
❖ এপিকধর্মী উপন্যাসের গৌরবপ্রাপ্ত- 'গোরা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
❖ 'পথের পাঁচালী'র উত্তরকাণ্ডের নাম- **'অপরাজিত'**।
❖ উপজাতিদের নিয়ে লেখা উপন্যাস- **'কর্ণফুলী'** (আলাউদ্দিন আল আজাদ)।
❖ **'পদ্মা নদীর মাঝি'** নিয়ে নির্মিত চলচিত্রের পরিচালক-গৌতম ঘোষ।
❖ **'তিতাস একটি নদীর নাম'** এর পরিচালক- ঋত্বিক ঘটক।
❖ 'পথের পাঁচালী' নিয়ে নির্মিত চলচিত্রের পরিচালক- সত্যজিৎ রায় (অস্কার লাভ)।

ঔপন্যাসিক	বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরে দুলাল (১৮৫৮), আধ্যাত্মিকা।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)।
রমেশচন্দ্র দত্ত	বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), সংসার (১৮৮৬), সমাজ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩- প্রথম), রাজর্ষি (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), চার অধ্যায় (১৯৩৪), করুণা (১৯৬১)।
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	রমা সুন্দরী (১৯০৮), রত্নদ্বীপ (১৯১৫), মনের মানুষ (১৯২২), সতীর পতি।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বড়দিদি (১৯০৭), পল্লী সমাজ (১৯১৬), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), দেনাপাওনা (১৯২৩), গৃহদাহ (১৯২০), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পরিণীতা, মেজদিদি (১৯১৫), কাশীনাথ (১৯১৭), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১)।
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	ধাত্রী দেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), জলসা ঘর (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩)।
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিতা (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), ইছামতি
মানিক বন্দোপাধ্যায়	পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬),শহরতলী (১৯৪০), শহর বাসের ইতিকথা (১৯৪৬), অহিংসা (১৯৪১), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	লাল সালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৪৫), কাঁদো নদী কাঁদো।
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধন হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)।
জসীমউদ্দীন	বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলে কোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৩)।
আনোয়ার পাশা	নিষুতি রাতের কথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)।
আবু জাফর শামসুদ্দিন	ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), প্রপঞ্চ
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তারাবাঈ (১৯০৮), রায়নন্দিনী (১৯১৮)।
কাজী ইমদাদুল হক	আবদুল্লাহ (১৯৩৩)।
বুদ্ধদেব বসু	সাড়া (১৯৩০), সনন্দা (১৯৩৩), তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর।
বিমল মিত্র	সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম।
নজিবর রহমান	'আনোয়ারা' (১৯১৪), প্রেমের সমাধি।
মোজাম্মেল হক	'জোহরা'।

www.facebook.com/tanbir

লুৎফর রহমান	পথহারা, প্রাপ্ত উপহার, বাসর উপহার।
শহীদ কায়সার	সারেং বৌ (১৯৬২), সংসপ্তক (১৯৬৫)।
সমরেশ বসু	গঙ্গা।
সমরেশ মজুমদার	সাতকাহন, (উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ- ত্রয়ী উপন্যাস)।
আবু ইসহাক	সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
আবুল ফজল	চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গাপ্রভাত (১৩৬৪)।
আল মাহমুদ	ডাহুকী (১৯৯২), নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), পুরুষ সুন্দর।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা।
আহসান হাবীব	অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২)।
কাজী আবদুল ওদুদ	নদীবক্ষে (১৯১৮)।
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), আর কত দিন।
শওকত ওসমান	বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৬৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫)।
শামসুর রাহমান	অক্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫)।
সত্যেন সেন	অভিশপ্ত নগরী (১৩৭৪), পাপের সন্তান (১৯৬৯), উত্তরণ (১৯৭০)।
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), নীল দংশন (১৯৮১), মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬), খেলা রাম খেলে যা।
হুমায়ুন আহমেদ	নন্দিত নরকে, নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, দূরে কোথাও, , নিশিকাব্য, , , দারুচিনি দ্বীপ, অচিনপুর, শ্যামল ছায়া, শ্রাবণ মেঘের দিন, শঙ্খনীল কারাগার, নির্বাসন, জোছনা ও জননীর গল্প।
হুমায়ুন কবির	নদী ও নারী (১৯৪৫)।
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পোকা মাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি।
জীবনানন্দ দাশ	মাল্যদান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), জলপাইহাটি।

-: প্রবন্ধ :-

জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে যে বুদ্ধিবৃত্তিক গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি হয় তাই প্রবন্ধ। নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা-এগুলো প্রবন্ধের সমর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে প্রবন্ধের লক্ষণ ছিল। ১৮১৫ প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'কে বাংলা সাহিত্যের ১ম প্রবন্ধের মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তিতে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির হাতে এই সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে।

প্রবন্ধকার	প্রবন্ধের নাম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাহিত্য (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১), পঞ্চভূত।
প্রমথ চৌধুরী	তেল-নুন-লাকড়ী (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা (১৯২৬), নানা চর্চা (১৯৩২)।
কাজী নজরুল ইসলাম	যুগবাণী (১৯২২), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), ধূমকেতু (১৯২৭)।
জীবনানন্দ দাশ	কবিতার কথা (১৯৫৬)।
আব্দুল হাই	সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য।
ড. এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষা।
বদরুদ্দীন ওমর	সংস্কৃতি সঙ্কট, সংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।
আবদুস সাত্তার	আরণ্য সংস্কৃতি, আরণ্য জনপদে।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	শিল্পীর সাধনা।
আহমদ শরীফ	বিচিত বিচিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, যুগ-যন্ত্রণা, (বাঙালা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব), সংস্কৃতি, সংকটঃ জীবনে ও মননে, জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা।
এস ওয়াজেদ আলী	জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও পতীচ্য, ভবিষ্যতের বাঙালি।
কাজী আবদুল ওদুদ	শাশ্বত বঙ্গ, বাঙলার জাগরণ।
কাজী মোতাহার হোসেন	সঞ্চয়ন।
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানী, কালের পুতুল, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ।

-: কাব্য :-

সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম কবিতা। মানব মনের ভাব-কল্পনা, অনুভূতিরাশি যখন যথাযথ শব্দসম্ভারে সুষমামণ্ডিত ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখন তাকে কবিতা বলে।

কবি	কাব্যগ্রন্থ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), চৈতালী (১৯১২), বলাকা (১৯১৫), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষ লেখা (১৯৪১)।
কাজী নজরুল ইসলাম	অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পূবের হাওয়া, সাম্যবাদী, চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা, ঝিঙেফুল (১৯২৬), ফণিমনসা, সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), জিঞ্জির (১৯২৮), সন্ধ্যা, চক্রবাক (১৯৩০), নতুন চাঁদ(১৯৪৫), সঞ্চয়ন (১৯৫৫), মরুভাস্কর (১৯৫৭), শেষ সওগাত (১৯৫৮), ঝড় (১৯৬০)।

জসীমউদ্দীন	রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু (১৯৩৮), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫১), সকিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২), কাফনের মিছিল (১৯৮৮)।
শামসুর রাহমান	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর পরে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), ইকারুসের আকাশ (১৯৮২), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), ধ্বংসের কিনারে বসে (১৯৯২)।
জীবনানন্দ দাশ	ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহা পৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
অমিয় চক্রবর্তী	খসড়া (১৩৪৫), এক মুঠো (১৩৪৬), মাটির দেয়াল (১৩৪৯), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৩৫০), পারাপার (১৩৬০), পালাবদল (১৩৬২), ঘরে ফেরার দিন (১৩৬৮), হারানো অর্কিড (১৩৭৩), পুষ্পিত ইমেজ (১৩৭৪)।
বুদ্ধদেব বসু	মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), একদিন: চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১)।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	তন্বী (১৩৩৭), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৩৪৪), সংবর্ত (১৩৬০)।
বিষ্ণু দে	উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), সেই অন্ধকার চাই, আমার হৃদয়ে বাঁচো।
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	সাতনরী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১), সহিষ্ণু প্রতিক্ষা (১৯৮২)।
আবুল কাদির	দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭)।
আল মাহমুদ	লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালী কাবিন (১৩৭৩), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাস।
আবু হেনা মোস্তফা কামাল	আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪)।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মানচিত্র (১৯৬১), লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫), সাজঘর (১৯৯০)।
আশরাফ সিদ্দিকী	সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), কুচ বরণের কন্যে (১৯৭৭), আরশিনগর (১৯৮৪), দাড়াও পথিকবর (১৯৯০)।
আহসান হাবীব	রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশার বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাব (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল প্রবাহ (১৯০০), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪), প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)।
কামিনী রায়	আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯১)।
কায়কোবাদ	অশ্রুমালা (১৮৯৫), বিরহ বিলাপ (১৮৭০), কুসুম কানন (১৮৭৩), শিবমন্দির (১৯২১), অমিয়ধারা।
গোলাম মোস্তফা	রক্তরাগ (১৯২৪), সাহারা (১৯৩৬), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), বনি আদম।
প্রমথ চৌধুরী	সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।
প্রেমেন্দ্র মিত্র	প্রথমা (১৯৩২), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা, হরিণ চিতা চিল, কখনো মেঘ।
ফররুখ আহমেদ	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেমতায়ী (১৯৬৬), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২)।
বন্দে আলী মিয়া	ময়না মতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২)।
বিহারীলাল চক্রবর্তী	স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদা-মঙ্গল (১৮৭৯)।
মধুসূদন দত্ত	তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), বীরাঙ্গনা (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।
মানকুমারী বসু	কুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীরকুমারবধ (১৯০৪)।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), শূরসুন্দরী (১৮৬৮)।
শেখ হাবিবর রহমান	পারিজাত (১৯১২), গুলশান (১৯২৮), আবে হায়াত (১৯১৪)।
সমর সেন	কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), খোলাচিঠি (১৯৪৩)।
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯)।
সুফিয়া কামাল	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০)।
সৈয়দ আলী আহসান	অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫)।

-: মহাকাব্য :-

কোন জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত এবং বীররসের প্রাধান্য কাব্যই মহাকাব্য। জাত মহাকাব্য (Epic of Growth/ Authentic Epic) এবং সাহিত্যিক/অনুকৃত মহাকাব্য (Literary Epic/Imitative Epic)- এই দুই ধরনের মহাকাব্য রয়েছে। বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত' এবং হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' পৃথিবীতে এই ৪টি জাত মহাকাব্য রয়েছে। পক্ষান্তরে ভার্জিলের 'ইনিড', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', মধুসূদনের-'মেঘনাদবধ' এগুলো সাহিত্যিক মহাকাব্য।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত মহাকাব্য ও তার রচয়িতা :-

রচয়িতা	মহাকাব্য	প্রকাশকাল
বাল্মীকি	রামায়ণ	-
ব্যাসদেব	মহাভারত	-
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ	১৮৬১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃত্র সংহার	১৮৭৫ ও ১৯৭৭
নবীনচন্দ্র সেন	রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস	১৮৮৩,১৮৯৩,১৮৯৬
যোগীন্দ্রনাথ বসু	পৃথ্বীরাজ	১৩২২ বঙ্গাব্দ
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান	১৯০৪
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেন বিজয়	১৯১৪

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা

সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী।
আবুল মনসুর আহমেদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গ্যালিভারের সফরনামা।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, লোক রহস্য।
ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি।
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে বিদেশে।
ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন।
জসীমউদ্দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়।
ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র।
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে ও প্রবাসে।

-: বিখ্যাত চরিত্র :-

কাব্য ও কাব্যনাট্যের চরিত্র

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	কাব্যের প্রকৃতি	চরিত্র
বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	কাব্য	কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই
অনেকেই	মনসামঙ্গল	মঙ্গলকাব্য	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর
অনেকেই	চণ্ডীমঙ্গল	মঙ্গলকাব্য	কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাড়ুদত্ত, মুরারী শীল
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	অন্নদামঙ্গল	মঙ্গলকাব্য	ঈশ্বরী পাটনী, মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিত্রাঙ্গদা বিদায় অভিশাপ বিসর্জন	কাব্যনাট্য কাব্যনাট্য কাব্যনাট্য	চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন দেবযানী, কচ জয়সিংহ, অর্পণা, রঘুপতি, গোবিন্দ মাণিক্য
মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ	মহাকাব্য	মেঘনাদ, রাবণ, বীরবাহু, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ।

-: নাটক ও নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র :-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত– এর নাটকের বিখ্যাত চরিত্র	
শর্মিষ্ঠা	শর্মিষ্ঠা, যযাতি, দেবযানী, মাধব্য।
কৃষ্ণকুমারী	কৃষ্ণকুমারী, ভীম সিং, বিলাসবতী।
একেই কি বলে সভ্যতা	নবকুমার, কালীনাথ,বাবাজী, নিতম্বনী,কর্তামশাই।
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	ভক্তপ্রসাদ,বাচস্পতি,গদাধর,পুঁটি,ফাতেমা, হানিফ।

দীনবন্ধু মিত্র– এর নাটকের বিখ্যাত চরিত্র	
নীলদর্পণ	গোলক বসু, নবীন মাধব, রাইচরণ, সাবিত্রী, সরলতা, ক্ষেত্রমণি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– এর নাটকের বিখ্যাত চরিত্র	
রক্তকরবী	নন্দিনী, রঞ্জন।
ডাকঘর	অমল, সুধা, মাধব দত্ত, ঠাকুরদা।

মুনীর চৌধুরী– এর নাটকের বিখ্যাত চরিত্র	
রক্তাক্ত প্রান্তর	ইব্রাহীম কার্দি, জোহরা, হিরণবালা, জরিনা।
কবর	নেতা, মুর্দা ফকির, ছায়ামূর্তি, লাশ।

-: উপন্যাস ও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র :-

প্যারীচাঁদ মিত্র– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
আলালের ঘরের দুলাল	মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
দুর্গেশনন্দিনী	আয়েশা, তিলোত্তমা
বিষবৃক্ষ	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ, হীরা, সূর্যমুখী
কৃষ্ণকান্তের উইল	ভ্রমর, রোহিনী, হরলাল, গোবিন্দলাল,কৃষ্ণকান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
চোখের বালি	বিনোদিনী, আশালতা, মহেন্দ্র।
শেষের কবিতা	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল, কেতকী।
চতুরঙ্গ	শচীশ, শ্রী বিলাস, দামিনী, জ্যাঠামশাই।
যোগাযোগ	মধুসূদন, কুমুদিনী।
গোরা	গোরা, সুচরিতা, ললিতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
শ্রীকান্ত	শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা।
গৃহদাহ	দিদি, অভয়
পল্লী সমাজ	মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল।
দেনা পাওনা	রমা, রমেশ
দত্তা	ষোড়শী, নির্মল।
চরিত্রহীন	বিলাশ, বিজয়, নরেণ। সতীশ, কিরণময়ী, দিবাকর, সাবিত্রী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
কবি	ঠাকুর ঝি, নিতাই।
ধাত্রীদেবতা	শিবনাথ, গৌরী।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
ক্যানভাসার	হীরালাল, কাত্যায়নী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
পদ্মা নদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, হোসেন মিঞা।
পুতুল নাচের ইতিকথা	কুসুম, শশী ডাক্তার, সেনদিদি, গোপাল।

জহির রায়হান– এর উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র	
হাজার বছর ধরে	মকবুল, টুনি, মন্তু, আম্বিয়া।

-: গল্প ও গল্পের প্রধান প্রধান চরিত্র :-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– এর গল্পের বিখ্যাত চরিত্র	
হৈমন্তী	হৈমন্তী, অপু, গৌরীশঙ্কর।
	ফটিক

কাবুলিওয়ালা	মিনি, রহমত
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	রাইচরণ
পোস্টমাস্টার	রতন
সমাপ্তি	মৃন্ময়ী
শাস্তি	চন্দরা, দুখিরাম, ছিদাম।
পয়লা নম্বর	অনিলা
ল্যাবরেটরী	সোহিনী, নন্দকিশোর।
মধ্যবর্তিনী	হরসুন্দরী, শৈলবালা।
একরাত্রি	সুরবালা
অতিথি	তারাপদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– এর গল্পের বিখ্যাত চরিত্র	
মহেশ	গফুর, আমিনা।
অরক্ষণীয়া	জ্ঞানদা, দুর্গামণি।
মেজদিদি	হরিলক্ষ্মী
বড়দিদি	মাধবী, সুরেণ।
রামের সুমতি	রাম, নারায়ণী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়– এর গল্পের বিখ্যাত চরিত্র	
প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পেহলাদ, পাঁচী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়– এর গল্পের বিখ্যাত চরিত্র	
তারিণী মাঝি	সখী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ– এর গল্পের বিখ্যাত চরিত্র	
নয়ন চারা	আমু

-: কয়েকটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ :-

রচয়িতা	গ্রন্থ
ড. দীনেশ সেন	'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬-১ম ইতিহাসগ্রন্থ)
ড. মুহঃ শহীদুল্লাহ	বাংলা সাহিত্যের কথা
(আব্দুল হাই + সৈয়দ আলী আহসান)	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা
ড. সুকুমার সেন	১. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ২.বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
ওয়াকিল আহমেদ	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
ড. সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়	The Origin and Development of Bengali Language (ODBL)

-: আলোচিত পঙ্‌ক্তি ও তার স্রষ্টা :-

❖ সই, কেমনে ধরিব হিয়া? আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া –চণ্ডীদাস	❖ শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। –চণ্ডীদাস	❖ হে সখি হামারি দুখের নাহি ওর, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর। – বিদ্যাপতি
❖ রূপলাগি আঁখি ঝুরে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। – জ্ঞানদাস	❖ সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। – জ্ঞানদাস	❖ অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। – মুকুন্দরাম
❖ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। ❖ নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায় কি? – ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার	❖ মুলুক ফতেহবাদ গৌড়েতে প্রধান তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান। – আলাওল	❖ আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে। – গগন হরকরা
❖ কত রূপ স্নেহ করি, বিদেশের কুকুর ধরি, দেশের ঠাকুর ফেলিয়া। – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	❖ আপনারে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	❖ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে। – রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
❖ যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি ❖ কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? ❖ কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ। – কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	❖ কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর। – শেখ ফজলল করিম	❖ সুন্দর হে, দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন। – শেখ ফজলল করিম
❖ যে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি। –আবদুল হাকিম	❖ ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	❖ পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল। – মদনমোহন তর্কালঙ্কার
❖ লোকে বলে বলেরে	❖ খাঁচার ভিতর অচিন পাখি	❖ মোদের গরব মোদের আশা

ঘর বাড়ি ভালা নাই আমার কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার – হাসন রাজা	কেমনে আসে যায়। – লালন শাহ	আ মরি বাংলা ভাষা। --অতুল প্রসাদ সেন।
❖ গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে- ❖ আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম- ❖ বন্দে মায়া লাগাইছে- ❖ কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া- ❖ বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে- – শাহ আব্দুল করিম	❖ ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই। মাগো আমার শ্লোক বলার কাজলা দিদি কই। – যতীন্দ্রমোহন বাগচী (কাজলা দিদি)। ❖ বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই কুঁড়ে ঘরে থাকি করি শিল্পের বড়াই- – রজনীকান্ত সেন (স্বাধীনতার সুখ)।	❖ নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? – রামনিধি গুপ্ত। ❖ বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। – সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ❖ 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়। ❖ নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে। ওগো আজকে তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। ❖ মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই। ❖ ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। ❖ বেলা যে পড়ে এল, জল কে চল। ❖ কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।	– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ❖ সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি। ❖ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। ❖ যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না। ❖ মরণ রে তুঁহু শ্যামসমান। ❖ আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর। ❖ সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা। ❖ গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।	– কাজী নজরুল ইসলাম – ❖ হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান। ❖ গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান। ❖ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক নর। ❖ মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।
❖ কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা। ❖ কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কুকুরে কামড়ানো মানুষে শোভা পায়। – সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	❖ করিতে পারি না কাজ সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে ❖ সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। – কামিনী রায়।	❖ তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? ❖ পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ। – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
❖ আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ। – বন্দে আলী মিয়া	❖ জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে। – সুফিয়া কামাল।	❖ সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। – প্রমথ চৌধুরী
❖ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার-চাঁদ যেন ঝলসান রুটি। ❖ এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। ❖ এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান – সুকান্ত ভট্টাচার্য	❖ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর। ❖ হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি এই-পৃথিবীর পথে। ❖ আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়- ❖ অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে তারা। – জীবনানন্দ দাশ	❖ জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। – স্বামী বিবেকানন্দ। ❖ বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না দূরেও ঠেলিয়া দেয়। – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ❖ ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত। – সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
❖ ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে তোর মানচিত্র খাব। – রফিক আজাদ।	❖ কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি। – মাহবুব উল আলম চৌধুরী	❖ জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরনো শকুন। – রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
❖ জনতার সংগ্রাম চলবেই-	❖ আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি-	❖ রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,

www.facebook.com/tanbircox

-সিকান্দার আবু জাফর।	❖ মা গো ওরা বলে- – আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? – মাইকেল মধুসূদন দত্ত

-: কয়েকটি বিখ্যাত সম্পাদনা :-

সম্পাদনা গ্রন্থ	সম্পাদক
১. একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩-একুশের ১ম সাহিত্য সংকলন)	হাসান হাফিজুর রহমান
২. বাংলাপিডিয়া	সিরাজুল ইসলাম
৩. আকাল	সুকান্ত ভট্টাচার্য
৪. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
৫. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	ড. আহমদ শরীফ
৬. বাংলা একাডেমী ইংরেজি-বাংলা অভিধান	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
৭. বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৮. বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানান অভিধান	জামিল চৌধুরী
৯. সমার্থক শব্দ অভিধান	অশোক মুখোপাধ্যায়

-: বাংলা সাহিত্যে প্রথম:-

❖ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক ১ম গ্রন্থ: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন)।

❖ ১ম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ: A Grammar of the Bengali Language-1778 (N B হেলহেড)।

❖ বাঙালি কর্তৃক বাংলায় লিখিত ১ম ব্যাকরণ গ্রন্থ: **'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'**- রামমোহন রায়-১৮৩৩।

❖ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ: **'নীলদর্পণ'**– দীনবন্ধু মিত্র-১৮৬০।

❖ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ১ম কাব্য: **'পদ্মিনি উপাখ্যান'**– রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

❖ মধ্যযুগের ১ম বাংলা সাহিত্যের ২য় নিদর্শন: **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'**– বড়ু চণ্ডীদাস।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক মহাকাব্য: **'মেঘনাদবধ কাব্য'**– মাইকেল-১৮৬১।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম নাটক: **'ভদ্রার্জুন'**- তারাচরণ শিকদার– ১৮৫২।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক নাটক: **'শর্মিষ্ঠা'**- মাইকেল– ১৮৫৮।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম ট্র্যাজেডি নাটক: **'কীর্তিবিলাস'**-যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত-১৮৫২।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক: **'কৃষ্ণকুমারী'**- মাইকেল মধুসূদন দত্ত-১৮৫৮।

❖ বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক প্রহসন: মাইকেল মধুসুধন দত্তের **'একেই কি বলে সভ্যতা'** ও **'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'**।

❖ ১ম মুসলিম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন রচিত ১ম নাটক- **'বসন্তকুমারী'**-১৮৭৩।

❖ বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত ১ম নাটক: **'কাঠ ঠোকরা'**- বুদ্ধদেব বসু।

❖ বাংলাদেশ টেলিভীশন থেকে প্রচারিত ১ম নাটক: **একতলা দোতলা**- মুনীর চৌধুরী।

❖ একুশের ১ম কবিতা: **'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'**- মাহবুব উল আলম চৌধুরী।

❖ একুশের ১ম উপন্যাস: **'আরেক ফাল্গুন'**-জহির রায়হান।

❖ বাংলায় প্রকাশিত ১ম পত্রিকা: **'দিকদর্শন'**-১৮১৮(জন ক্লার্ক ম্যাশম্যান)।

❖ ১ম দৈনিক পত্রিকা: **'সংবাদ প্রভাকর'** (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১ম প্রকাশ সাপ্তাহিক হিসেবে-১৮৩১ সালে এবং দৈনিক হিসেবে-১৮৩৯ সালে)।

❖ ঢাকার ১ম বাংলা সংবাদপত্র: **'ঢাকা প্রকাশ'** (১৮৬১)।

-: সাহিত্যকর্ম রচনায় প্রথম :-

বিষয়	সাহিত্যিক	সাহিত্যকর্ম
১. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি	লুই পা	১ নং চর্যা
২. বাংলা সাহিত্যের ১ম মহিলা কবি (অস্বীকৃত)	কুক্কুরী পা	২,২০,৪৮ নং চর্যা
৩. বাংলা সাহিত্যের ১ম মহিলা কবি (স্বীকৃত)	চন্দ্রবতী	রামায়ণের অনুবাদ
৪. বাংলা সাহিত্যের ১ম বাঙালি কবি	শবর পা	২৮,৫০ নং চর্যা
৫. বাংলা সাহিত্যের ১ম বাঙালি দাবীকারি কবি	ভুসুকু পা	৪৯ নং চর্যায়
৬. বাংলা সাহিত্যের ১ম মুসলমান কবি	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জুলেখা
৭. বাংলা সাহিত্যের ১ম মুসলমান মহিলা কবি	মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা	-
৮. বাংলা সাহিত্যের ১ম গীতিকবি	বিহারীলাল চক্রবর্তী	বঙ্গসুন্দরী
৮. বাংলা সাহিত্যের ১ম নাট্যকার	তারাচরণ শিকদার	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
৯. বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক নাট্যকার	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮)

১১. বাংলা সাহিত্যের ১ম ট্র্যাজেডিকার	যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)
১২. বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক ট্র্যাজেডিকার	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী (১৮৫৮)
১৩. বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক প্রহসনকার	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'
১৪. ১ম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
১৫. বাংলা সাহিত্যের ১ম ও সার্থক সনেটকার	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	বঙ্গভাষা
১৬. বাংলা সাহিত্যের ১ম ঔপন্যাসিক	প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল
১৭. বাংলা সাহিত্যের ১ম সার্থক ঔপন্যাসিক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
১৮. প্রথম রোমান্টিক ঔপন্যাসিক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)
১৯. বাংলা সাহিত্যের ১ম মহিলা ঔপন্যাসিক	স্বর্ণকুমারী দেবী	দীপ নির্বাণ (১৮৭৬)
২০. প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহারকারী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	-
২১. প্রথম চলিত রীতির ব্যবহারকারী	প্রমথ চৌধুরী	-
২২. বাংলায় কুরান শরীফের প্রথম অনুবাদকারী	ভাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ	-

-: সাহিত্যকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :-

সাহিত্যকর্ম	ধরন	রচয়িতা	সংশ্লিষ্ট বিষয়
গীতাঞ্জলি	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এর অনুবাদ **'Song Offerings'** এর জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাপ্তি।
শেষ লেখা	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নিজে নামকরণ করে যেতে পারেন নি।
ভানুসিংহের পদাবলী	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চ্যাস্টারটনের গল্প শুনে রচিত।
বিষের বাঁশি, ফণীমনসা, ভাঙার গান, রুদ্র মঙ্গল, চন্দ্রবিন্দু (সঙ্গীত), যুগবাণী (প্রবন্ধ)	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	গ্রন্থগুলো ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়।
বিদ্রোহী	কবিতা	নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।
প্রলয় শিখা	কাব্যগ্রন্থ	নজরুল ইসলাম	রচনার জন্য ছয় মাসের কারারুদ্ধ হন।
আনন্দময়ীর আগমনে, বিদ্রোহীর কৈফিয়ত, ম্যায় ভূখা হু	কবিতা	নজরুল ইসলাম	রচনার জন্য কারারুদ্ধ হন।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	জবানী	নজরুল ইসলাম	আদালতে প্রদত্ত হয়।
ধূমকেতু	পত্রিকা	নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।
পথের দাবী	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	তৎকালীন রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়।
অনল প্রবাহ	কাব্যগ্রন্থ	ইসমাইল হো: সিরাজী	ব্রিটিশ স: কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও কারারুদ্ধ
ক, দ্বি-খণ্ডিত	উপন্যাস	তসলিমা নাসরিন	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।
তিলোত্তমাসম্ভব	কাব্য	মাইকেল	অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ।
নকশী কাঁথার মাঠ	কাব্য	জসিমউদ্‌দীন	**'Field of the Emboirdary Quielt'** নামে EM Milford কর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদ।
লালসালু	উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	**'Tree without Roots'** নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়।
'নীল-দর্পণ' (এই নাটক দেখতে এসে বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুড়েছিলেন)	নাটক	দীনবন্ধু মিত্র	**'ইন্ডিগো প্লান্টিং মিরর'** নামে এবং **'A Native'** ছদ্মনামে মাইকেল কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়।
ভ্রান্তিবিলাস	অনুবাদ	বিদ্যাসাগর	শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে রচিত।
গৃহদাহ	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	টমাস হার্ডিও 'A Pair of Blue Eyes' অবলম্বনে রচিত।
বনলতা সেন	কবিতা	জীবনানন্দ দাশ	এলান পো-এর 'টু হেলেন' কবিতা অবলম্বনে

			রচিত।
নারীর মূল্য	প্রবন্ধ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'অনীলা দেবী' ছদ্মনামে প্রকাশিত।

-: কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় :-

গ্রন্থের নাম	ধরন	রচয়িতা	উপজীব্য বিষয়
রক্তাক্ত প্রান্তর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৭৬১-র পানি পথের ৩য় যুদ্ধ।
মহাশ্মাশান	মহাকাব্য	কায়কোবাদ	১৭৬১-র পানি পথের ৩য় যুদ্ধ।
গোরা	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ।
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
বাহান্নোর জবানবন্দী	–	এম আর আক্তার মুকুল	ঐ
আরেক ফাল্গুন	উপন্যাস	জহির রায়হান	ঐ
চিলে কোঠার সেপাই	উপন্যাস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।
আগুনের পরশমণি	উপন্যাস	হুমায়ুন আহমেদ	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
আমি বিজয় দেখেছি		এম আর আক্তার মুকুল	ঐ
আমি বীরাঙ্গনা বলছি		নীলিমা ইব্রাহীম	ঐ
একাত্তরের ডায়েরি	ডায়েরি	সুফিয়া কামাল	ঐ
একাত্তরের দিনগুলি		জাহানারা ইমাম	ঐ
একাত্তরের যীশু		শাহরিয়ার কবির	ঐ
একাত্তরের বর্ণমালা		এম আর আক্তার মুকুল	ঐ
জন্ম যদি তব বঙ্গে	উপন্যাস	শওকত ওসমান	ঐ
জাহান্নাম হইতে বিদায়	উপন্যাস	শওকত ওসমান	ঐ
নিষিদ্ধ লোবান	উপন্যাস	সৈয়দ শামসুল হক	ঐ
নির্বাসন		হুমায়ুন আহমেদ	ঐ
দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ		মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং	ঐ

-: কয়েকটি বিখ্যাত উৎসর্গিত গ্রন্থ :-

গ্রন্থ	ধরন	রচয়িতা	যাকে উৎসর্গ
বসন্ত	নাটক	রবীন্দ্রনাথ	নজরুল ইসলামকে।
সঞ্চিতা	কাব্যগ্রন্থ	নজরুল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
কালের যাত্রা	নাটক	রবীন্দ্রনাথ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
তাসের ঘর	নাটক	রবীন্দ্রনাথ	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে
চার অধ্যায়	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ	কারাগারের বন্দীদের।
ছায়ানট	কাব্যগ্রন্থ	নজরুল	মুজাফফর আহম্মেদকে।
অগ্নিবীণা	কাব্যগ্রন্থ	নজরুল	স্বদেশী নেতা বারীন ঘোষকে

-: নামের সাদৃশ্য :-

জননী (উপন্যাস)	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জননী (উপন্যাস)	শওকত ওসমান
জননী (উপন্যাস)	আনিসুল হক

পদ্মাবতী (কাব্য)	আলাওল
পদ্মাবতী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পদ্মাবতী (সমালোচনা)	সৈয়দ আলী আহসান

দেনা পাওনা (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দেনা পাওনা (ছোটগল্প)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কৃষ্ণকুমারী (নাটক)	মীর মশাররফ হোসেন

অভিযাত্রিক (কবিতা)	সুফিয়া কামাল
অভিযাত্রিক(উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যে নীলিমা(উপন্যাস)	আহসান হাবীব
অরণ্যে গোধূলী (কাব্য)	বন্দে আলী মিয়া

মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
জীবন ক্ষুধা (উপন্যাস)	আবুল মনসুর আহমেদ

মানচিত্র (কাব্যগ্রন্থ)	আলাউদ্দিন আল আজাদ
মানচিত্র (নাটক)	আনিস চৌধুরী

মরু-ভাস্কর (কবিতা)	কাজী নজরুল ইসলাম
মরু ভাস্কর (জবিনী)	ওয়াজেদ আলী

নীল-দর্পণ (নাটক)	দীনবন্ধু মিত্র
নীল-দংশন (উপন্যাস)	সৈয়দ শামসুল হক

সঞ্চিতা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম
সঞ্চয়িতা (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চয়ন (গবেষণা গ্রন্থ)	কাজী মোতাহার হোসেন

সাম্য (প্রবন্ধ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাম্যবাদী (কবিতা)	কাজী নজরুল ইসলাম
সাম্যবাদী (পত্রিকা)	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য(প্রবন্ধ)	আহমদ শরীফ
আত্মঘাতী বাঙালী (প্রবন্ধ)	নীরদচন্দ্র চৌধুরী
ভবিষ্যতের বাঙালী (প্রবন্ধ)	এস ওয়াজেদ আলী
বাঙালীর ইতিহাস (প্রবন্ধ)	ড. নীহাররঞ্জন রায়

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির কথা	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির সংকট	বদরুদ্দিন উমর

ভাষা ও সাহিত্য	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ভাষা ও সাহিত্য	ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	ড. দীনেশচন্দ্র সেন

ভাষার ইতিবৃত্ত	সুকুমার সেন
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও ও সৈয়দ আলী আহসান

রত্নাবতী (উপন্যাস)	মীর মশাররফ হোসেন
রত্নদীপ (উপন্যাস)	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রত্নাবলী (নাটক)	রামনারায়ণ তর্করত্ন

একাত্তরের বিজয়গাথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন

-:কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যু ও জন্মস্থান:-

সাহিত্যিক	জন্ম-মৃত্যু	জন্মস্থান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১ (১২৬৮-১৩৪৮)	কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। (৭মে-৭আগস্ট);(২৫শে বৈশাখ-২২শে শ্রাবণ)
কাজী নজরুল ইসলাম	১৮৯৯-১৯৭৬ ১৩০৬-১৩৮৩	পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। (২৫ মে-২৯ আগস্ট) ; (১১ জ্যৈষ্ঠ-১২ ভাদ্র)।
জসিমউদ্দীন	১৯০৩-১৯৭৬	ফরিদপুরের তাম্বুলখানায়।
আব্দুল হাকিম	১৬২০-১৬৯০	সন্দীপের সুধারামে।
আলাওল	১৬০৭ (আনু)-১৬৮০	চট্টগ্রামের হাটহাজারির জোবরা গ্রাম (মতান্তরে ফরিদপুরের ফতোয়াবাদ পরগনায়।
মীর মশাররফ	১৮৪৭-১৯১২	কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া গ্রামে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৮৮৫-১৯৬৯	
ড. হুমায়ুন আজাদ	১৯৪৭-২০০৪	বিক্রমপুরের রাড়িখাল।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৯৪৩-১৯৯৭	গাইবান্ধার গোহাটি গ্রামে (মাতুলালয়ে)।
আনোয়ার পাশা	১৯২৮-১৯৭১ (১৪ ডি.)	মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ডবকাই গ্রামে।
সেলিম আল দীন	১৯৪৮-২০০৮	ফেনি সোনাগাজির সেনেরখিল।
আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৪৩-২০০৮	জামালপুর সদরের আমলা পাড়ায়
ফয়েজ আহমেদ	১৯৩২-২০১২	বিক্রমপুরের বাসাইলভোগ।
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	১৯৩৪-২০01	বরিশালের গির্জামহল্লায়।
আবু জাফর শামসুদ্দীন	১৯১১-১৯৮৮	গাজীপুর জেলার দক্ষিণবাগে।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৯৩২-২০০৯	নরসিংদীর রামনগর গ্রামে।
আহমদ শরীফ	১৯২১-১৯৯৯	চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী।

-: ছন্দ স্পেশাল :-

◈ বাংলা ছন্দ প্রধানত কত প্রকার ও কি কি ?–তিন প্রকার। যথা : স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।

◈ 'চর্যাপদ'– মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

◈ সনেটের প্রবর্তক কে ?–ইতালীয় কবি পেত্রার্ক।

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কে রচনা করেন?– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

◈ ছন্দের যাদুকর কাকে বলা হয়?– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

◈ স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রর্বতক কে করেন?– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

◈ ছান্দসিক কবি কাকে বলা হয়? – কবি আব্দুল কাদিরকে।

◈ পয়ার ছন্দে থাকে না?– অন্ত্যমিল।

◈ ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলা হয়?– মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে।

◈ লৌকিক ছন্দ কাকে বলে?–স্বরবৃত্ত ছন্দকে।

◈ তানপ্রধান ছন্দ কাকে বলে?– অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে।

◈ মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?– কাজী নজরুল ইসলাম।

◈ সমিল মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

◈ গদ্য ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

❑ **অলঙ্কার:** কাব্যের শরীরকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে তোলার জন্য শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপের আশ্রয়ে যে পদ-বিন্যাস ব্যবহৃত হয় তাকে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার ২ ধরনের। যথা:

১. শব্দালঙ্কার: ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে গঠিত- অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস।

২. অর্থালঙ্কার: অর্থরূপে আশ্রয়ে গঠিত- উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসক্তি, চিত্রকল্প, প্রতীক ইত্যাদি।

-: বিখ্যাত পত্রিকা ও সম্পাদকের নাম :-

নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাস্টস হিকি	১৭৮০
দিগদর্শন	জে.সি. মার্শম্যান	এপ্রিল,১৮১৮
সমাচার দর্পন	জে.সি. মার্শম্যান	মে, ১৮১৮
বাঙ্গাল গেজেট	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	১৮১৮
সম্বাদ কৌমুদী	রাজা রামমোহন রায়	১৮১৮
ব্রাহ্মণ	রাজা রামমোহন রায়	১৮২১
সমাচার চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২২
বঙ্গদূত	নীলমনি হালদার	১৮২৯

সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
সমাচার সভারাজেন্দ্র	শেখ আলীমুল্লাহ	১৮৩১
সংবাদ রত্নাবলী	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩২
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয় দত্ত	১৮৪৩
সংবাদ সাধু রঞ্জন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৪৮
মাসিক পত্রিকা	প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার	১৮৫৪
সাপ্তাহিক বার্তাবহ	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়	১৮৫৬
সোমপ্রকাশ	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়	১৮৫৮
ঢাকা প্রকাশ	কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার	১৮৬১
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সাহিত্য	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৮৯০
সাধনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯১
গুলিস্তা	এম. ওয়াজেদ আলী	১৮৯৫
পূর্ণিমা	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৮৯৫
মাসিক ভারতী	স্বর্ণকুমারী দেবী	-
প্রবাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৯০১
দৈনিক খাদেম	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯১০
সাপ্তাহিক মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯১০
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
শওগাত	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	১৯১৮
মোসলেম ভারত	মোজাম্মেল হক	১৯২০
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
কল্লোল	দীনেশরঞ্জন দাস	১৯২৩
লাঙ্গল	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২৫
কালিকলম	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯২৬
শিখা	আবুল হোসেন	১৯২৭
দৈনিক আজাদ	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯৩৫
দৈনিক নবযুগ	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৪১
অঙ্কুর	ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	-
সাহিত্যপত্র	বিষ্ণু দে	১৯৪৮
বেগম	নুরজাহান বেগম	১৯৪৯
সংলাপ	আবুল হোসেন	-
সমকাল	সিকান্দর আবু জাফর	১৯৫৪
সাহিত্য পত্রিকা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
উত্তরাধিকারী	বাংলা একাডেমী	
কণ্ঠস্বর	আবদুল্লাহ আবু সাঈদ	১৯৬৫

: সাহিত্যিকদের উপাধি/ছদ্মনাম :

কবি / সাহিত্যিক	উপাধি	ছদ্মনাম
অনন্ত বড়ু	-	বড়ু চণ্ডীদাস
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	-	নীহারিকা দেবী
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	
আলাওল	মহাকবি	
আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
ঈশ্বর গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	
কাজেম আল কোরায়েশী		কায়কোবাদ
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি	ধুমকেতু, ব্যাঙাচি
কালিকানন্দ		অবধূত
কালি প্রসন্ন সিংহ	-	হুতোম পেঁচা
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ	
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	-	জরাসন্ধ
জসীম উদ্দীন	পল্লীকবি	তুজম্মর আলী
জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, ধুসর পাণ্ডুলিপি'র কবি, প্রকৃতির কবি	
ডঃ মনিরুজ্জামান	-	হায়াৎ মামুদ
ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষা বিজ্ঞানী	
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	-	সুনন্দ
নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন	
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	-	বানভট্ট
নূরন্নেসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী, বিদ্যাবিনোদিনী	
প্যারীচাঁদ মিত্র	-	টেকচাঁদ ঠাকুর
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	-	বনফুল
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		যাযাবর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট	
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	
বিমল ঘোষ	-	মৌমাছি
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি	
বিদ্যাপতি	পদাবলীর কবি	
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	
প্রমথ চৌধুরী	-	বীরবল
ভারতচন্দ্র	রায়গুনাকর	
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	এ নেটিভ, টিমোথি পেনপোয়েম
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	
মুকুন্দরাম	কবিকঙ্কন	
মুকুন্দ দাস	চারণ কবি	
মীর মশাররফ হোসেন	-	গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক
মধুসূদন মজুমদার	-	দৃষ্টিহীন
মোহিত লাল মজুমদার	-	সত্য সুন্দর দাস
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	
যতীন্দ্রনাথ বাগচী	দুঃখবাদের কবি	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, নাইট	ভানুসিংহ

রাজশেখর বসু	-	পরশুরাম
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনীলা দেবী
শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	মজলুম আদিব
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্য বিশারদ, কাব্যরত্নাকর	
শেখ আজিজুর রহমান	-	শওকত ওসমান
শ্রীকর নন্দী	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	
সমর সেন	নাগরিক কবি	
সমরেশ বসু	-	কালকূট
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর	
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	-	নীল লোহিত
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি	
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিকের কবি	
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি, অনল প্রবাহের কবি	
হেমচন্দ্র	বাংলার মিল্টন	

বিবিধ........

☑ ২০১৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- ফ্রান্সের প্যাত্রিক মোদিয়ানো।

☑ ভাষা ও সাহিত্য' ক্ষেত্রে 'একুশে পদক'-২০১৪ লাভ করেন- আবদুশ শাকুর, বেলাল চৌধুরী, বিপ্রদাশ বড়ুয়া।

☑ বাংলা একাডেমি পুরস্কার-২০১৩ লাভ করে- হেলাল হাফিজ (কবিতা); পূরবী বসু (কথা সাহিত্য)।

☑ ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন?- আরাকান রাজসভা।

☑ আলাওল কাব্যসাধনা চালিয়েছিলেন- মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায়, আরাকান রাজসভায়।

☑ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সভাকবি ছিলেন- শাহ মুহাম্মদ সগীর।

☑ বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে- অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে।

☑ 'সদুক্তি কর্ণামৃত' কোন আমলের কাব্য সংকলন?- সেন আমলের।

☑ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পদ সংখ্যা- ৪১৩ টি। খণ্ড ১৩ টি।

☑ ভাওয়াইয়া গানের সংগ্রাহক- স্যার জর্জ গিয়ার্সন।

☑ 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' রচনা করেন- গিরিশচন্দ্র সেন।

☑ উপন্যাস লেখেন নি- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

☑ 'যাযাবর' উপন্যাসের রচয়িতা- প্রবোধকুমার সান্যাল।

☑ 'ফেরারী সূর্য' কার রচনা- রাবেয়া খাতুন।

☑ 'গিনিপিগ' নাটকের রচয়িতা- মামুনুর রশীদ।

☑ 'আলোকলতা' কার নাটক?- আবুল ফজল।

☑ 'নয়া খান্দান' নাটকের রচয়িতা- নুরুল মোমেন।

☑ 'দেশপ্রেমিক' ও 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন- শহীদুল্লাহ কায়সার।

☑ 'জয়গুন' কোন উপন্যাসের চরিত্র?- সূর্যদীঘল বাড়ি।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি- চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

☑ 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৫ সালে।

☑ ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়- এশিয়াটিক সোসাইটি-১৯৫৩।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন-১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। পান ১৯১৫ সালে।

☑ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি- ৪ খণ্ডের।

☑ 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

☑ কবি আলাওলের জন্মস্থান- চট্টগ্রামের জোবরা, মতান্তরে ফতেহবাদ ফরিদপুর।

☑ 'একাত্তরের চিঠি' কি?- মুক্তিযোদ্ধাদের পত্রসংকলন।

☑ 'ইয়ংবেঙ্গল'- ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক সম্প্রদায়।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প- ক্ষুধিত পাষাণ।

☑ শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন?- ক্রীতদাসের হাসি।

☑ প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকা- সংবাদ প্রভাকর-১৮৩৯ (সাপ্তাহিক হিসেবে ১৮৩১)।

☑ বঙ্কিমচন্দ্র কাকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' বলেছেন?- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

☑ 'এক পথ দুই বাঁক' কার উপন্যাস?- নীলিমা ইব্রাহীম।

☑ 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসটির রচয়িতা- রশীদ করিম।

☑ 'সমাপ্তি' গল্পের নায়িকার নাম- মৃন্ময়ী।

☑ নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' নাটকের প্রেক্ষাপট- পঞ্চাশের মন্বন্তর।

☑ ১৪২১ সালে পালিত হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৩ তম জন্মজয়ন্তী।

☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ- 'কবি-কাহিনী'-১৮৭৮।

☑ 'ছিন্নপত্রের' অধিকংশ চিঠি লেখা- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।

☑ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পের নাম কি?- ভিখারিণী (১৮৭৪)।

☑ 'ছিন্নপত্রের' অধিকংশ চিঠি লেখা- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে।

☑ 'বিশ্বকবি' বিশেষণটি প্রথম ব্যবহার করেন- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন- ২ বার (১৮৯৮, ১৯২৬)।

☑ 'আমার সোনার বাংলা' গানটির ইংরেজি অনুবাদক- সৈয়দ আলী আহসান।

☑ রবীন্দ্রনাথ জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রচনা করেন- 'বাসন্তিকা' গীতিকাটি। (এই কথাটি মনে রেখ ১ম লাইন)

☑ "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"- একথা বলেছেন কোন প্রবন্ধে?- 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

☑ নজরুলের অভিনিত একমাত্র চলচ্চিত্র- ধ্রুব (নারদের ভূমিকায়)।

☑ আমাদের দেশের রণ সঙ্গীত (চল চল চল)- এর রচয়িতা নজরুল ইসলাম এটি 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত; প্রথম প্রকাশিত হয় 'শিখা' পত্রিকায় (১৯২৮)। এবং লাইন সংখ্যা- ২১।

☑ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধী লাভ করেন- ১৯৩৬ সালে।

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্সফোর্ড থেকে ডিলিট উপাধী লাভ করেন- ১৯৪০ সালে।

☑ নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধী লাভ করেন- ১৯৭৪ সালে। একুশে পদক-১৯৭৬।

☑ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'-- গানটির রচয়িতা- আবদুল গাফফার চৌধুরী; প্রথম সুরকার কে- আব্দুল লতিফ; বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।

-:বিসিএস প্রিলিমিনারি Question Bank (35-24):-

৩৫ তম বিসিএস

১. "পুরষ্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার" ।– বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহার-----দুটোই অশুদ্ধ ।

২. শুদ্ধ বানান---মনীষী ।

৩. শুদ্ধ বাক্য---দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয় ।

৪. 'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা--- ভোগ্যপণ্য ।

৫. 'জল' শব্দের সমার্থক নয়---উদক ।

৬. কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থক নয়---হৃষ্ট-পুষ্ট ।

৭. 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ--- পরশু ।

৮. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা--- ৭টি ।

৯. বংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না যে উপায়ে--- লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা ।

১০. 'লবণ' শব্দের বিশেষণ--- লাবণ্য ।

১১. বাক্যের বৈশিষ্ট্য নয়---আসক্তি ।

১২. প্রত্যয় সাধিত শব্দ---প্রলয় ।

১৩. 'দৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ ----- দ্বীপ + আয়ন ।

১৪. 'জজ সাহেব'---- কর্মধারয় সমাস ।

১৫. ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়---- প্রাতিপাদিক ।

১৬. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া যায় কোন কবির?---- কাহ্নপা ।

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন ----- দোহাকোষ ।

১৮. "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে"- অর্থ কি?---- ঠোঁটের পরশে পান লাল হল ।

১৯. 'হপ্ত পয়কর' কার রচনা?---- সৈয়দ আলাওল ।

২০.'মঙ্গলকাব্যর কবি নন কে?---- দাশু রায় ।

২১. 'সমাচার দর্পন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন---- জন ক্লার্ক মাশম্যান ।

২২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগরের আত্মজীবনী?--- আত্মরচিত ।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি ছিল?– খুলনার দক্ষিণ ডিহি

২৪. 'তেল নুন লাকড়ি' কার গ্রন্থ?--- প্রমথ চৌধুরী ।

২৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি?-- কৃষ্ণকুমারী ।

২৬. 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?---- রোমান্সমূলক উপন্যাস ।

২৭. রবীন্দ্ররচনার অন্তর্গত নয়- "অগ্নিগ্রাসী বিশ্বগ্রাসি জাতক আবার আত্মদান"

২৮. দ্রোপদী কে?--- মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী ।

২৯. 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পটি কার লেখা?--- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ।

৩০. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?--- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

৩১. "প্রাণের বান্ধব রে বুড়িয়া হইলাম তোর কারণে"-গানটির গীতিকার কে?--- শেখ ওয়াহিদ ।

৩২. 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?--- তারেক মাসুদ ।

৩৩. 'হুলিয়া' কবিতা কার রচনা?--- নির্মলেন্দু গুণ ।

৩৪. কোন সাহিত্যিক আততায়ীর হাতে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন?---- সোমেন চন্দ্র ।

৩৫. কোন উপন্যাসে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?--- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' ।

৩৪ তম বিসিএস

◈ 'চর্যাপদ' কতো সালে আবিষ্কৃত হয়?– ১৯০৭ ।

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ– ৬৫০-১২০০ ।

◈ মধ্যযুগের কবি নন– জয়নন্দি ।

◈ বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ– ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত ।

◈ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন– উইলিয়াম কেরি ।

◈ মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি?– বেতাল পঞ্চবিংশতি

◈ 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকটি কার লেখা?– রামনারায়ণ তর্করত্ন ।

◈ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি কার লেখা?– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

◈ সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?– পঞ্চতন্ত্র ।

◈ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?– অক্ষয়কুমার দত্ত ।

◈ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি?– কবর ।

◈ 'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

◈ কোন কাব্যটি পল্লী কবি জসীমউদ্দীন রচিত?– রাখালী ।

◈ 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'--কার কবিতা?–শামসুর রাহমান ।

◈ 'দেয়াল' রচনাটি কার?– হুমায়ুন আহমেদ ।

◈ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?– হাঙর নদী গ্রেনেড ।

◈ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'--এ গানের প্রথম সুরকার কে?– আব্দুল লতিফ ।

◈ ১৯৮৫ সালে নার্সিং উদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান?– সৈয়দ আলী আহসান

৩৩ তম বিসিএস

◈ 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা?– মাত্রাবৃত্ত ।

◈ কবিওয়ালা ও শায়েরদের উদ্ভব ঘটে কখন?– আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ।

◈ কবি গানের প্রথম কবি কে?– গোঁজলা গুই ।

◈ 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?'-কার লেখা?– কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার ।

◈ কোন চরণটি সঠিক?– ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা ।

◈ কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?– উর্দ্ধ ।

◈ 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ– সন্ন্যাসী ।

◈ Excise duty-এর পরিভাষা কোনটি?– আবগারি শুল্ক ।

◈ কোন বাক্যটি শুদ্ধ?– দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা ।

◈ 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙল ।'–এটি কোন বাক্য?– সরল ।

◈ কোনটি 'অগ্নি'-র সমার্থক শব্দ নয়?– প্রজ্জ্বলিত ।

◈ কোনটি সঠিক বানান?– নিশীথিনী ।

◈ কোনটি 'কোলন'?– ঃ (:) ।

◈ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট পত্রিকা 'কল্লোল' প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?– ১৯২৩ সালে ।

◈ কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত?– হরতাল ।

◈ 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ কি?–মোসাহেব ।

◈ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?– কুন্দনন্দিনী ।

◈ কোন বানানটি শুদ্ধ?– পিপীলিকা

◈ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন– ডব্লিউ. বি. ইয়েটস ।

◈ 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন– ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ।

৩২ তম বিসিএস

◈ 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন– রামাই পণ্ডিত ।

◈ 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীটি কার রচনা?– সঞ্জিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

◈ 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

◈ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি?– পদ্মগোখরা ।

◈ 'আনোয়ারা' গ্রন্থটি কার রচনা?– মোহাম্মদ নজিবর রহমান ।

◈ 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন?– প্রমথ চৌধুরী ।

◈ 'তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?' এই প্রবাদটির রচয়িতা কে?– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

◈ ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি?– আরেক ফাল্গুন ।

৩১ তম বিসিএস

- বাংলা গদ্যের জনক কে?— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের লেখক কে?— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?— অগ্নিবীণা।
- তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?— জসীমউদ্‌দীন।
- 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা?— ইন্দিরা দেবী
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কোন ধরনের কাব্য?— পত্রকাব্য।
- আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?— নীতিকাব্য।
- 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?— তুর্কি।
- সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ?— অব্যয়ীভাব।
- অশোক সৈয়দ কার ছদ্মনাম?— আব্দুল মান্নান সৈয়দ।
- সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত?— ব্যঞ্জনসন্ধি।
- 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?— নীর।
- 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?— কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী?— রাজিয়া খান।
- Quarterly শব্দের অর্থ কী?— ত্রৈমাসিক।
- কোনটি সঠিক বানান?—নিশীথিনী।
- শিখণ্ডী শব্দের অর্থ কী?— ময়ূর।
- গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে.....গানের গীতিকার কে?— শাহ আব্দুল করিম।
- অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যু সন কোনটি?— ১৯৯৯।

৩০ তম বিসিএস

- 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন— সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
- 'পাহাড়তলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন— শামসুর রাহমান।
- 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?—সহ+চর+র্য।
- রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?— মাত্রাবৃত্ত।
- নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম-মৃত্যু সাল?— ১৮৪৭-১৯১২।
- 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ?— সংস্কৃত।
- নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?— চ।
- 'কাঁঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক?— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা ভাষায় ছন্দ প্রধানত কত প্রকার?— ২ প্রকার।
- 'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনা?— রূপকথা।
- ''সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
  সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।'' এই চরণদ্বয়ের লেখক?— মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
- বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ— বাক্ + আড়ম্বর।
- 'আফতাব' শব্দের অর্থ সমার্থ কোনটি?— অর্ক।
- কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?— ভুসুকুপা।
- Anatomy শব্দের অর্থ— শরীরবিদ্যা।
- 'জোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
- 'অনীক' শব্দের অর্থ— সৈনিক।
- 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে?— প্যারীচাঁদ মিত্র।
- নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম?—অনিলাদেবী।

২৯ তম বিসিএস

- বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ কয়টি?— ১১ টি।
- বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?— লুইপা।
- 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?— সাধু রীতি।
- বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন? রাজা রামমোহন।
- ফররুখ আহমদ-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?—সাত সাগরের মাঝি।
- প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি কে?— শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'চাচা কাহিনী'র লেখক কে?—সৈয়দ মুজতবা আলী।
- মুসলমান নারী জাগরণের কবি— বেগম রোকেয়া।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা কে? বড়ু চণ্ডীদাস।
- বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি?— কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।
- কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?—চট্টগ্রামের জোবরা।
- 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন—সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি?— প্রলয়োল্লাস।
- বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?— সবুজপত্র।
- 'জৈনক' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ—জন + এক
- বাক্যের তিনটি গুণ কী কী?— আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা।
- 'একাত্তরের চিঠি'— কোন জাতীয় রচনা?—মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন।
- বাংলা একাডেমী কোন সালে প্রতিষ্ঠিত?—১৯৫৫ খ্রি:।
- 'সনেট' কবিতার প্রবর্তক কে?— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- সমাস ভাষাকে কী করে?—সংক্ষেপ করে।
- 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?—মোহাম্মদ নজীবর রহমান।
- বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম—দুর্গেশনন্দিনী।

২৮ তম বিসিএস

- চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?—নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
- মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?— মিথিলার।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র?— রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
- লোক সাহিত্য কাকে বলে?— লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদিকে।
- বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়?— উনিশ শতকে।
- বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?— দিগদর্শন।
- ইয়ংবেঙ্গল কী?— ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।
- দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?— বিয়ে পাগলা বুড়ো।
- মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি?— বেহুলা গীতাভিনয়।
- কোলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় কোন সালে?—১৭৫৩ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি?— ক্ষুধিত পাষাণ।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলমান ঔপন্যাসিকের নাম কী?— মীর মশাররফ হোসেন।
- নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?—ধূমকেতু।
- জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?—কবিতার কথা।
- 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?— ফররুখ আহমদ।
- বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?— আরেক ফাল্গুন।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? — জাহান্নাম হতে বিদায়।
- শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন?—ক্রীতদাসের হাসি।
- 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী?— অনুরোধ।

২৭ তম বিসিএস

- কোনটি উপন্যাস?— কন্যা কুমারী।
- লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?— দৌলত কাজী।
- সাপ্তাহিক 'সুধাকর'- এর সম্পাদক কে?—শেখ আব্দুর রহিম।
- মাসিক মোহম্মদী কোন সালে প্রকাশিত হয়?— ১৯২৭।
- কোন পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়?— কল্লোল।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকাটি?— ক্রান্তি।
- গ্রিক শব্দ কোনটি?— দাম।
- বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে?— একুশ।
- 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ?— সমাপ্তি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

◈ কত খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ করেন?– ১৯২৩।

◈ রাজা রামমোহন রচিত ব্যাকরণের নাম কী?– গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

◈ 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী?– মাছ + উয়া + ও।

◈ কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?– পর + পর = পরস্পর।

◈ বাংলা মৌলিক নাটকের যাত্রা হয় কোন নাট্যকারের হাতে? রামনারায়ণ তর্করত্ন।

◈ প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়– উপমেয়।

◈ 'পাখিসব করে রব রাত্রি পোহাইল' পঙক্তির রচয়িতা– মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

◈ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' এর রচয়িতা কে?– আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

◈ 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি সহ্য করতেনা–প্রমথ চৌধুরী

◈ 'এ মাটি সোনার বাড়া'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?– বিশেষণের অতিশায়ন।

২৬ তম বিসিএস

◈ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় কত সালে?– ১৮০১ সালে।

◈ 'উদাসিন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা?– আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

◈ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার কোন রাজসভার কবি?– আরাকান রাজসভা।

◈ যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর- এখানে হারায় কোন ধাতু?– প্রযোজক ধাতু।

◈ 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা– দ্বিজ কানাই।

◈ কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন?– ব্রাসি হেলহেড।

◈ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– অক্ষয়কুমার দত্ত।

◈ কোন গ্রন্থটি মহাকাব্য?– বৃত্রসংহার।

◈ 'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা?– মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

◈ 'ঠকচাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?– আলালের ঘরের দুলাল।

◈ 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন?– গিরিশচন্দ্র সেন।

◈ কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের?– মুনতাসির ফ্যান্টাসী।

◈ 'দারিদ্র' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?– সাম্যবাদী।

◈ কোন শব্দটি ফারসি?– পেরেশান।

◈ উপসর্গ কোনটি?– অতি।

◈ দাপ্তরিক কোন শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত?– এজেন্ট।

◈ 'নেমেসিস' কোন জাতীয় রচনা?– নাটক।

◈ 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?– শেষলেখা।

◈ 'জয়গুন' কোন উপন্যাসের চরিত্র?– সূর্য দীঘল বাড়ী।

◈ 'নবান্ন' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত?– সন্ধি।

◈ কোনটির অর্থ পক্ব অর্থে প্রকাশ পায়?– পাকা আম।

◈ টা, টি, খানা ইত্যাদি– পদাশ্রিত নির্দেশক।

◈ প্র, পরা, অপ– সংস্কৃত উপসর্গ।

◈ 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'–এর রচয়িতা কে?– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

◈ 'লাঠালাঠি'–এটি কোন সমাস?– ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস।

◈ 'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম'- এটি কোন জাতীয় রচনা?–মিশ্র বাক্য।

◈ কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি?– মৃত্যুক্ষুধা।

◈ 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?– বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

◈ 'সাজাহান' নাটকের প্রথম রচয়িতা কে?– দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

◈ কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা?– কমলে কামিনী।

◈ Ballad কী?– গাঁথা।

২৫ তম বিসিএস

◈ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?– দীনেশচন্দ্র সেন।

◈ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

◈ কোন কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়?– রক্তাম্বরধারিনী মা।

◈ 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের নায়িকা?– সমাপ্তি।

◈ 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?– রশীদ করিম

◈ 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা?– উপন্যাস।

◈ কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা?– মণীষা মঞ্জুষা।

◈ জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?– কল্লোল।

◈ 'ক্ষীয়মাণ' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কী?– বর্ধমান।

◈ 'নষ্ট হওয়া স্বভাব যার' এক কথায় হবে– নশ্বর।

◈ যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদের দ্বারা সমাহার বুঝায় তাকে বলে– দ্বিগু সমাস।

◈ কোন বাক্যটি শুদ্ধ?– তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।

◈ 'চাঁদমুখ' এর ব্যাসবাক্য হল– চাঁদের মত মুখ।

◈ 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা– এই বাক্যে 'ঔষধ' শব্দ কোন কারকে কোন বিভক্তি?– কর্ম কারকে শূন্য।

◈ 'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য?– জটিল।

◈ 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'- রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?– বলাকা।

◈ কোনটি শুদ্ধ বানান?– স্বত্ব।

◈ 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল– অন্ত্যমিল নেই।

২৪ তম বিসিএস

◈ 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন?– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

◈ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?– শেষের কবিতা।

◈ কাজী নজরুল ইসলামের নামের সাথে জড়িত 'ধূমকেতু' কোন ধরনের রচনা?– পত্রিকা।

◈ জসিমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?– রাখালী।

◈ 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা কে?– আনোয়ার পাশা

◈ জঙ্গম-এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?– স্থাবর।

◈ উৎকর্ষতা কী কারণে অশুদ্ধ?– প্রত্যয়জনিত।

◈ তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে?– হ্যাঁ-বাচক।

◈ 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?– কাব্য।

◈ কোনটি সঠিক?– বহ্নিপীর (নাটক)।

◈ কার মাথায় হাত বুলিয়েছ-এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ–ফাঁকি দেয়া।

◈ শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?– পথের দাবী।

◈ কোন গ্রন্থটির রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী?– ভবিষ্যতের বাঙালী।

◈ নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান?– আষাঢ়।

◈ 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে' বলেছেন– প্রমথ চৌধুরী।

◈ 'অক্ষির সমীপে' এর সংক্ষেপ হল– সমক্ষ।

◆ ◆ সমাপ্ত ◆ ◆

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com